৬০ বর্ষ ॥ ২৭-২৮ সংখ্যা ❖ ১৮ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ ঈ:

সাপ্তাহিক ১৮ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ সোমবার

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ২৭-২৮

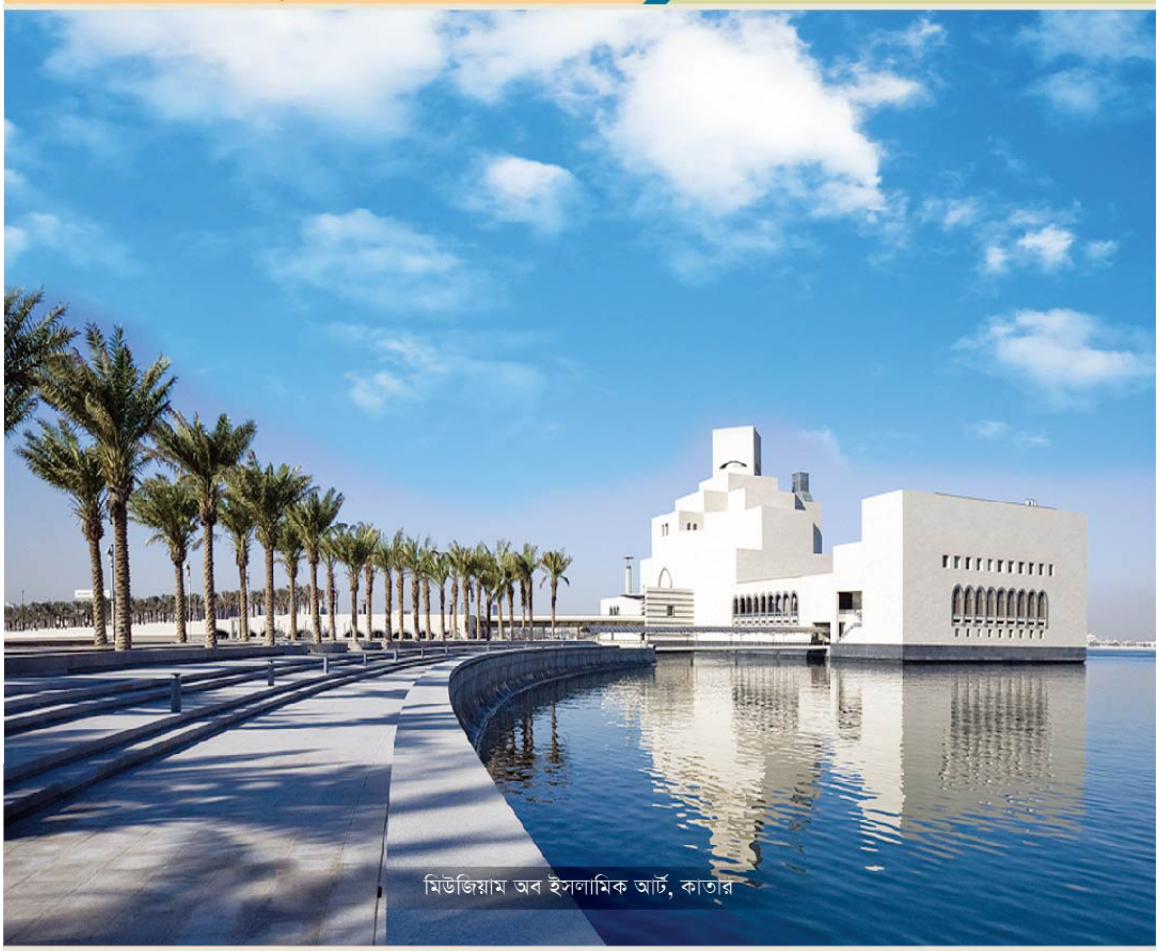

মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট, কাতার

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল – ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের গবেষণামূলক পত্রিকা

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৬০ বর্ষ ॥ ২৭-২৮ সংখ্যা ॥ সোমবার
১২ জমা: সানি: ১৪৪০ হিজরী
০৬ ফাল্গুন- ১৪২৫ বাংলা
১৮ ফেব্রুয়ারি- ২০১৯ ঈসায়ী

রেজি নং ডি. এ. ৬০
প্রকাশ মহল :
৯৮, নবাবপুর রোড
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ।

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

নির্বাহী সম্পাদক
শাইখ হারূন হুসাইন

সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
শাইখ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপনায়
আব্দুল্লাহ আল মামুন

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ.কে.এম. শামসুল আলম
প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী
প্রফেসর এ.এইচ.এম. শামসুর রহমান
আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আওলাদ হোসেন
মো: রুহুল আমীন [সাবেক আইজিপি]
প্রফেসর ডা. দেওয়ান আব্দুর রহীম
অধ্যাপক মীর আব্দুল ওয়াহ্হাব লাবীব
প্রফেসর ড. আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী

সম্পাদনা পরিষদ
অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
উপাধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ
শাইখ মুহাম্মাদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম

যোগাযোগ

সাপ্তাহিক আরাফাত

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক : ০১৭১১ ৫৪৭ ১২৫
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৬১ ৮৯৭ ০৭৬
সহকারী সম্পাদক : ০১৭১৬ ৯০৬ ৪৮৭
ব্যবস্থাপক : ০১৯৯৮ ৮০০ ১৩০
বিপণন : ০১৭২৪ ৬২১ ৮৬৯
অভিযোগ/পরামর্শ : ০১৭১৬ ৯০ ৬৪ ৮৭

E-mail : weeklyarafat@gmail.com
: jamiyat1946.bd@gmail.com
Website : www.jamiyat.org.bd
Phone : 02-7542434
Bkash No.: 01768-222056 (Personal)

মূল্য : ২০/- (বিশ) টাকা মাত্র ॥

عرفات أسبوعية

تصدر من مكتب جمعية أهل الحديث بنغلاديش، ٩٨ شارع نواب فور، داكا- ١١٠٠ الهاتف : ٠٢٩٥١٢٤٣٤، الجوال : ٠١٧١٣٣٢٨٢٩٨

المؤ سس : العلامة محمد عبد الله الكافى القريشي رحمه الله، الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة : الفقيد العلامة الدكتورمحمد عبد الباري رحمه الله، الرئيس الحالى لمجلس الإدارة : بروفيسر محمد مبارك علي، رئيس التحرير : الأ ستاذ الدكتورمحمد رئيس الدين.

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জেলা জমঈয়তের সুপারিশপত্রসহ প্রতি সংখ্যার জন্য **অগ্রীম ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা)** পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০% ও ২৬-১০০ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য দেয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা **"বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীস" সঞ্চয়ী হিসাব নং- ২৮৫৬, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, নবাবপুর শাখা, ঢাকায়** (অন-লাইনে) জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক চাঁদার হার	ষান্মাষিক চাঁদার হার
বাংলাদেশ (রেজি: ডাকমাশুলসহ)	৬০০/-	৩০০/-
পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমার	২৮ ইউ.এস. ডলার	১৪ ইউ.এস. ডলার
সৌদী আবর, ইরাক, ইরান, কুয়েতসহ মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহ ও সিঙ্গাপুর	৩৫ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ব্রুনাইসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ	৩০ ইউ.এস. ডলার	১৫ ইউ.এস. ডলার
আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ডসহ পশ্চিমা দেশসমূহ	৫০ ইউ.এস. ডলার	২৬ ইউ.এস. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ ইউ.এস.ডলার	২০ ইউ.এস. ডলার

দৃষ্টি আকর্ষণ

"সাপ্তাহিক আরাফাত"-এর সকল স্তরের **এজেন্ট, গ্রাহক ও শুভাকাঙ্খীদের** জানানো যাচ্ছে যে, **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** সংশ্লিষ্ট সকলপ্রকার **আর্থিক লেনদেন–**

"দি উইকলি আরাফাত"

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি:

বংশাল শাখা (সঞ্চয়ী হি: নং- ৪০০৯১৩১০০০০১৪৩৯) অনুকূলে **জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে** প্রেরণ করা যাবে। অথবা **"সাপ্তাহিক আরাফাত"** অফিসের নিম্নবর্ণিত মোবাইল নম্বরে **বিকাশ** করা যাবে–

বিকাশ নম্বর (পার্সোনাল) : ০১৭৬৮ ২২২ ০৫৬।

–সম্পাদক

বি. দ্র. অর্থ প্রেরণের পর উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত : সূচীপত্র

☞ **আল কুরআনুল হাকীম :**

- **মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতিদান**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ০৩

☞ **হাদীসুর রাসূল :**

- **মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা**
  শাইখ হারূণ হুসাইন- ০৭

☞ **সম্পাদকীয়– ১০**

☞ **প্রবন্ধ :**

- **রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর কবর ও তা যিয়ারত প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতের বিধান**
  অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন- ১১
- **কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ির বিধান**
  মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল মাদানী- ১৪
- **ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণ লেন-দেন**
  শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী- ২০

☞ **সমাজচিন্তা :**

- **ইসলামে কন্যা সন্তানের মর্যাদা**
  আবূ তাসনীম- ২৫
- **বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা কী শর্ত?**
  মুনীরা বিনতু আবূ তালেব- ২৯

☞ **ক্বাসাসুল হাদীস :**

- **মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) ও খাযির ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ঘটনা**
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ৩২

☞ **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কর্নার– ৩৫**

☞ **স্মরণ– ৩৬**

☞ **জমঈয়ত সংবাদ- ৩৮**

☞ **সতর্কতা- ৪০**

☞ **আপনার স্বাস্থ্য- ৪১**

☞ **ফাতাওয়া ও মাসায়েল- ৪৩**

☞ **প্রচ্ছদ পরিচিতি- ৪৭**

القران الحكيم ॥ আল কুরআনুল হাকীম

মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার প্রতিদান

–অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

আয়াতের সরল অনুবাদ : "যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের দানের তুলনা সেই বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মিল, প্রত্যেক শীষে একশত করে দানা এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, বর্ধিত হারে দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।[১]

উপর্যুক্ত আয়াতটির সংক্ষিপ্ত তাফসীর : মহান আল্লাহর বাণী–

﴿مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.....﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে.....।"

অর্থাৎ- যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় ধন-সম্পদ খরচ করে সে বড়ই বরকত ও সাওয়াব লাভ করে। তাকে দশ থেকে সাতশ' গুণ প্রতিদান দেয়া হয়।

সা'ঈদ ইবনু জুবাইর (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এর অর্থ হল মহান আল্লাহর বাধ্যতার প্রমাণস্বরূপ খরচ করা।

মাকহুল (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া লালন-পালন করা, অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করা এবং এ বিষয়ে অন্যান্য কার্যাবলীসমূহ।[২]

এখানে সাত শতের উল্লেখ করা হয়েছে আপেক্ষিক হিসাবে, মূল বিষয় হচ্ছে এর গুরুত্ব অনুধাবন করা। আল্লাহ তা'আলা উত্তম 'আমলকারীর উদাহরণ দিচ্ছেন যে, তাদের 'আমল হচ্ছে যেন এক একটি শস্য বীজ এবং প্রত্যেক বীজে উৎপন্ন হয়ে থাকে সাতটি শীষ, প্রত্যেক শীষে উৎপন্ন হয় একশ' শস্যদানা। কি মনোমুগ্ধকর উপমা' একের বিনিময়ে সাতশ' পাবে সরাসরি এই কথার চেয়ে উপরোক্ত কথা ও উপমার মধ্যে খুব বেশি সূক্ষ্মতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে এবং ঐদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৎ কার্যাবলী মহান আল্লাহর নিকট বৃদ্ধি পেতে থাকে যেমন বপনকৃত বীজ জমিতে বাড়তে থাকে।

'ইয়ায ইবনু গুতাইফ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন যে, আবূ 'উবায়দাহ্ ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাকে দেখতে যাই। তাঁর স্ত্রী শিয়রে উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম আবূ 'উবাইদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর রাত কিরূপ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে? তিনি বলেন, রাত্রি অত্যন্ত কঠিন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। সেই সময় তাঁর মুখমণ্ডল দেয়ালের দিকে ছিলো। এই কথা শুনা মাত্রই তিনি জনগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন, আমার এ রাত্রি কঠিন অবস্থায় কাটেনি। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন :

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فَاضِلَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبِسَبْعِمِائَةٍ وَمَنْ أَنْفَقَ عَلٰى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ أَوْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ مَازَ أَذًى فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرُقْهَا وَمَنِ ابْتَلَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبَلَاءٍ فِيْ جَسَدِهِ فَهُوَ لَهُ حِطَّةٌ.

'যে ব্যক্তি নিজের উদ্বৃত্ত জিনিস মহান আল্লাহর পথে দান করে, সে সাতশ' পুণ্যের অধিকারী হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের জীবনের ওপর ও পরিবারবর্গের ওপর খরচ করে সে দশগুণ পুণ্য লাভ করে। যে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পরিদর্শন করতে যায় তারও দশগুণ পুণ্য লাভ হয়। সাওম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যে পর্যন্ত না তা নষ্ট করা হয়। যে ব্যক্তি শারীরিক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা ও রোগে আক্রান্ত হয়, ঐগুলো তার পাপসমূহ ঝেড়ে ফেলে।'[৩]

অন্য আরেকটি হাদীসে রয়েছে যে, একটি লোক লাগাম বিশিষ্ট একটি উষ্ট্রী দান করে।

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

১. ২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৬১।

২. তাফসীর ইবনু আবী হাতিম- ৩/১০৪৭।

৩. হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ- ১/১৯৫,১৯৬, আল মাজমা'উয যাওয়ায়িদ- ২/৩০০, সুনান আন্ নাসায়ী- ৪/৪৭৭/২২৩২।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : লোকটি কিয়ামতের দিন সাত কোটি লাগাম বিশিষ্ট উষ্ট্রী প্রাপ্ত হবে।[৪] তবে ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লা-হ) আরো বর্ণনা করেছেন : এক ব্যক্তি লাগামসহ একটি সুসজ্জিত উট নিয়ে এসে বলেন : হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এটি মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কিয়ামত দিবসে তুমি এ জন্য সাত শতটি উট প্রাপ্ত হবে।[৫]

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى مَا شَاءَ اللهُ يَقُوْلُ اللهُ : إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِيْ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ : فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فِيْهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. الصَّوْمُ جُنَّةٌ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ.

'মহান আল্লাহ বানী আদম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর প্রতিটি সাওয়াবকে দশগুন করেছেন এবং তা বাড়তে বাড়তে সাতশ' পর্যন্ত হয়ে যায়। কিন্তু সিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "এটি বিশেষ করে আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিদান দিব।" সিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি খুশি রয়েছে। একটি খুশি ইফতারের সময় এবং অন্যটি তার প্রভুর সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের দুর্গন্ধ মহান আল্লাহর নিকট মিশকের সুগন্ধি হতেও বেশি পছন্দীয়। সাওম ঢালস্বরূপ, সাওম ঢালস্বরূপ।'[৬]

অপর হাদীসে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'যে ব্যক্তি বিশ্বাস রেখে ও সৎ নিয়তে রামাযানের সাওম রাখে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।'[৭]

সুতরাং বুঝা গেল যে 'আমলে যে পরিমাণ একনিষ্ঠতা থাকবে সেই পরিমাণই পুণ্য বেশি হবে।

অতঃপর বলা হয়েছে–

﴿وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"বস্তুতঃ আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, জ্ঞানময়।"

অর্থাৎ- আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য বিপুল দাতা ও মহাজ্ঞানী। অর্থাৎ- তাঁর সাহায্য তাঁর সৃষ্টির সকলের জন্য ব্যাপ্ত, কে তাঁর সাহায্য পাবার যোগ্য এবং কে যোগ্য নয় সেই বিষয়েও তিনিই ভালো জানেন। সমস্ত প্রশংসা ও গুণগান একমাত্র মহান আল্লাহরই প্রাপ্য।

দান-খয়রাত করে খোটা দেয়া যাবে না : আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঐ বান্দাদের প্রশংসা করছেন 'যারা দান-খয়রাত করে থাকেন;' অতঃপর যাদেরকে দান করেন তাদের নিকট নিজেদের কৃপার কথা প্রকাশ করেন না এবং তাদের নিকট হতে কিছু উপকারেরও আশা করেন না। তারা তাদের কথা ও কাজ দ্বারা দান গ্রহীতাদেরকে কোন প্রকারের কষ্টও দেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই বান্দাদেরকে উত্তম প্রতিদান প্রদানের ওয়া'দা করেছেন যে, তাদের প্রতিদান মহান আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। কিয়ামতের দিন তাদের ভয় ও চিন্তার কারণ থাকবে না। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ﴾

"যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয় না। আর দান গ্রহীতাকে কষ্ট দেয় না, তাদের প্রতিদান তাদের প্রতিপালকের নিকট নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই, মর্মপীড়াও নেই। যে দানের পর কষ্ট দেয়া হয় তার চেয়ে ভালো কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু।"[৮]

---

৪. *হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ- ৪/১২১।*

৫. *সহীহ মুসলিম- ৩/১৩২/১৫০৫, সুনান আন্ নাসায়ী- ৬/৩৫৬/৩১৮৭, সুনান আদ্ দারিমী- ২/২৬৮/২৪০২।*

৬. *হাদীসটি সহীহ। মুসনাদ আহমাদ- ১/৪৪৬,আল মাজমা'উয যাওয়ায়িদ- ৩/১৭৯।*

৭. *হাদীসটি সহীহ। সহীহুল বুখারী- ১/১১৫/৩৮, ৪/১৩৫, ৪/১৩৮/১৯০১, সহীহ মুসলিম- ১/৫২৩/১৭৫।*

৮. *২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৬২ ও ২৬৪।*

ইবনু আবী হাতিম (রাহিমাহুল্লা-হ)-এর বর্ণনায় রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : 'উত্তম কথা হতে ভাল দান আর কিছুই নেই। তোমরা কি মহান আল্লাহর এই ঘোষণা শুননি?

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّ مَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى﴾

"যে দানের পশ্চাতে কষ্ট-ক্লেশ প্রদানের উদ্দেশ্য থাকে সেই দান অপেক্ষা উত্তম বাক্য বলা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা উৎকৃষ্টতর।"[৯]

এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন প্রকারের লোকের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখবেন না ও তাদেরকে পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। প্রথম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে দান করার পর কৃপা প্রকাশ করে। দ্বিতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে পায়জামা বা লুঙ্গী পায়ের গিঁটের নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করে। তৃতীয় হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মিথ্যা শপথ করে নিজের পণ্য দ্রব্য বিক্রি করে।'[১০]

অপর একটি হাদীসে রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ وَلَا مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ.

'বাবা-মার অবাধ্য, সাদাক্বাহ্ করে কৃপা প্রকাশকারী, মদ্যপায়ী এবং তাকদীরকে অবিশ্বাসকারী জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না।'[১১]

সুনান আন্ নাসাঈর মধ্যে রয়েছে– রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى.

'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তিন ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাতও করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য, মদ্যপানে অভ্যস্ত এবং দান করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী।'[১২]

এই জন্যই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন :

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى﴾

"হে মু'মিনগণ! অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমাদের দান-খয়রাত নষ্ট করো না।"[১৩]

এ অনুগ্রহ প্রকাশ ও কষ্ট দেয়ার পাপ দানের সাওয়াব অবশিষ্ট রাখে না।

অতঃপর অনুগ্রহ প্রকাশকারী ও কষ্ট প্রদানকারীর সাদাক্বাহ্ নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপমা ঐ সাদাক্বার সাথে দেয়া হয়েছে, যা মানুষকে দেখানোর জন্য দেয়া হয় এবং উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষ তাকে দানশীল উপাধিতে ভূষিত করবে এবং তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য তার মোটেই থাকে না এবং সে সাওয়াব লাভেরও আশা পোষণ করে না।

যদি মহান আল্লাহর ওপর এবং কিয়ামতের ওপর বিশ্বাস না থাকে তাহলে ঐ লোক দেখানো দান, অনুগ্রহ প্রকাশ করার দান এবং কষ্ট দেয়ার দানের দৃষ্টান্ত এরূপ। এ জন্যই এই বাক্যের পর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا﴾

"যেমন এক বৃহৎ মসৃণ প্রস্তর খণ্ড, যার ওপরে কিছু মাটিও জমে গেছে। অতঃপর প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে সমস্ত পাথরটি ধুয়ে গেছে এবং কিছুই অবশিষ্ট নেই।"[১৪]

---

[৯]. ২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৬৩।

[১০]. সহীহ মুসলিম- ১/১৭১/১০২, সুনান আবূ দাউদ- ৪/৫৭/৪০৮৭, জামি'উত্ তিরমিযী- ৩/৫১৬/১২১১।

[১১]. মুসনাদ আহমাদ- ৬/৪৪১, সুনান ইবনু মাজাহ্- ২/১১২০/৩৩৭৬।

[১২]. হাদীসটি সহীহ। সুনান আন্ নাসায়ী- ৫/৮৪/২৫৬১, সহীহ ইবনু হিব্বান- ১/১৫৬/৫৬, ৯/২১৮/৭২৯৬, মুস্তাদরাকে হাকিম-৪/১৪৬, ১৪৭।

[১৩]. ২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৬৪।

[১৪] সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৪।

এই দু'প্রকার ব্যক্তির দানের অবস্থাও তদ্রূপ। লোকে মনে করে যে, সে দানের সাওয়াব অবশ্যই পেয়ে যাবে। যেভাবে এই পাথরের মাটি দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের ফলে ঐ মাটি দূর হয়ে গেছে, তেমনই এই ব্যক্তির অনুগ্রহ প্রকাশ করা ও কষ্ট দেয়ার ফলে এবং ঐ ব্যক্তির রিয়াকারীর ফলে ঐ সব সাওয়াব বিদায় নিয়েছে। মহান আল্লাহর নিকট পৌঁছে তারা কোন প্রতিদান পাবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ﴾

"আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।"[১৫]

খোটামুক্ত দানের উপমা : অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এমন মু'মিনদের দানের উপমা দিয়েছেন, যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দান করে থাকেন এবং উত্তম প্রতিদান লাভেরও তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾

"যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধন ও নিজেদের মনে ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকে তাদের তুলনা সেই বাগানের ন্যায় যা উচ্চভূমিতে অবস্থিত, তাতে মুষলধারে বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিগুণ ফল ধরে, যদি তাতে বৃষ্টিপাত নাও হয়, তবে শিশির বিন্দুই যথেষ্ট। তোমরা যা কিছুই করো, আল্লাহ তা'আলা তার সম্যক দ্রষ্টা।"[১৬]

رَبْوَة বলা হয় উঁচু ভূমিকে যেখান দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। وَابِلٌ-এর অর্থ হচ্ছে প্রবল বৃষ্টিপাত। বাগানটি দ্বিগুণ ফল দান করে। অন্যান্য বাগানসমূহের তুলনায় এই বাগানটি এরূপ যে, সেটা উর্বর ভূ-ভাগের ওপর অবস্থিত বলে বৃষ্টিপাত না হলেও শিশির দ্বারাই ফুল-ফল হয়ে থাকে। কোন বছরই ফল শুন্য হয় না। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের 'আমল কখনো সাওয়াবহীন হয় না, তাদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান অবশ্যই দেয়া হয়। তবে ঐ প্রতিদানের ব্যাপারে পার্থক্য রয়েছে যা ঈমানদারদের একনিষ্ঠতা ও সৎ কাজের গুরুত্ব হিসেবে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। বান্দাদের কোন কাজ মহান আল্লাহর নিকট গোপন নেই। বরং তিনি তাদের কার্যাবলী সম্যক অবগত রয়েছেন।

দার্‌স থেকে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ–

১. ঈমান গ্রহণের পর মু'মিন বান্দা যেন মহান আল্লাহর পথে খরচ করার ব্যাপারে প্রস্তুত থাকে।

২. ধন-সম্পদ যদি প্রয়োজন পূরণ করার জন্য ব্যয় করা হয় অথবা পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করা হয় বা আত্মীয়-স্বজনের দেখা-শুনার জন্য খরচ করা হয় কিংবা অভাবীদের সাহায্যার্থে খরচ করা হয় অথবা জনকল্যাণমূলক কাজে এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোনো খাতেই ব্যয় করা হোক না কেন, তা যদি মহান আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ব্যয় করা হয় তবেই তা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

৩. আর তখনই আল্লাহ তা'আলা ঘোষিত ফযীলত লাভে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। এখানে এক থেকে সাত; আবার তার প্রতিটি একশত শস্য দানার মতো ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এ উপমা রূপক। আল্লাহ তা'আলা চাইলে আরো বেশি বৃদ্ধি করবেন।

৪. দানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে– যে পরিমাণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা ও গভীর আবেগ-উদ্দীপনা সহকারে মানুষ আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে; মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতিদানও ততো বেশি ধার্য হবে।

৫. দান করে খোটা দেয়া যাবে না।

৬. খোটা দিলে দানের সওয়াব পাওয়া যাবে না।

উপসংহার : পরিশেষে বলব, আল্লাহ তা'আলা যেন মুসলিম উম্মাহকে কুর'আনের উল্লিখিত আয়াত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর পথে ও সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করার তাওফীক্ব প্রদান করেন –আমীন। ###

[১৫] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৬৪।*

[১৬]. *২ নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৬৫।*

حديث الرسول \ nv`xmi ivmj

মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা

–শাইখ হারূণ হুসাইন*

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ.

হাদীসের অর্থ : “আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : মানুষের সব জোড়ার বিনিময়ে প্রতিদিন একটি করে সাদাক্বাহ্ রয়েছে। দু‘জনের মাঝে মীমাংসা করে দেয়া একটি সাদাক্বাহ্, কোন ব্যক্তির বোঝা তার বাহনে তুলে দিতে সাহায্য করা কিংবা তোলে দেয়া একটি সাদাক্বাহ্, ভালো কথা বলা একটি সাদাক্বাহ্, সালাত আদায়ের জন্য বের হয়ে পথ চলায় প্রতিটি পদক্ষেপ একটি করে সাদাক্বাহ্ এবং রাস্তা হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া একটি সাদাক্বাহ্।”[১৭]

বিশেষ বিশেষ পরিভাষা :

(سُلَامَى) অর্থ হাত, পা ও আঙ্গুলের হড্ডির জোড়া। এখানে শরীরের সব জয়েন্ট উদ্দেশ্য। আর সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে– মানুষকে তিনশত ষাটটি জোড়া দিয়ে দেহ গঠন করা হয়েছে।

(يَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ) বিবাদমান দু’জন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে ন্যায়-ইনসাফ অনুযায়ী ফায়সালা করে দেয়া।

(وَيُعِيْنُ الرَّجُلَ عَلٰى دَابَّتِهِ) অর্থ ব্যাক্তিকে তার বাহনে উঠতে সাহায্য করা। দাব্বাহ দ্বারা নৌকা, গাড়ি বা এ যাতীয় সর্বপ্রকার বাহন উদ্দেশ্য। কোন ব্যক্তি তার বাহনে কোন কিছু উঠাতে না পারলে তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। এটি অত্যন্ত মহৎ কাজ। আর ইসলাম মানবতার সেবায় এগিয়ে আসতে এরূপ কাজে সাদাক্বার তুল্য নেকী বলে উৎসাহিত করেছে।

(خُطْوَةٍ) অর্থ চলার ক্ষেত্রে পা ফেলা। অর্থাৎ- এক পা উঠিয়ে আরেক পা ফেল। আর এটিকে একটি পদক্ষেপ বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মাসজিদে গমন করবেন, তিনি প্রতি ক্বদমে একটি করে সাদাক্বার নেকী পাবেন।

(وَيُمِيْطُ الْأَذَى) আর এর অর্থ রাস্তায় এমন কিছু পড়ে থাকা, যা চলার পথে মানুষকে কষ্ট দেয়। এরূপ কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়া একটি সাদাক্বাহ্। আর এটি ঈমারে দাবীও বটে।

রাবী বর্ণনাকারী পরিচিতি : নাম- ‘আবদুর রহমান বিন সাখর আদ্ দাউসী। তিনি খাইবারের যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে এ যুদ্ধেই বীরত্বের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি উঁচুমানের সাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-গণের অন্যতম ছিলেন। হাদীসের হাফেয হিসেবে তাঁর প্রসিদ্ধি সর্বজন স্বীকৃত। তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী। সর্বদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সাথে থাকতেন এবং তাঁর নিকট থেকে ওয়াহীর জ্ঞান লাভ করেন। তিনি ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু ‘আন্হু)-এর খিলাফাত কালে ফাতাওয়া দানের দায়িত্বে নিয়োজিত হোন এবং মারওয়ানের শাসনামলে মাদীনার গভর্নর নিযুক্ত হন। এ জালীলুল কাদর সাহাবী ৫৭ অথবা ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

হাদীসের তাৎপর্য : ইসলামী বিধানের অন্যতম মহান লক্ষ্য হলো মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, সম্প্রীতি, ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। এ ক্ষেত্রে

---

* *নির্বাহী সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত, ঢাকা ও প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহ্লে হাদীস। অধ্যক্ষ- জামি‘আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়া, গাজীপুর।*

[১৭] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ২৮২৭ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ১০০৭ ও ১০০৯।*

প্রথমে প্রয়োজন আদর্শগত ঐক্য ও মনের মিল। এ দু'টি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলে ঐক্যের পথ সুগম হয়ে যাবে। আর তা করতে হলে পরস্পরের প্রতি সু-ধারণা এবং একে অন্যের জন্য কল্যাণ কামনা করা। উক্ত হাদীসে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রতি নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় এ হাদীসের তাৎপর্য ও এর যথাযথ প্রয়োগ একান্ত আবশ্যক।

হাদীসের ব্যাখ্যা :

প্রথমতঃ মানুষকে হাড্ডি ও জোড়া দিয়ে সৃষ্টির এলাহী রহস্য : আল্লাহ তা'আলা মানুষকে উত্তম অবয়ব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। প্রতিটি অঙ্গ তৈরী ও বিন্যাসে রয়েছে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নৈপুন্যতা এবং কুদরতের জ্বলন্ত স্বাক্ষী। মানুষ নিজেকে নিয়ে ভাবলেই মহান আল্লাহর প্রতি ষোল আনা ভক্তি ও শ্রদ্ধায় অবনত হতে বাধ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿بَلَى قَادِرِيْنَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ﴾

"নিশ্চয়ই আমি তার আঙ্গুলসমূহ সঠিকভাবে সু-বিন্যস্ত করতে সক্ষম।"[১৮]

দ্বিতীয়তঃ সুবিন্যস্ত দেহাবয়ব সৃষ্টি করার কারণে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা : মানব দেহের প্রতিটি অঙ্গ সুন্দরভাবে স্থাপন করা এবং অনুভূতি ও সঞ্চালন শক্তি একটি বড় নি'আমত, যার শুকরিয়া আদায় করে মানুষ কোন দিন শেষ করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও আত্মভোলা মানুষ প্রবঞ্চনায় পড়ে শুকরিয়া আদায় করতে ভুলে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿يَاأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ○ الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ○ فِيْ أَيِّ صُوْرَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ﴾

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহিমান্বিত প্রতিপালক সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করছেন এবং সুষম করেছেন। যিনি তোমাকে তার ইচ্ছেমত আকৃতিতে গঠন করেছেন।"[১৯]

তিনিই তো একমাত্র খালেক্ব ও অধিপতি। প্রতিটি নি'আমত সম্পর্কে তাঁর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। অপর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ﴾

"অতঃপর সেদিন তোমরা প্রতিটি নি'আমত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[২০]

তৃতিয়তঃ দু'জন বিবাদমান ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করা : আর এ কাজটি হতে হবে পূর্ণাঙ্গ ইনসাফের সাথে। যাতে বিচার করতে গিয়ে যেন কোন হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল না করা হয়। এ ধরনের বিচার ফাসালা এটি মহৎ কাজ, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়। আর এটি মু'মিনদের পারস্পরিক দায়িত্বের অন্যতম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, অতএব তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, আর আল্লাহকে ভয় করো, সম্ভবতঃ তোমরা সফলকাম হবে।"[২১]

চতুর্থতঃ কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করা : একজন বয়স্ক কিংবা শারীরিকভাবে দুর্বল ব্যক্তি কতটা অসহায়, তা কেবল ঐ শ্রেণির মানুষই বুঝতে পারবে। সবল, সুঠামদেহী ও দুনিয়া বিভোর কারো পক্ষে বুঝা সহজে সম্ভব না। অথচ আল্লাহ এ বিষয়ে তার বান্দাদের সতর্ক করেছেন এবং এরূপ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহ দিয়ে প্রভুত সাওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন। যারা এ কাজ করবেন, তারা একটি সাদাক্বার নেকী লাভ করতে পারবেন। আর এর মাধ্যমে প্রকৃত মানবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপিত হবে।

পঞ্চমতঃ ভালো কথা বলো : এটিও একটি মহৎ গুণ, যা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। কেবল যাদের মধ্যে মনুষ্যত্ব রয়েছে, কেবল তারাই মানুষকে মানুষ বলে মূল্যায়ন

[১৮] *আল-কুরআন : সূরাহ্ আল ক্বিয়া-মাহ/০৪।*
[১৯] *আল-কুরআন : সূরা আল ইনফিত্বার/৬-৮।*
[২০] *আল-কুরআন : সূরা আত্ তাকাসুর/০৮।*
[২১] *আল-কুরআন : সূরা আল হুজরাত/১০।*

করবেন এবং তাদের সাথে ভালো ব্যাবহার করবেন। ভালো কথার মাঝে উল্লেখযোগ্য হলো– সালাম দেয়া, কুশল বিনিময়, হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামু কাল্লাহ' বলা ইত্যাদি। অথচ আমরা জানি না যে, কষ্ট দিয়ে দান করা বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করার চেয়ে উত্তম কথা বলে সান্তনা দেয়া অনেক অনেক ভালো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى﴾

"ভালো কথা বলা এবং ক্ষমা প্রদর্শন করা ঐ দান-খায়রাত অপেক্ষা উত্তম, যার পরে কষ্ট দেয়া হয়.....।"[২২]

ষষ্ঠতঃ মাসজিদে হেঁটে যাওয়া : মাসজিদে সালাত আদায়ের জন্য হেঁটে হেঁটে যাওয়ার ফযীলত অনেক। এ মহান কাজটি কেবল ঐসব লোক করতে পারে, যারা মহান আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার, নিয়মিত সালাত আদায়কারী, মালের যাকাতদানকারী এবং শির্কের মহাপাপ থেকে মুক্ত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্ধকারেও নিয়মিত মাসজিদে গমনকারীকে ক্বিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ নূর বা আলোকবর্তিকার সু-সংবাদ দিয়েছেন।[২৩]

তাছাড়া সকাল-বিকাল মাসজিদে গমনকারীর জন্য জান্নাত সু-সজ্জিত করা হয়।[২৪]

সপ্তমতঃ কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া : এটি ঈমানের সত্তোরোর্ধ্ব শাখার মধ্যে একটি। এর মাধ্যমে ইসলাম 'আমলকে একটি আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছে এবং ঐসব লোকের জবাব দিয়েছে, যারা বলেন– 'আমল ঈমানের অংশ নয়; ঈমান শুধুমাত্র বিশ্বাস ও স্বীকৃতির নাম। তাছাড়া রাস্তায় কষ্টদায়ক কোন কিছু পড়ে থাকলে তা দ্বারা মানুষই কষ্ট পাবে। তাই মানবতার অন্যতম দাবী হলো এরূপ কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে মানুষের চলার পথ নির্বিঘ্ন করা। যারা শুধু মানবতার শ্লোগান দিয়েই যথেষ্ট মনে করেন, তাদের জন্য এ হাদীসখানা একটি উত্তম জবাব।

[২২] *আল-কুরআন : সূরা আল বাক্বারাহ/১৬৩।*
[২৩] *সুনান আবূ দাঊদ ও আত্ তিরমিযী।*
[২৪] *সহীহ মুসলিম।*

দারসের শিক্ষাসমূহ–

০১. মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ সৃষ্টির মাধ্যমে মহান আল্লাহর নিপুণ সৃষ্টি কৌশলের প্রকাশ ঘটেছে।

০২. মানুষের শরীরে তিনশত ষাটটি জোড়া রয়েছে। আর জোড়ার বিনিময়ে দৈনিক মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত। ইশরাক্বের দু'রাকা'আত সালাত এ জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

০৩. মানুষ প্রতিটি নি'আমতের জন্য ক্বিয়ামতে জিজ্ঞাসিত হবে। সে জন্য সদা সর্বদা প্রস্তুত থাকা প্রয়োজন।

০৪. ভালো কথা বলা প্রকৃত মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রতিটি ভালো কথার বিনিময়ে বান্দা একটি করে সাদাক্বার নেকী পাবে।

০৫. মানবতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইসলাম। ইসলামী শিষ্টাচারের ব্যাপক প্রচলন ছাড়া মানবতার বিকাশ ঘটানো অসম্ভব।

উপসংহার : বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা কখনও মানুষকে নির্ভুল সত্যের সন্ধান দিতে পারে না। আর মানুষের সীমিত জ্ঞান দ্বারা মানবতার চূড়ান্ত কল্যাণ সাধন সম্ভব না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বক্ষমান হাদীসে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণকর কাজের মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নির্দেশনা দিয়েছেন। তাই আসুন! আমরা প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ মেনে নিজের জীবনকে কল্যাণময় করি এবং সহীহ সুন্নাহর আলোকে জীবনকে আলোকিত করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাওফীক্ব দান করুন –আমীন। ###

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব– কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন করো (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরো)।"

(শাইখ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম, ৫০ পৃ:)

সম্পাদকীয় জমঈয়তের মহাসম্মেলন বাস্তবায়নে সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন! الافتتاحية

মহান আল্লাহর অশেষ ফযল ও করমে আগামী ১৫ ও ১৬ মার্চ ঢাকার অদূরে আশুলিয়া বাইপাইলে জমঈয়তের নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ইয়াতীমখানা ও মডেল মাদরাসা প্রাঙ্গনে দু'দিনব্যাপী দা'ওয়াত ও তাবলীগী মহাসম্মেলন-২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে –ইন্‌শা-আল্লাহ। এতে সভাপতিত্ব করবেন জমঈয়তের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মোবারক আলী (হাফিযাহুল্লা-হ)। সম্মেলনে একদিন– প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র ও জমঈয়তের অন্যতম উপদেষ্টা জনাব আলহাজ্জ সাঈদ খোকন। অপরদিন– প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অন্যতম উপদেষ্টা ও সাবেক এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দীন আহমদ। এছাড়া দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, শিক্ষাবিদসহ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ মহাসম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করবেন। এ সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমাদের সকলের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য।

সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো কালিমা তাইয়্যিবাকে মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, তামুদ্দুনী, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে রূপায়ন করা অর্থাৎ- কালিমা তাইয়্যিবাকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। সেই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই আমাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে। সর্বোপরি দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার জন্য এ মহাসম্মেলনের আয়োজন।

সুতরাং এ মহাসম্মেলন বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন অর্থের যোগান। সে জন্য প্রতিটি শাখা, ইলাকা এবং জেলার দায়িত্বশীলগণকে এ ব্যাপারে তৎপরতা চালাতে হবে। তাওহীদবাদী দ্বীনী ভাইয়ের নিকট সম্মেলনের দা'ওয়াত পৌঁছাতে হবে এবং সার্বিক খরচ নির্বাহের জন্য তাদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কেননা মহান আল্লাহর পথে ব্যয় করার যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

"আর যে রিয্‌ক আমি তোমাদের দিয়েছি তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করো, তোমাদের মৃত্যু আসার পূর্বে। নচেৎ মৃত্যু এসে গেলে সে বলবে : হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে আরো কিছুকালের অবকাশ দিলে না কেনো? তাহলে আমি সাদাক্বাহ্ করতাম, আর সৎকর্মশীলদের মধ্যে শামিল হয়ে যেতাম।"[২৫]

কাজেই আমাদের প্রত্যেকের উচিত মৃত্যু আসার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা, দ্বীনের কাজে অর্থ খরচ করা। এতে আমাদের প্রভূত কল্যাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

"তোমরা যা কিছু ধন-সম্পদ দান করো, তা নিজেদের উপকারের জন্যই। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে তোমরা দান করো না। আর তোমরা যা দান করো, তার পুরস্কার পূর্ণভাবে প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি কোনো প্রকার অন্যায় করা হবে না।"[২৬]

সুতরাং নিজেদের কল্যাণার্থে দ্বীনের পথে বেশি বেশি দান করা খুবই প্রয়োজন। আরেকটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার যে, মহান আল্লাহর পথে দান করলে অর্থ-সম্পদ কখনোই কমে যায় না বরং বৃদ্ধি পায়।

এ মর্মে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন : 'দান-সাদাক্বাহ্ করলে মাল কমে যায় না।'[২৭]

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অপর হাদীসে আরো বলেন : 'হে আদম সন্তান! প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তা আটকে রাখা ক্ষতিকর।'[২৮]

অতএব উপর্যুক্ত কুর'আন-হাদীসের বাণীর মাধ্যমে সুস্পষ্ট হল নিজেদের কল্যাণেই আল্লাহর পথে দান-সাদাক্বাহ্ করা অপরিহার্য।

সুতরাং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দসহ কর্মী, সমর্থক, শুভানুধ্যায়ী ও তাওহীদপন্থী আম জনতার প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আসুন! জমঈয়ত কর্তৃক আয়োজিত মহাসম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলি। মহান আল্লাহর জন্য নিবেদিত হয়ে দান-সাদাক্বার হাতকে সম্প্রসারিত করি। আল-কুর'আন ও সহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াতকে সর্বত্র পৌঁছে দেই। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুম)-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন গড়ে তুলি। যাবতীয় কু-সংস্কার, কবর পূজা, মাযার পূজা এবং ব্যক্তি পূজা থেকে বিরত থাকি। সর্বত্র নির্ভেজাল তাওহীদের সুমহান ঝাণ্ডাকে উড্ডীন করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সহায় হোন –আমীন। ###

---

[২৫]. ৬৩নং সূরাহ্ আল মুনাফিকূন, আয়াত নং ২০।
[২৬]. ২নং সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং ২৭২।
[২৭]. সহীহ মুসলিম হাঃ ২৫৮৮।
[২৮]. সহীহ মুসলিম হাঃ ১০৩৬।

المقالة \ ceÜ

রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর কবর ও তা যিয়ারত প্রসঙ্গে ইসলামী শরী'আতের বিধান

মূল লেখক : একদল বিজ্ঞ 'আলেম কর্তৃক প্রণীত

অনুবাদ সম্পাদনা : অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন*

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন মারা যান তখন তাঁকে কোথায় কবরস্থ করা হবে এ নিয়ে লোকেরা মতভেদ করে। তাঁর সাহাবীগণও ঠিক বুঝতে পারছিলেন না যে, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে কোথায় কবরস্থ করবেন। আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) বলেন, আমি মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

لَنْ يُقْبَرَ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوْتُ.

"নাবী যেখানে মারা যান সেখানে ব্যতীত অন্য কোথাও কবরস্থ করা যায় না।"[২৯]

এরপর সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বিছানা সরিয়ে বিছানার নিচে কবর খনন করেন।

এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা)-এর পবিত্র হুজরায় দাফন করা হয়।

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) পবিত্র হুজরার দক্ষিণ দিকে কবরস্থ হোন। আর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) হুজরার উত্তরাংশে অবস্থান করতে থাকেন। কবর ও তাঁর মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল ছিলো না। অতঃপর যখন আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) মারা যান তখন তিনি ['আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা)] তাঁকে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের এক হাত পিছনে দাফন করার জন্য অনুমতি দেন। তাঁর জন্য মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের এক হাত পিছনে কবর খনন করা হয় তাঁর মাথাটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দু' কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। এরপরও 'আয়িশাহ্ কবরের ও নিজের মাঝে কোন পর্দা বা আড়াল করেননি; বরং তিনি বলেন, তাদের একজন আমার স্বামী দ্বিতীয়জন আমার পিতা, তবে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) যখন মারা যান তখন তিনি তাঁর দু' সাথীর সাথে দাফন করার অনুমতি দেন। অতঃপর আবূ বাক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর এক হাত পিছনে তাঁর কবর খনন করা হয়, তাঁর মাথা আবূ বাক্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর দু' কাঁধ বরাবর হয়ে যায়। 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর কাঠামো লম্বা হওয়ার কারণে তাঁর দু'পা হুজরার পূর্ব দিকের দেয়ালে ঠেকে যায়। এরপর 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) তাঁর ও কবরসমূহের মাঝে পর্দা রাখেন। কারণ 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) মুহরিম ছিলেন না। সে জন্য তিনি মৃত্যুর পরও তাঁর সম্মান বজায় রেখেছেন।

মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত : হাজ্জের সময় মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত ওয়াজিবও নয় শর্তও নয়। যেমন- কতিপয় সাধারণ মানুষ ধারণা করে থাকে; বরং তার জন্য উত্তম যে, সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মাসজিদ যিয়ারত করতে আসে অথবা যে ব্যক্তি মাসজিদে নাবাবীর নিকটে থাকে তার জন্যও মাসজিদে নাবাবী যিয়ারত করা। আর যারা মাদীনার থেকে অনেক দূর থেকে কেবল কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে আসে তাদের জন্য এ সফর বৈধ নয়। তবে মাসজিদে নাবাবীর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা সুন্নত। যখন মাসজিদে পৌঁছে যাবে তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর দু' সাথীর কবর যিয়ারত করে নিবে। এভাবে উক্ত কবরসমূহের যিয়ারত মাসজিদ যিয়ারতের আওতাভুক্ত হয়ে যাবে। এটি এজন্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : اَلْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ ﷺ وَمَسْجِدُ الْأَقْصٰى.

"তিনটি মাসজিদ ব্যতীত বরকতের আশায় অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে লম্বা সফর করা যাবে না, তিনটি মাসজিদ হলো– মাসজিদে হারাম, মাসজিদে রাসূল অর্থাৎ- মাসজিদে নাবাবী এবং বায়তুল মুকাদ্দাস।"[৩০]

---

* *সহ-সভাপতি- বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। সম্পাদক- সাপ্তাহিক আরাফাত।*

[২৯] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ১/৭, মাঃ শাঃ, হাঃ ২৮।*

[৩০]. *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১১৮৯, সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৩৯৭।*

তবে যে সকল হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে লম্বা সফর বৈধ হওয়ার দালীল পেশ করা হয়, সে সকল হাদীসের বর্ণনাসূত্র দুর্বল ও মাওযূ' বা বানোয়াট। হাফিয দারাকুতনী, বায়হাক্বী, ইবনু হাজর প্রমুখ ঐ হাদীসসমূহের পরস্পর দুর্বল হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং উক্ত দুর্বল হাদীসগুলোকে সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় পেশ করা বৈধ হবে না, যে সহীহ হাদীস দ্বারা তিনটি মাসজিদ ব্যতীত, অন্য কোন স্থানে বরকতের আশায় লম্বা সফর অবৈধ প্রমাণিত।

হে পাঠকগণ! এ বিষয়ে কতিপয় মাওযূ' হাদীস আপনাদের সমীপে উল্লেখ করছি যাতে আপনারা সেগুলো জানতে পারেন ও ধোঁকা থেকে সতর্ক থাকেন।

প্রথম বর্ণনা :

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَزُرْنِيْ فَقَدْ جَفَانِيْ.

"যে ব্যক্তি হাজ্জ করল অথচ আমার যিয়ারত করল না সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করল।"

দ্বিতীয় বর্ণনা :

مَنْ زَارَنِيْ بَعْدَ مَمَاتِيْ فَكَأَنَّمَا زَارَنِيْ فِيْ حَيَاتِيْ.

"যে ব্যক্তি আমার মৃত্যুর পর আমার যিয়ারত করল সে যেন আমার জীবিতাবস্থায় আমাকে যিয়ারত করল।"

তৃতীয় বর্ণনা :

مَنْ زَارَنِيْ وَ زَارَ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ عَامٍ وَّاحِدٍ ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ.

"যে ব্যক্তি একই বছরে আমার ও আমার পূর্ব পিতা ইব্‌রাহীম ('আলাইহিস্ সালাম)-এর যিয়ারত করবে আমি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জান্নাত লাভের দায়িত্ব নিব।"

চতুর্থ বর্ণনা :

مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

"যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করল তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল।"

এ হাদীসসমূহ এবং এ ধরনের যতো হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার একটিও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে সাব্যস্ত নয়।[৩১]

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবর যিয়ারত করতে চায় সে কবরের পাশে নীরবে আদবের সাথে দাঁড়িয়ে সালাম করবে। অর্থাৎ- বলবে :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ.

"হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার ওপর শান্তি, মহান আল্লাহর রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক।"

যিয়ারতকারী যদি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সালাম পেশ করার সময় নিম্নলিখিত শব্দ ব্যবহার করে তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ এগুলো নাবীজির প্রকৃত গুণাবলী :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخِيَرَةَ اللهِ مِنْ خَلْقِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَاِمَامَ الْمُتَّقِيْنَ اَشْهَدُ اَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَجَاهَدْتَّ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

হে মহান আল্লাহর নাবী! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে মহান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে উত্তম ব্যক্তিত্ব আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। হে নাবীগণের সরদার! মুত্তাক্বীগণের ইমাম আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি রিসালা বা বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছেন, আমানত আদায় করে দিয়েছেন। নিজ উম্মাতকে উপদেশ দিয়েছেন এবং মহান আল্লাহর পথে যথাযথ জিহাদ করেছেন। অতঃপর যিয়ারতকারী রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ওপর দরূদ পাঠ ও দু'আ করতে পারে। কেননা শরী'আতে রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম উভয়ের বিধান আছে। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا﴾

[৩১]. *আল হাজ্জ ওয়াল 'উমরাহ্ ওয়ায যিয়ারাহ- ৬৮-৬৯ পৃঃ, শাইখ বিন বায (রাহিমাহুল্লা-হ)।*

"হে মু'মিনগণ! তোমরা মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করো এবং তাকে যথাযথভাবে সালাম জানাও।"[৩২]

অতঃপর যিয়ারতকারী আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা)-এর ওপর সালাম পেশ করবে, দু'আ করবে এবং তাদের জন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে।

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর সাথীদ্বয় আবূ বাক্‌র ও 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা)-এর ওপর সালাম পেশ করার সময় এ শব্দ ব্যবহার করতেন :

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَابَكْرٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَااَبَتَاهُ.

হে মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আবূ বাক্‌র! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে আমার আব্বাজান! আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

তারপর তিনি ফিরে আসতেন। এ যিয়ারতের বিধান কেবল পুরুষদের জন্য রাখা হয়েছে।

যিয়ারতের সময় একথা যেন স্মরণ থাকে যে, কবরে হাত দ্বারা স্পর্শ, শরীর স্পর্শ, চুমা এবং তার পাশে তাওয়াফ করা বৈধ নয়। কেননা এসব কর্ম সাহাবী ও তাবি'ঈগণ থেকে প্রমাণিত নয়; এ কর্মগুলো বিদ'আত অনুরূপভাবে কারো জন্য রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে চাহিদা পূরণ, বিপদ-আপদ দূরীকরণ অসুখ থেকে আরোগ্য লাভ ইত্যাদির জন্য দু'আ করা বৈধ নয়। কারণ এগুলো একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো কাছে চাওয়া যায় না। উক্ত চাহিদা মৃত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করা শির্‌ক এবং আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের 'ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কতিপয় যিয়ারতারী রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের কাছে স্বর উঁচু করে ও সেখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তাদের এ কর্ম শারী'আত বিরোধী। কারণ রাসূলে কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কবরের নিকট অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা, বার বার সালাম করতে যাওয়াতে ভিড়, চিৎকার ও গোলমালের সৃষ্টি হবে।

এ সব আচরণ আদব ও শরী'আতের বিপরীত। আবার কিছু যিয়ারতকারী সালাম পেশ করার সময় ডান হাত বাম হাতের ওপর রেখে বুক অথবা তার নিচে রাখে। যেমন- মুসল্লীরা করে থাকে। নাবীর ওপর সালাম পেশ করার সময় এবং অন্য কোন নেতা বা বাদশাহর ওপর সালাম পেশ করার সময় এরূপ করা বৈধ নয়। কারণ এটি 'ইবাদত, বিনয়ী ও তাচ্ছিল্যের রূপ। এটি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কারো জন্য ঠিক নয়।

মাসজিদে নাবাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যিয়ারত করা মুস্তাহাব। সারা বছর ধরে যিয়ারত করা যায়, যিয়ারতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। এ যিয়ারত হাজ্জের অংশ নয়। তা ব্যতীত হাজ্জ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তবে যারা হাজ্জের উদ্দেশ্যে আসে তাদের জন্য উত্তম হচ্ছে যে, তারা নিজেদেরকে বৃহৎ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত না করে; বরং এখানে এসে সালাতের ফযীলত হাসিল করে। যার ফযীলতের কথা হাদীসে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ###

আল্লামা শাহ মুহাম্মাদ ইসমা'ঈল শহীদ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মাসআলা কুরআন ও হাদীস থেকে সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলমান কোন মুজতাহিদ বা ইমামের অনুসরণ করতে পারে কিন্তু তাকে (এ অবস্থায়) প্রকৃত সমাধান লাভের প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে, তাকলীদের উপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে বসে থাকলে চলবে না। অতঃপর যদি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী সে মাসআলায় মুজতাহিদ বা ইমামের অভিমত বিরোধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকলীদ করা হারাম হবে এবং কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফর্‌য হয়ে পড়বে। আর তাকলীদ হলো কোন দলীল-প্রমাণ ছাড়াই কারও কথা মেনে নেয়া এবং এই কথার পিছনে যুক্তি ও দলীল সমন্ধে জিজ্ঞাসা না করা।

[তাকভিয়াতুল ঈমান]

[৩২]. *৩৩ নং সূরাহ্ আল আহ্‌যা-ব, আয়াত নং- ৫৬।*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে দাড়ির বিধান

রচনায় : শাইখ আল্লামা আব্দুর রাহমান বিন মুহাম্মাদ বিন কাসিম 'আসিমী (রাহিমাহুল্লা-হ)
অনুবাদক : মুহাম্মাদ ইব্‌রাহীম আল মাদানী

দাড়ি কামানো হারাম হওয়া প্রসঙ্গে

যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক ঐ নাবীর উপর যার পর আর কোন নাবী নেই।

"মুসলিমদের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম নিদর্শন হলো দাড়ি। যা দেখে অতি সহজেই চেনা যায় তিনি মুসলিম কি না। অথচ বর্তমান যুগের মুসলিমগণ এ সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করার লক্ষ্যে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এর বিধান বর্ণনার সংক্ষিপ্ত প্রয়াস মাত্র।"

ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়ে তাঁদের সহীহ গ্রন্থে এবং অন্যান্যরাও 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ : وَفِّرُوْا اللِّحَى، وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ".

তোমরা দাড়িকে বৃদ্ধি করো এবং মোচকে খাটো করো (এর মাধ্যমে) মুশরিকদের বিরোধিতা করো। **(সহীহুল বুখারী- হাদীস নং- ৫৮৯২)**

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরো রয়েছে–

"তোমরা মোচকে ছাঁটো এবং দাড়িকে বড় করো।"

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে–

"তোমরা মোচকে নিঃশেষ করে দাও এবং দাড়িকে ছেড়ে দাও।"

আর দাড়ি হলো এমন চুলের নাম যা দুই গাল ও থুতনীতে গজায়।

ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর বাণী وَفِّرُوْا-এর "ফা" বর্ণে তাশদীদ দিয়ে পড়া হবে এবং এই শব্দটি توفير শব্দ হতে এসেছে যার অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় বাকী রাখা অর্থাৎ- সেটাকে পর্যাপ্ত অবস্থায় ছেড়ে দাও। আর দাড়িকে বড় করার মানে হলো এর নিজের অবস্থায় তাকে ছেড়ে দেওয়া।

আর মুশরিকদের বিরোধিতা তথা خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ-এর ব্যাখ্যা করে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু)-এর হাদীস :

"নিশ্চয়ই মুশরিকগণ তাদের মোচকে বড় করে এবং তারা তাদের দাড়িকে ছেটে ফেলে। অতএব, তোমরা তাদের বিরোধিতা করো এবং দাড়ি বড় করো ও মোচ খাটো করো।"

এ বর্ণনাকে ইমাম বায্‌যার হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে সহীহ মুসলিমে রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"তোমরা অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো। কারণ, তারা তাদের দাড়িকে ছোট করত এবং মোচকে লম্বা করত।"

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে ইবনু হিব্বান বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অগ্নিপূজকদের কথা উল্লেখ করে বলেন : "নিশ্চয়ই তারা তাদের গোঁফ ছেড়ে দেয় এবং দাড়িকে কামিয়ে ফেলে। অতএব, তোমরা তাদের বিরোধিতা করো।"

আর তিনি তাঁর গোঁফ ছেটে ফেলতেন। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে ইবনু হিব্বানে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"ইসলামের বৈশিষ্ট্যাবলীর অন্যতম হচ্ছে গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি বড় করা, নিশ্চয়ই অগ্নিপূজকগণ তাদের গোঁফকে ছেড়ে দেয় এবং তাদের দাড়িকে কেটে ফেলে। অতএব, তোমরা তাদের বিরোধিতা করো এবং তোমাদের গোঁফ ছোট করো ও দাড়িকে ছেড়ে দাও।"

সহীহ মুসলিমে ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণিত। তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন :

"আমাদেরকে গোঁফ ছোট করার এবং দাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।"

উক্ত সহীহ মুসলিমে আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

"তোমরা গোঁফকে কেটে ফেল এবং দাড়িকে ঝুলিয়ে দাও।"

এখানে جزوا অর্থ কেটে ফেল, আর أرخوا অর্থ লম্বা করো। আর أرخوا স্থলে কতিপয় মুহাদ্দিস أرجو বর্ণনা করেছেন যার অর্থ তোমরা ছেড়ে দাও। আর قصوا শব্দের বর্ণনা إحفاء শব্দের বর্ণনার বিপরীত নয়। কারণ, إحفاء শব্দের বর্ণনা সহীহাঈনে রয়েছে এবং তা উদ্দেশ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট।

হাদীসের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে– أوفوا اللحي অর্থাৎ- তোমরা দাড়িকে সম্পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও।

শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : "দাড়ি কামানো হারাম।" আর ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : "দাড়ি কামানো, উপড়ে ফেলা এবং ছাটা কোনোটিই বৈধ নয়।"

আবূ মুহাম্মদ ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লা-হ) ইজমা উদ্ধৃত করেছেন যে, নিশ্চয়ই গোঁফ ছোট করা এবং দাড়ি বড় করা ফর্‌য এবং তিনি ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করেছেন :

«خَالِفُوْا الْمُشْرِكِيْنَ أَحْفُوْا الشَّوَارِبَ، وَأَوْفُوْا اللِّحَى».

"তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করণার্থে গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।"

(সহীহ মুসলিম- হা: ৫৪/২৫৯)

তিনি আরো দলীল পেশ করেছেন। যায়েদ ইবনু আরকাম (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-এর মারফূ' হাদীস দ্বারা :

«مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا».

যে তার গোঁফ ছোট করে না সে আমাদের দলভুক্ত নয়। **(আন্ নাসায়ী- হা: ১৩, ৫০৪৭, সহীহ)**

ইমাম আত্ তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি আরো দলীল পেশ করেছেন। যেমন- তিনি الفروع কিতাবে বলেন : এই صيغة বা শব্দরূপটি আমাদের সাথীদের নিকট হারাম বুঝায়। الاقناع প্রণেতা বলেন : দাড়ি কামানো হারাম।

ইমাম তাবারানী ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করে বলেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ مَثَّلَ بِا لشَعْرِ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَلَاقٌ».

আল্লামা যামাখশারী বলেন : এর অর্থ হলো– মুসলাতে পরিণত করা এভাবে যে, গাল থেকে দাড়ি উপড়িয়ে ফেলা বা কামিয়ে ফেলা অথবা দাড়িতে কালো রং ব্যবহার করা।

النهاية প্রণেতা বলেন– مثل با لشعر হলো দাড়ি কামিয়ে ফেলা। আরো বলা হয়েছে– দাড়ি উপড়ানো অথবা (সাদা) দাড়িকে কালো রং দ্বারা পরিবর্তন করা।

ইমাম আহমাদ আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "তোমরা দাড়ি ছেড়ে দাও এবং গোঁফ ছাটো আর তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের অনুসরণ করো না।"

ইমাম বায্যার ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন :

«لا تشبهوا بالأعاجم أعفوا اللحي».

"অর্থাৎ- তোমরা পারসিকদের অনুকরণ করো না বরং দাড়ি ছেড়ে দাও।"

ইমাম আবূ দাঊদ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের অনুসরণ করবে সে ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।

(সুনান আবূ দাঊদ- হা: ৪০৩১, হাসান সহীহ)

ইমাম আবূ দাঊদ 'আম্‌র ইবনু শু'আইব সূত্রে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আম্‌র (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন :

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِاليَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى».

"যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের অনুসরণ করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, তোমরা ইয়াহূদী বা খ্রিস্টানদের অনুসরণ করো না।"

(সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৬৯৫, হাসান)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : শরী'আত প্রণেতার পক্ষ হতে উদ্দিষ্ট বিষয় হলো তাদের বিরোধিতা করা আর বাহ্যিকভাবে অনুসরণ করাটাই হলো আন্তরিক ভালবাসা। হৃদ্যতা ও মহব্বতের বহিঃপ্রকাশই হলো অনুসরণ করা। আর এটা এমন একটি বিষয় যাকে ইন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়।

তিনি আরো বলেন– এমন বিষয়ে তাদের অনুসরণ যা আমাদের শরী'আত নয় তা হারাম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং কখনো কখনো তা কাবীরাহ গুনাহের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়। আর কখনো কখনো শরী'আতের দলীলের ভিত্তিতে কুফ্রী হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন– কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা কাফিরদের বিরোধিতা করার উপর দালালাত করে এবং সার্বিকভাবে তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করে। আর যাতে অবিন্যস্ত সূক্ষ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা রয়েছে তাও এ حكم বা সিদ্ধান্তের সাথে যুক্ত হয়েছে অর্থাৎ- তাও حرام এর মধ্যে পরিগণিত।

অতএব বাহ্যিকভাবে তাদের অনুসরণ করাটা শুধুমাত্র তাদের চরিত্রগত, নিন্দনীয় কর্মগত বরং তাদের 'আক্বীদাহ্সমূহের অনুসরণের বহিঃপ্রকাশ। আর এর প্রভাব খুবই সুক্ষ্ম আর অনুসরণের কারণে অর্জিত বিপর্যয় কখনো কখনো প্রকাশিত হয় না আবার কখনো কখনো এ (বিপর্যয়কে) দূর করাও কঠিন হয়ে পড়ে। অতএব, শরী'আত প্রবর্তনকারী তাই নিষিদ্ধ করে দেন যা বিপর্যয়ের কারণ হয়। আর ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত–

«مَنْ تَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوْتَ حُشِرَ مَعَهُمْ».

"মৃত্যু পর্যন্ত যে তাদের অনুসরণ করবে তাকে তাদের সাথে পুনুরুত্থিত করা হবে।"

ইমাম আত্ তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكُفِّ».

"বিজাতির অনুকরণকারী ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহূদী-নাসারাদের অনুসরণ করো না। কেননা ইয়াহূদীগণ আঙ্গুলের ইশারায় এবং নাসারাগণ হাতের ইশারায় সালাম দেয়। **(সুনান আত্ তিরমিযী- হা: ২৬৯৫, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, হা: ২৬৯৫, হাসান)**

ইমাম তাবরানী বৃদ্ধি করেছেন :

وَلَا تَقُصُّوْا النَوَاصِيَ وَأَحْفُوْا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوْا اللِحي.

"আর তোমরা মাথার অগ্রভাগে কামাবে না, গোঁফ ছোট করো এবং দাড়ি ছেড়ে দাও।"

আর যিম্মীদের প্রতি 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর শর্তসমূহের মধ্যে একটি শর্ত ছিল– তারা তাদের মাথার অগ্রভাগ কামাবে যাতে তাদেরকে মুসলিমদের থেকে আলাদা করা যায়। অতএব যে ব্যক্তি তা করবে সে তাদের অনুসরণ করল।

সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কাযা' করতে নিষেধ করেছেন। আর তা হলো মাথার কিছু অংশ কামিয়ে কিছু অংশ বাকী রাখা।

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। "হয় সম্পূর্ণ মাথা কামিয়ে ফেলো অথবা সম্পূর্ণ মাথা ছেড়ে দাও।" **(সুনান আবূ দাঊদ বর্ণনা করেছেন)**

আর মাথার পিছনের অংশ কামানো বৈধ নয় ঐ ব্যক্তির জন্য যে সম্পূর্ণ মাথা কামায়নি, তবে প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। কারণ এটা অগ্নি পূজকদের কাজ। আর যে তাদের অনুসরণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত হবে।

ইবনু আসাকির 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেছেন : শিঙ্গা লাগানো ছাড়া মাথার পিছন ভাগ কামানো অগ্নিপূজকদের কর্মের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রবৃত্তিকেও অনুসরণ করা নিষেধ করেছেন। যেমন- তিনি বলেন :

﴿وَلَا تَتَّبِعُوْا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَضَلُّوْا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ﴾

অর্থ : "আর তোমরা এমন সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না যারা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে।" **(সূরাহ্ আল মায়িদাহ্ ৫ : ৭৭)**

আর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন :

﴿وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾

অর্থ : "আপনার নিকট 'ইল্ম আসার পরও যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন তাহলে আপনি অত্যাচারিদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবেন।"

(সূরাহ্ আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৪৫)

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : তাদের (কাফির-মুশরিকদের) ধর্মের সাথে নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের অনুসরণ এবং তাদের ধর্মের অনুসরণ করাই হলো তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ।

ইবনু আবী শাইবাহ্ বর্ণনা করেন : "একজন অগ্নিপূজক নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলো এমতাবস্থায় যে, সে তার দাড়ি কামিয়ে ছিল এবং তার গোঁফ লম্বা করেছিল। তখন নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : এটা কী? তখন সে বলল : এটাই আমাদের ধর্ম। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কিন্তু আমাদের দীনের অংশ হলো আমরা গোঁফকে ছেটে ফেলব এবং দাড়িকে ছেড়ে দিব।"

হারিস ইবনু আবূ 'উসামাহ্ ইয়াহইয়া ইবনু কাসীর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, পারসিক একজন লোক গোঁফ লম্বা করে এবং দাড়ি কামিয়ে মাসজিদে আগমন করল। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে বললেন : কীসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? সে বলল : আমার প্রতিপালক আমাকে এ আদেশ করেছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যেন আমি আমার দাড়িকে ছেড়ে দেই এবং আমার গোঁফকে ছেটে ফেলি।

ইবনু জারীর যায়েদ ইবনু হাবীব থেকে কিসরার দুই দূতের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : তারা দু'জনে দাড়ি কামানো এবং গোঁফ বড় করা অবস্থায় রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট আসলো। তখন তিনি তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে অপছন্দ করা অবস্থায় বললেন : দুর্ভোগ তোমাদের দু'জনের, কে তোমাদেরকে এরূপ করার আদেশ দিয়েছে? তখন তারা বলল : আমাদেরকে আমাদের রব অর্থাৎ- কিসরা আদেশ দিয়েছে। তখন রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন : কিন্তু আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি দাড়িকে ছেড়ে দেই এবং গোঁফ ছেটে ফেলি।

ইমাম মুসলিম জাবির (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ি বেশি ছিল।

আত্ তিরমিযীতে 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত আছে– "তিনি ঘন দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।"

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে– "নিবিড় দাড়ি বিশিষ্ট ছিলেন।"

অপর আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে– "বড় দাড়িবিশিষ্ট ছিলেন।"

আনাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দাড়ি এখান থেকে এখান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং তিনি (আনাস) হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন।

আর কতিপয় বিদ্বান ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর কর্মের দ্বারা দলীল উপস্থাপন করে এক মুষ্টির উপর দাড়ি কাটাতে অনুমতি দিয়েছেন। আর অধিকাংশ বিদ্বানগণ এ মতকে অপছন্দ করেছেন পূর্ববর্তী দলীলসমূহকে সামনে রেখে।

ইমাম নাব্বী (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন : পছন্দনীয় মত হলো– দাড়িকে তার অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হবে এবং কোনরূপ ছোট বা খাটো করা হবে না।

খত্বীব বাগদাদী আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন :

«لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ طُوْلِ لِحْيَتِهِ».

"তোমাদের কেউ যেন তার দাড়ি লম্বা (অংশ) হতে কিছু না কাটে।"

দুররুল মুখতার প্রণেতা বলেন : "এক মুষ্টির নিচে দাড়ি কাটা যা কতিপয় পশ্চিমারা এবং নারীদের বেশ গ্রহণকারী পুরুষরা করে থাকে তা কেউ বৈধ বলেননি।"

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْ اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾

অর্থ : "অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ'র মধ্যে উত্তম আদর্শ তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও পরকালের।" **(সূরাহ্ আল আহ্যা-ব ৩৩ : ২১)**

তিনি আরো বলেন :

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا﴾

অর্থ : "রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং যা হতে নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাকো।" **(সূরাহ্ আল হাশ্র ৫৯ : ৭)**

তিনি আরো বলেন :

﴿أَطِيْعُوْا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ○ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ﴾

অর্থ : "আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করো এবং তোমরা যখন তার কথা শুনো তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা বলে, শুনলাম বস্তুতঃ তারা শ্রবণ করে না।" **(সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২০-২১)**

তিনি আরো বলেন :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ﴾

অর্থ : "সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় অথবা কঠিন শাস্তি তাদের গ্রাস করবে।" **(সূরাহ্ আন্ নূর ২৪ : ৬৩)**

তিনি আরো বলেন–

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيْرًا﴾

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পরও রাসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করে তবে সে যে দিকে ফিরে যায় সে দিকেই ফিরিয়ে দেব এবং জাহান্নামে তাকে প্রবেশ করাব, আর তা কত মন্দ-আবাস।" **(সূরাহ্ আন্ নিসা ৪ : ১১৫)**

আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। ফেরেশ্তাদের তাসবীহ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। তারা বলেন :

«سبحان من زين الرجال باللحى».

অর্থাৎ- "পবিত্রতা ঘোষণা করছি ঐ সত্ত্বার যিনি পুরুষদেরকে দাড়ি দ্বারা সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন।"

তাহমীদ গ্রন্থের প্রণেতা বলেন : দাড়ি মুণ্ডন করা হারাম। আর তা কেবল নারীর বেশধারী পুরুষেরাই করে থাকে।

নারীদের বেশধারী পুরুষদের সম্পর্কে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন :

«لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ».

নারীদের বেশধারী পুরুষদের প্রতি মহান আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অভিশম্পাত করেছেন। **(সহীহুল বুখারী- হা: ৫৮৮৫)**

অতএব, দাড়ি হলো পুরুষদের সৌন্দর্য, আর তা হলো সৃষ্টির পূর্ণতা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। আর এটা পরিপূর্ণতার লক্ষণের অন্যতম।

আর দাড়িকে তার প্রথম গজানোর সময় উপড়ে ফেলা শ্মশ্রুবিহীন সাদৃশ্য এবং তা বড় অন্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। অনুরূপভাবে তা মুণ্ডিয়ে ফেলা অথবা ছেটে ফেলা অথবা প্রথম গজানোতেই দূর করে ফেলা মারাত্মক অন্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। তা প্রকাশ্য অপরাধ ও রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশ-এর বিরোধিতা। আর এর মাধ্যমে নিষিদ্ধ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ইমাম গাযালী তাঁর "ইহইয়ায়ূল উলূম" গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "নিশ্চয়ই নিম দাড়িকে উপড়ে ফেলা বিদ'আত।"

তিনি আরো বলেন– 'উমার ইবনু 'আবদুল 'আযীয-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সাক্ষ্য দিলো যে তার নিম দাড়ি উপড়ে ফেলত, তখন তিনি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা

বর্জন করলেন। আর 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হুমা) ও মাদীনার বিচারক ইবনু আবী লাইলা (রাহিমাহুল্লা-হ) দাড়ি উপড়ানো ব্যক্তির সাক্ষ্যকে বর্জন করেছেন।

ইমাম আবূ শামাহ বলেন : এমনটি ঘটেছে একটি সম্প্রদায় যারা তাদের দাড়িকে মুণ্ডন করেছে অথচ তা অগ্নিপূজকদের দাড়ি মুণ্ডনের চেয়েও বেশী জঘন্যতম। এ মন্তব্য তাঁর যুগের লোকদের সম্পর্কে (তারা মাত্রাতিরিক্ত এ কাজ না করা সত্ত্বেও)। অতএব (তিনি কী মন্তব্য করতেন) যদি দেখতে পেতেন আজকের লোকদের এ কাজে তাদের আধিক্যতাকে। আর তাদের কী হলো? ধ্বংস করুন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে। তারা কোথায় বিভ্রান্ত হচ্ছে? আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুসরণ করার মাধমে ধৈর্য্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছিলেন। অথচ তারা তাঁর অবাধ্য হয়েছে এবং বিরুদ্ধাচারণ করেছে এবং তারা অগ্নিপূজক ও কাফেরদের অনুসরণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করারও আদেশ করেছেন।

আর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«أَعْفُوْا اللِّحٰى، أَوْفُوْا اللِّحٰى، أَرْخُوْا اللِّحَى، أَرْجُوْا اللحى، وفروا اللحى».

হাদীসের এ সকল অংশগুলো দাড়িকে বড় করা, দাড়িকে লম্বা করা, দাড়িকে ছেড়ে দেয়াকে আবশ্যক করে। অথচ তারা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদেশের অবাধ্য হয়ে তাদের দাড়িকে কামিয়ে এবং তাদের গোঁফকে লম্বা করেছে অথচ তাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছিল গোঁফ কামানোর জন্য। ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে সৌন্দর্য ও শোভাবর্ধন দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন তার বিপরীত করার মাধ্যমে চেহারার বিকৃতি করে প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ﴾

অর্থাৎ- "যাকে মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়, অতঃপর সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান যে মন্দকে মন্দ মনে করে। নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন।" **(সূরাহ্ ফা-ত্বির ৩৫ : ৮)**

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা আপনার নিকট অন্তরের অন্ধত্ব থেকে এবং গুনাহের মরিচা থেকে ও দুনিয়ার লাঞ্চনা এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে পানাহ চাই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيْهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُوْنَ﴾

অর্থ : "নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট সমস্ত প্রাণীর তুলনায় তারাই মূক ও বধির, যারা উপলব্ধি করে না। বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তাদের মধ্যে কিছুমাত্র শুভ চিন্তা জানতেন, তবে তাদেরকে শুনিয়ে দিতেন। আর এখনই যদি তাদের শুনিয়ে দেন, তবে তারা মুখ ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবে।" **(সূরাহ্ আল আনফাল ৮ : ২২-২৩)**

আর এতে যথেষ্ট (শিক্ষা) রয়েছে ঐ ব্যক্তির জন্য যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾

অর্থ : "আল্লাহ যাকে সৎপথে চালান, সেই সৎপথ প্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনো তার জন্য পথ প্রদর্শনকারী ও সাহায্যকারী পাবেন না।"

(সূরাহ্ আল কাহ্ফ ১৮ : ১৭)

আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত। আর আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর সাহাবীদের প্রতি রহমত নাযিল করুন –আমীন। ###

ইসলামের দৃষ্টিতে ঋণ লেন-দেন

–শাইখ আব্দুর রাকীব মাদানী*

ঋণ-কর্য মানুষের তথা সমাজের একটি প্রয়োজনীয় লেনদেন। সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি জীবন-যাপন করার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো সময় ঋণ নেওয়ার কিংবা অন্যকে দেওয়ার সম্মুখীন হতে হয়। তবে এই মানবীয় সুন্দর নিয়ম এবং অপরকে সহযোগিতা করার এই ইসলামী সুপ্রথাও অনেক সময় কুমতলবীর চক্রান্তে ও মায়াজালে ফেঁসে বিদ্বেষ, ঝগড়া-ঝাঁটি এমনকি বড় রকমের শত্রুতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর অনেকে তো এই ঋণ প্রথাকেই পুঁজি করে অর্থ জমা করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করে বিশ্বে পুঁজিপতি হয়েছে ও হচ্ছে। আর দরিদ্র সম্প্রদায় তাদের মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে ঋণের জাঁতায় পিষ্ট হচ্ছে। আমরা এই প্রবন্ধে ইসলামে ঋণের বিধি-বিধান সম্পর্কে কিছুটা জানার চেষ্টা করব –ইন্‌শা-আল্লাহ। যেন ঋণের সঠিক বিধান জানতে পারি এবং বেঠিক বিধান হতে নিরাপদে থাকতে পারি। ওয়ামা তাওফীক্বী ইল্লা বিল্লাহ।

ঋণের অর্থ : ঋণের আরবী শব্দ 'কার্য', যা প্রচলিত বাংলা ভাষায় কর্য নামে পরিচিত। এর বাংলা সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে, দেনা, ধার, হাওলাত ইত্যাদি।

শরী'আতের পরিভাষায় ঋণ : মাল-পণ্য অপরকে প্রদান করা, যেন তার মাধ্যমে সে উপকৃত হয়, অতঃপর দাতাকে সেই মাল কিংবা তার অনুরূপ ফেরত দেওয়া।[৩৩]

ঋণের বৈধতা : ঋণ প্রথা বৈধ, যা সুন্নত এবং ইজমা (ঐক্যমত) দ্বারা প্রমাণিত।[৩৪]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা এক উষ্ট্রী ধার নেন এবং ফেরত দেওয়ার সময় সেই সমগুণের উষ্ট্রী না পাওয়ায় তার থেকে উত্তম গুণের পুরুষ উট ফেরত দেন এবং বলেন, "তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে উত্তম ঋণ পরিশোধকারী।"[৩৫]

ঋণযোগ্য দ্রব্য : অর্থাৎ- কি কি জিনিস ঋণ যোগ্য, যা ঋণ হিসাবে আদান-প্রদান করা যেতে পারে? এ বিষয়ে ফুকাহাদের মতভেদ বিদ্যমান। তবে নির্ভরযোগ্য মত হচ্ছে, প্রত্যেক এমন বস্তু যা বিক্রয় করা বৈধ, তা ঋণ দেওয়াও বৈধ।[৩৬]

ঋণ প্রদানের ফযীলত : ঋণ প্রদান একটি নেকির কাজ, যার মাধ্যমে বান্দা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে। এর মাধ্যমে লোকের সাহায্য করা হয়, তাদের প্রতি দয়া করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা হ্রাস করা হয় কিংবা সমাধান করা হয়।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির দুনিয়াবী বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখিরাতের বিপদ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর কষ্ট সহজ করবে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার কর্ম সহজ করবেন। আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাহায্য করেন যতক্ষণে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।"[৩৭]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, "যে কেউ কোনো মুসলিমকে দুই বার ঋণ দেয়, তা সেই অনুযায়ী এক বার সাদাক্বাহ্ করার মতো।"[৩৮]

ঋণ লেন-দেনে মেয়াদ নির্ধারণ : বিষয়টির ব্যাখ্যা হচ্ছে, ঋণ দাতা এবং ঋণ গ্রহীতা লেন-দেনের সময় একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ নির্ধারণ করতে পারে কি পারে না? সঠিক মত হচ্ছে, মেয়াদ নির্ধারিত করতে পারে এবং প্রয়োজনে মেয়াদ বৃদ্ধিও করতে পারে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ধারে কারবার করবে, তখন তা লিখে রাখবে।"[৩৯]

---

* *দাঈ, খাফজী দাওয়াহ সেন্টার, সউদী আরব*

[৩৩] *ফিক্‌হ বিশ্বকোষ- খন্ড : ৩৩, পৃঃ ১১১।*

[৩৪] *মুগনী- ইবনু কুদামাহ, ৬/৪২৯।*

[৩৫] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইস্তিকরায, হাঃ ২৩৯০।*

[৩৬] *যাদুল্ মুস্তাক্বনা- হিজাভী/২১২।*

[৩৭] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যিক্‌র, দু'আ, তাওবাহ্ ও ইস্তিগফার।*

[৩৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- সূত্র : হাসান, ইরওয়াউল গালীল- হাঃ ১৩৮৯।*

[৩৯] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮২।*

অতঃপর মেয়াদ নির্ধারিত থাকলে ঋণদাতা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ঋণ গ্রহীতার নিকট থেকে ঋণ ফেরত নেওয়ার দাবী করতে পারে না। বরং সে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বাধ্য। কারণ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "মুসলিমগণ শর্ত পূরণে বদ্ধপরিকর।"[৪০]

ঋণের মাধ্যমে লাভ অর্জন : ইসলামে ঋণের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষকে সাহায্য করা, তাদের প্রতি দয়া করা তথা তাদের জীবন-যাপনে সহযোগিতা করা, সহযোগিতার আড়ালে সুবিধা অর্জন নয়। তাই বলা হয়েছে, ঋণের উদ্দেশ্য হবে আধ্যাত্মিক বৃদ্ধি বাহ্যিক বৃদ্ধি নয়। আর তা হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এই কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার সময় যা নিয়েছে তা কিংবা সেই অনুরূপ ফেরত দিতে আদিষ্ট, অতিরিক্ত নয়। ঋণ দাতা এর অতিরিক্ত নিলে কিংবা ঋণ গ্রহীতা অতিরিক্ত ফেরত দিলে, তা সুদ হিসাবে গণ্য হবে। কারণ ফিক্হী মূলণীতিতে উল্লেখ হয়েছে–

كل قرض جرّ نفعا فهو ربا.

'কুল্লু কার্যিন জারা নাফ্আন ফাহুআ রিবা।'

অর্থাৎ- প্রত্যেক ঋণ, যার মাধ্যমে লাভ উপার্জিত হয়, তা সুদ।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত ফিকহী মূলণীতিটি হাদীস হিসাবে য'ঈফ (দুর্বল)।[৪১]

তবে কায়েদা ফিকহিয়্যাহ (ফিকহী মূলণীতি) হিসাবে স্বীকৃত।

ঋণের মাধ্যমে লাভের উদাহরণ :

ক- কাউকে এক হাজার টাকা ধার দেওয়া এবং ফেরত নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া। এটা স্পষ্ট সুদ।

খ- কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া এই উদ্দেশ্যে বা এই শর্তে যে, ঋণ গ্রহীতা ঋণ দাতার কিংবা তার পরিবারের কাউকে চাকরি দিবে বা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

গ- কাউকে ঋণ দেওয়া এই উদ্দেশ্যে যে, সে তাকে ঘর বা দোকান ভাড়া দিবে কিংবা এ ধরনের অন্য কিছু, যা সমাজের অনেকাংশে প্রচলিত।

ইসলামে উত্তম ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা এবং বর্তমান ব্যাংকিং প্রথা, একটি সংশয় নিরসন : ইসলাম ঋণ দেওয়াকে যেমন লোকের সাহায্য তথা তাদের কষ্ট দূরীকরণ হিসাবে স্বীকার করে, তেমন ঋণ পরিশোধে উত্তম দৃষ্টান্ত পেশ করে। তাই ঋণ গ্রহীতা ঋণ ফেরত দেয়ার সময় বেশি বা উত্তম ফেরত দিতে পারে, যাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'হুসনুল্ কাযা' বা উত্তম পরিশোধ বলা হয়।

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ، فَقَالَ : لَمْ أَجِدْ فِيْهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ : «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً».

অর্থ : আবূ রাফি' হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এক ব্যক্তি হতে একটি উষ্ট্রী ধার নেন। তার পর সাদাক্বার উট আসলে আবূ রাফি'কে আদেশ দেওয়া হয়, সে যেন সেই ব্যক্তির উট ফেরত দেয়। আবূ রাফি' (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) ফিরে এসে বলে : (সেই সমগুণের উট নেই বরং তার থেকে উত্তম) রুবায়ী মুখতার (এমন পুরুষ উট যা ছয় বছর বয়স অতিক্রম করে সপ্তম বছরে প্রবেশ করেছে এমন) উট আছে। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তাই দিয়ে দাও; কারণ ভাল মানুষ তারা যারা উত্তম পরিশোধকারী।[৪২]

অনেকে ইসলামের এই সুন্দর বিধান না বুঝতে পেরে, কিংবা না বুঝার ভান করে, কিংবা অপরিপক্ক জ্ঞানের কারণে কিংবা অন্তরে কু-প্রবৃত্তির রোগ থাকার কারণে, বিষয়টিকে বর্তমান ব্যাংকিং প্রথায় অতিরিক্ত প্রদান করা ও অতিরিক্ত গ্রহণ করা বৈধ বলে ফাতাওয়া দিয়েছে। তাদের মন্তব্য, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি

[৪০] *মুসনাদ আহমাদ, সুনান আবূ দাঊদ, সুনান আত্ তিরমিযী।*
[৪১] *দেখুন : ইরওয়াউল গলীল- আলবানী, হাঃ ১৩৯৮।*
[৪২] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : বয়ূ, হাঃ ৪১০৮, মাঃ শাঃ, হাঃ ১১৮/১৬০০।*

ওয়াসাল্লাম) যেমন ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় বেশী দিলেন এবং ঋণ দাতা বেশী গ্রহণ করলেন, তেমন আমরা ব্যাংকে ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় যদি বেশী দেই এবং তারা সেটা গ্রহণ করে তো অবৈধতার কিছু নেই।

উত্তরে বলবো, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ঋণ ফেরতে বেশি দেওয়া এবং বর্তমান যুগের ব্যাংকিং প্রথায় বেশী লেন-দেনের প্রথার মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমতঃ নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঋণ দাতা ঋণ প্রদানের সময় কোনো শর্ত দেয়নি যে, ঋণ ফেরত কালে বেশী ফেরত দিতে হবে। অন্যদিকে বর্তমান ব্যাংক সুক্ষ্ম হিসাবের মাধ্যমে বেশী দেওয়ার শতকরা হার নির্ধারণ করে দেয় এবং নির্ধারিত সময়ে তা ফেরত না দিতে পারলে শতকরা হার আরোও বৃদ্ধি পায়। আসলে ব্যাংক এই চক্রের মাধ্যমেই অর্থায়ন করে থাকে, আর আমরা বুঝেও বুঝি না।

দ্বিতীয়তঃ সমাজে এটা পরিচিত ছিল না যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ঋণ দিলে তিনি অতিরিক্ত ফেরত দেন। বরং তিনি হঠাৎই এই রকম আদেশ দেন। এই কারণে ইসলামী পণ্ডিতগণের ঐক্যমত রয়েছে যে, যে কোনো ঋণে যদি বেশি ফেরতের শর্ত থাকে, তাহলে সেটা হারাম।

ইবনুল মুনযির বলেন, 'তাদের ঐক্যমত রয়েছে যে, ঋণ দাতা যদি ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ ফেরতের সময় বেশী দেওয়া কিংবা হাদিয়াসহ ঋণ ফেরত দেওয়ার শর্ত দেয় এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ দেওয়া হয়, তাহলে বেশি নেওয়াটা সুদ।'[৪৩]

তাই ঋণ ফেরতের সময় বেশি গ্রহণ বৈধ নয়, যতক্ষণে দু'টি শর্ত না পাওয়া যায়।

ক- ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার সাথে লাভ নেওয়ার শর্ত দেয়নি।

খ- সমাজে বেশি দেওয়ার প্রথা প্রচলিত ও নয়।

যদি শর্ত দেওয়া হয় কিংবা এটা সমাজে প্রচলিত থাকে, তাহলে বেশি নেওয়া সুদ হবে। এখানে প্রচলিত শব্দটির উল্লেখ এই কারণে করা হচ্ছে যে, শারয়ী মূলনীতিতে প্রচলিত প্রথা শর্তের মতই। অর্থাৎ- শর্তারোপ তো করে না কিন্তু প্রথা ও প্রচলন অনুযায়ী বেশি নেয় বা দেয়, তাহলে সেটা শর্ত হিসাবেই গণ্য হবে।

ঋণ পরিশোধে বিলম্ব না করা : ঋণ দাতা যখন মানুষের উপকারার্থে ঋণ প্রদান করে, তখন ঋণ গ্রহীতার দীনী ও নৈতিক দায়িত্ব হবে তা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া। যদি এইরকম না করে টাল-বাহানা শুরু করে, মিথ্যা ওজর পেশ করতে লাগে, তাহলেই আপসে মিল-মুহব্বত ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায় এবং একে অপরের প্রতি বিশ্বাস যোগ্যতা হারায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

"উত্তম কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ছাড়া আর কি হতে পারে?"[৪৪]

তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, হক্বদারদের হক্ব তাদের নিকট পৌঁছে দিতে।"[৪৫]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা অত্যাচার।"[৪৬]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন,

"مَنْ فَارَقَ الرُّوْحُ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيْءٌ مِنْ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةَ : مِنَ الْكَنْزِ، وَالْغُلُوْلِ، وَالدَّيْنِ".

"যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল এমতাবস্থায় যে, সে তিনটি স্বভাব থেকে মুক্ত ছিল, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে : অহংকার, গনীমতের সম্পদ হতে চুরি এবং ঋণ।"[৪৭]

ঋণ পরিশোধের পূর্বে মৃত্যুবরণ : ঋণ মানুষের হক্ব-পাওনা, তা পূরণের পূর্বে মৃত্যুবরণ করা মানে মানুষের হক্ব নিজ স্কন্ধে থেকে যাওয়া, যা বড় অপরাধ। সেই কারণে এই প্রকার ব্যক্তির জানাযার নামায নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে পড়েননি। ইমাম আত্ তিরমিযী

---

[৪৩] *মুগনী- ৬/৪৩৬।*

[৪৪] *সূরা আর্ রহ্মা-ন ৫৫ : ৬০।*

[৪৫] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ৫৮।*

[৪৬] *মুত্তাফাকুন 'আলাইহি।*

[৪৭] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হাঃ ২৪১২, আলবানী (রাহিমাহুল্লা-হ) সহীহ বলেছেন।*

হাসান-সহীহ সনদে আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে একদা এক ব্যক্তির জানাযা নিয়ে আসা হলে, তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়; কারণ সে ঋণী।"[৪৮]

এই কারণে ইসলামী পণ্ডিতগণ বলেন, মাইয়্যেতের তারেকাহ (উত্তরাধিকার) বন্টণের পূর্বে কয়েকটি হক্ব নির্ধারিত, তা পূরণের পরেই তার উত্তরাধিকার বন্টিত হবে। তন্মধ্যে মাইয়্যেতের উপর অপরের হক্বসমূহ অন্যতম। সেই হক্ব মহান আল্লাহর হোক, যেমন যাকাত কিংবা মানুষের হক্ব হোক, যেমন ঋণ।[৪৯]

অভাবী ঋণীকে অবকাশ প্রদান : সমাজে যেমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ঋণ শোধ করতে ঢিলেমি করে, তেমন সত্যিকারে এমন লোকও রয়েছে যারা নির্ধারিত সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম। এই রকম ব্যক্তিকে ইসলাম অতিরিক্ত সময় দিতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"যদি ঋণী দরিদ্র হয়, তবে স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত অবকাশ দিবে আর মাফ করে দেয়া তোমাদের পক্ষে অতি উত্তম, যদি তোমরা জানতে!"[৫০]

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামত দিবসের কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দিবে, সে যেন অভাবী ঋণীকে অবকাশ দেয় কিংবা তার ঋণের বুঝা লাঘব করে।"[৫১]

এখানে একটি বিষয় বর্ণনা করা জরুরী মনে করছি, তা হলো, ঋণ গ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ে ঋণ ফেরত দিতে না পারে, তাহলে তাকে অবকাশ দিতে হবে বিনা লাভের শর্তে। কিন্তু যদি ঋণ দাতা তার মেয়াদ বাড়িয়ে দেয় এবং এর বিনিময়ে লাভ নেয় তাহলে তা স্পষ্ট সুদ হবে। যেমন কেউ এক বছর পর তার ঋণ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিল কিন্তু বছর শেষ হলে সে ফেরত না দিতে পারায় ঋণ দাতার নিকট আরো ৫ মাস সময় বাড়িয়ে দেয়ার আবেদন করল। অতঃপর ঋণ দাতা তাকে বলল : ঠিক আছে মেয়াদ বাড়াব কিন্তু এর বিনিময়ে তোমাকে ঋণ ফেরতের সময় মূল ধনের বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ- সময় বৃদ্ধির বিনিময়ে লাভ গ্রহণ। এটা স্পষ্ট সুদ, যা নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর যুগে আরবের জনপদে ছিল এবং তা এখনও বিদ্যমান।[৫২]

ঋণ পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ : আজ-কাল সমাজে আর এক প্রকার লোক দেখা যায়, যারা ঋণ নেয় পরিশোধ না করার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ- আসলে তার অন্তরে থাকে অন্যের অর্থ কৌশলে আত্মসাত করা। আর ঋণ করাটা হচ্ছে তার একটি বাহানা মাত্র। এই রকম লোকেরা এক সাথে কয়েকটি হারাম কাজে লিপ্ত হয়।

১- বাতিল পদ্ধতিতে অন্যের মাল-সম্পদ ভক্ষণ, যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন।[৫৩]

২- ধোঁকা তথা প্রতারণা।

৩- জেনে-বুঝে সজ্ঞানে গুনাহ করা।

৪- মিথ্যা বলা।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ».

অর্থ : "যে ব্যক্তি অন্যের মাল পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার পক্ষ হতে পরিশোধ করে দেন। (পরিশোধ করতে সাহায্য করেন) আর যে ব্যক্তি তা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তা নষ্ট করে দেন।"[৫৪]

তাদের এই রকম জঘন্য কাজ থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ মানুষের এই হক্ব পৃথিবীতে আদায় না করা হলেও আখিরাতে মহান আল্লাহর দরবারে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে। বরং আল্লাহ তা'আলা তা নিজে আদায় করে দিবেন।

---

[৪৮] *সুনান আত্ তিরমিযী- অধ্যায় : জানাযা, হাঃ ১০৬৯।*
[৪৯] *আল্ মুলাখ্খাস আল্ ফিক্হী- ড. ফাউযান/৩৩৪।*
[৫০] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ২৮০।*
[৫১] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : ক্রয়-বিক্রয়, হাঃ ৪০০০।*
[৫২] *আল্ মুলাখ্খাস আল ফিকহী- ড.ফাউযান/২৩৭।*
[৫৩] *সূরা আল বাক্বারাহ্ ২ : ১৮৮।*
[৫৪] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইস্তিকরায, হাঃ ২৩৮৭।*

ঋণের যাকাত : অর্থাৎ- কেউ কাউকে ঋণ দিলে এবং সেই ঋণ যাকাতের আওতায় পড়লে, যাকাত কাকে দিতে হবে? ঋণ গ্রহীতাকে যার কাছে সেই মাল আছে? না ঋণ দাতাকে? আসলে সেই অর্থ, দাতার নিকট থেকে গ্রহীতার কাছে স্থানান্তর হয়েছে মাত্র। নচেৎ প্রকৃতপক্ষে তার মালিক দাতাই। সেই কারণে ঋণ দাতাকেই সেই মালের যাকাত দিতে হবে। তবে ইসলামী গবেষকদের নিকট বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা রয়েছে, তা হলো– ঋণ গ্রহীতা যদি অভাবী হয়, যার কারণে সে সঠিক সময়ে ঋণ ফেরত দিতে অক্ষম কিংবা সক্ষম তবে টাল-বাহানাকারী, যার থেকে ঋণ আদায় করা কষ্টকর। এই ক্ষেত্রে ঋণ দাতার প্রতি সেই মালের যাকাত দেওয়া জরুরী নয়, যতক্ষণে তা তার হাতে না আসে। আর যদি ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয় তথা সেই ঋণ পাওয়ার পুরো সম্ভাবনা থাকে, তাহলে যাকাতের সময় হলেই ঋণ দাতাকে তার যাকাত আদায় করতে হবে।[৫৫]

তবে টাল-বাহানাকারীর কাছ থেকে কয়েক বছর পর ঋণ পাওয়া গেলে বিগত সব বছরের যাকাত দিতে হবে না এক বছরের দিলেই হবে? এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত ফাতাওয়া কমিটি এক বছরের দিলেই হবে বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।[৫৬]

ঋণ হতে আশ্রয় প্রার্থনা এবং ঋণ পরিশোধের দু'আ : নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঋণ হতে মহান আল্লাহর নিকট বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করতেন, যা দেখে এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আল্লাহর রাসূল! আপনি ঋণ থেকে খুব বেশি বেশি আশ্রয় প্রার্থনা করেন? নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ».

"মানুষ ঋণী হলে, যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে এবং অঙ্গীকার করলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে।"[৫৭]

তাই তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ فَإِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَالْمَأْثَمِ، وَالْمَغْرَمِ».

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা! ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল্ কাসালি, ওয়াল্ হারামি, ওয়াল্ মা'সামি, ওয়াল্ মাগ্রাম।

অনুবাদ : "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় কামনা করছি অলসতা, অধিক বার্ধক্য, গুনাহ এবং ঋণ হতে।"[৫৮]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলতেন,

«اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ».

উচ্চারণ : "আল্লাহহুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হাযানি, ওয়াল্ আজ্যি ওয়াল্ কাসালি, ওয়াল্ বুখ্লি ওয়াল্ জুব্নি, ওয়া যালাইদ্দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।"

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে। অধিক ঋণ থেকে এবং দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে।'[৫৯] ###

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

"আমরা আমাদের কথাগুলো কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি এটা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়।" **(ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা** الإنتقاء فى فضائل الثلاثة الأيمة الفقهاء **গ্রন্থে ১৪৫ পৃ:, ই'লামুল মুয়াক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ:। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়- ৬/২৯৩ পৃ:, আশ্ শারানী, আল মিযান- ১/৫৫ পৃ:। শাইখ আল ফুলানী, ইকাযুল হিমান- ৫২ পৃ:, ইমাম মুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।)**

[৫৫] *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি- ৯/১৯১, ফাতাওয়া নং- ৯০৬৯।*

[৫৬] *ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি- ৯/১৯০।*

[৫৭] *সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ইস্তিকরায, হাঃ ২৩৯৭।*

[৫৮] *সহীহ মুসলিম- অধ্যায় : যিক্র ও দু'আ, হাঃ ৬৮৭১, মাঃ শাঃ, হাঃ ৪৯/৫৮৯।*

[৫৯] *সুনান আন্ নাসায়ী, অধ্যায় : ইস্তিআযাহ, হাঃ ৫৪৭৮।*

أفكار اجتماعية \ mgvRwPšv

ইসলামে কন্যা সন্তানের মর্যাদা

–আবূ তাসনীম*

ইসলাম মানবতার ধর্ম। এখানে সকলকে তার জায়গা থেকে অধিকার বা মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। তেমনি আল্লাহ তা'আলা কন্যা সন্তানকেও অনেক মর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু ইসলাম পূর্ব জাহেলী যুগে কন্যা সন্তানদের সীমাহীন অবহেলা করা হত। তাদেরকে বাঁকা চোখে দেখা হত। অনেক সময় জীবন্ত কবর দেওয়া হত। তখন মানবতা বলতে কিছু ছিল না। সমাজের ভয়ে রাতের অন্ধকারে বাবা নিজেই হত্যা করত তার কন্যাকে। এই অবস্থায় আবির্ভাব হলো মানবতার ধর্ম ইসলামের। রাসূল কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হারাম ঘোষণা করলেন। তিনি কন্যা তথা নারীদের সম্মান, মর্যাদা ও গুরুত্ব তুলে ধরলেন সমাজের কাছে। হাদীসে এসেছে–

عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شُرَيْطٍ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ اِبْنَةً بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَةً يَقُوْلُوْنَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ يَكْتَنِفُوْنَهَا بِاَجْنِحَتِهِمْ وَيَمْسَحُوْنَ بِاَيْدِيْهِمْ عَلٰى رَاْسِهَا وَيَقُوْلُوْنَ ضَعِيْفَةً خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيْفَةِ الْقَيِّمِ عَلَيْهَا مُعَانُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

নাবীত ইবনু শুরাইত (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সেখানে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশ্তাদের পাঠান। তারা গিয়ে বলে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে ঘরবাসী! তারা কন্যাটিকে তাদের ডানার ছায়ায় আবৃত করে নেয়, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় এবং বলে একটি অবলা জীবন থেকে আরেকটি অবলা জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছে এবং তত্ত্বাবধানকারী কিয়ামত পর্যন্ত মহান আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে।[৬০]

পবিত্র আল কুরআনে পুত্রের পূর্বে কন্যার উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

﴿لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ؕ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ﴾

"আসমান ও জমিনের রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যা চান তাই সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা-সন্তান দেন, যাকে চান পুত্র সন্তান দেন।"[৬১]

পুত্রের পূর্বে কন্যাকে উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে আল্লামা আলূসী তাঁর তাফসীরে এ ব্যাপারে কতিপয় মত উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে নিম্নে দু'টি উল্লেখ করা হলো–

১. সেখানে বলা হয় : নারীদের দুর্বলতার ভিত্তিতে তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য প্রকাশের জন্য তাদেরকে এখানে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আর বিশেষ করে তারা এক সময় জীবন্ত কবরস্থ হওয়ার নিকটতম যুগে ছিল।

২. আরো বলা হয় : তাদের পিতাদেরকে সান্তনা প্রদর্শনের নিমিত্তে, কেননা তাদেরকে শুরুতে উল্লেখ করা তাদের সম্মান ও মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। তারা সম্মানের উপযুক্ত হওয়ার কারণ হলো–

"নিশ্চয়ই তারা মহান আল্লাহর মাখলূক (বান্দা) বৃদ্ধির মাধ্যম।"[৬২]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম এ ব্যাপারে দু'টি মত উল্লেখ করার পর লিখেন– আমার নিকট আরো একটি কারণ ফুটে উঠে, তা হলো আল্লাহ ঐ সত্তাকে পূর্বে উল্লেখ করেন, যে সত্তাকে (মেয়েদেরকে) জাহেলী যুগের লোকেরা পশ্চাতে রাখত, যেন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এমন বর্ণনা দেয়া যে, তোমাদের নিকট পরিত্যক্ত সেই তুচ্ছ সত্তা আমার নিকট বর্ণনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।[৬৩]

জাহেলী যুগে কারো কন্যা সন্তান জন্ম নিলে কাফিররা অপমানজনক মনে করত। যেমন- আল্লাহ তা'আলা মুশরিক ও কাফিরদের এ নিন্দনীয় অভ্যাস বর্ণনা করে বলেন–

﴿وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِي التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ﴾

---

*লেখক : কামিল ২য় বর্ষ, আদব বিভাগ, তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

[৬০] মুজামুস সগীর- হাঃ ৭০।

[৬১] সূরা আশ্ শূরা- ৪২ : ৪৯।

[৬২] আল্লামা আলূসী, তাফসীরে রুহুল মাআনী- ২৫/৫৪।

[৬৩] ইবনুল কাইয়্যেম, তুহফাতুল মাওলূদ- ২৭ পৃ:।

"তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, আর সে অন্তর্জ্বালায় পুড়তে থাকে। লজ্জায় সে মানুষ থেকে মুখ লুকায় খারাপ সংবাদ পাওয়ার কারণে। সে চিন্তা করে যে অপমান মাথায় করে তাকে রেখে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে। হায়! তারা যা সিদ্ধান্ত করে তা কতই না জঘন্য।"[৬৪]

এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন-

﴿وَ اِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ كَظِيْمٌ﴾

"তাদের কাউকে যখন সংবাদ দেয়া হয় সেই সন্তানের যা তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে, তখন তার মুখমণ্ডলে কালিমা ছেয়ে যায়, আর মন দুঃখ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।"[৬৫]

ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম বলেন– কন্যার (জন্মের) কারণে অসন্তুষ্ট হওয়া জাহেলী স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত।

কন্যার প্রতি দয়ালু পিতার জন্য কন্যা জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হবে হাদীসে এসেছে– ইমাম আহমাদ, বুখারী ও ইবনু মাজাহ্ 'উক্ববাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি–

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَسَقَاهُنَّ، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ.

অর্থাৎ- যে ব্যক্তির তিন কন্যা হবে, আর সে তাতে ধৈর্য ধারণ করবে, তাদেরকে স্বীয় সামর্থ্য মোতাবেক পানাহার ও পরিধান করাবে, তবে তারা জাহান্নামের আগুন ও তার মধ্যে পর্দা হয়ে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়ে যাবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট একটি মহিলা তার দু'কন্যাসহ আসলো। সে আমার নিকট প্রার্থনা করল, কিন্তু সে আমার নিকট থেকে একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছু পেল না। আমি তাকে তাই দিয়ে দিলাম। সে তা গ্রহণ করে তার উভয় কন্যার মাঝে ভাগ করে দিলো, নিজে তা হতে কিছুই খেলো না। তারপর সে উঠে তার দুই মেয়ের সাথে চলে গেল।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমার নিকট আসলেন, তখন আমি তাঁকে উক্ত ঘটনা শুনালাম।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.

যে ব্যক্তিকে কন্যাদের মধ্য হতে কোনো ব্যাপারে পরীক্ষা করা হবে, আর সে এমতাবস্থায় তাদের সাথে ইহসান করে, তবে তার জন্য (জাহান্নামের) আগুনের মাঝে তারা প্রতিবন্ধক হবে।[৬৬]

যে পিতা তার কন্য সন্তানের প্রতি ইহসান করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ইমাম বুখারী ও ইবনু মাজাহ্ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُهُ اِبْنَتَانِ فَيُحْسِنُ اِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، اَوْ مَا صَحِبَهُمَا، اِلَّا اَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ.

যে ব্যক্তি দু' কন্যা লাভ করল, অতঃপর সে তাদের উভয়ের প্রতি ইহসান করল, তারা উভয়ে যতদিন তার নিকট থাকল বা সে যতদিন তাদের নিকট থাকল, তবে তারা উভয়ে তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবে।[৬৭]

যদি কারো একটিও কন্যা হয়, আর সে তার প্রতি ইহসান করতে থাকে তবে সেও ইন্শা-আল্লাহ– তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। যেমন- ইমাম আহমাদ, ত্বাবারানী ও হাকিম আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর উদ্ধৃতিতে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন। নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَرَ عَلَى الْاَوَائِهِنَّ وَضَرَّائِهِنَّ وَسَرَّائِهِنَّ اَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ اِيَّاهُنَّ.

যে ব্যক্তির তিন কন্যা হয়, আর সে তাদের সংকট, দুঃখ ও সুখের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা

[৬৪] *সূরা আন্ নাহ্ল ১৬ : ৫৮-৫৯।*
[৬৫] *সূরা আয্ যুখরুফ ৪৩ : ১৭।*
[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৫৫৯৫।*
[৬৭] *আল আদব আল মুফরাদ- হাঃ ৭৭।*

তার সে কন্যাদের প্রতি করুণার কারণে তাকে তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।[৬৮]

এক ব্যক্তি আরজ করল–

اَوْ اِثْنَتَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟

হে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! দু'কন্যা (যদি তিনের পরিবর্তে দু'কন্যা হয়)।[৬৯]

তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন– অথবা দুই। অর্থাৎ- যদি দু'কন্যাও হয়, তবে সে দু'জনেই তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর মাধ্যম হবে।

এক ব্যক্তি আরজ করল : অথবা এক কন্যা ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি (উত্তরে) বলেন :

اَوْ وَاحِدَةٍ. অথবা একজন।[৭০]

নিজের চেয়ে কন্যাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়ার ফযীলত অনেক, ইমাম মুসলিম 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হা) হতে বর্ণনা করেন, এক দরিদ্র মহিলা তার দু'কন্যাকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমি তাকে খাওয়ার জন্য তিনটি খেজুর দিলাম, সে তার মধ্য হতে প্রত্যেক কন্যাকে একটি করে দিয়েছিল। অবশিষ্ট খেজুরটি সে খাওয়ার জন্য মুখে যখন উঠাল, উভয় কন্যা তার নিকট তা চেয়ে বসল। তখন যে খেজুর সে নিজে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল সেটিও তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করে দিলো। মহিলাটির কর্মকাণ্ড আমাকে হতবাক করে ফেলল। আমি তার সে কর্মকাণ্ড রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বর্ণনা দিলে তিনি বলেন :

«إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ».

অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তার এই 'আমলের কারণে তাকে (জাহান্নামের) আগুন হতে মুক্তি দিবেন।[৭১]

অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম কন্যা সন্তানকে অনেক মর্যাদা দিয়েছে যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদে কন্যার অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে ইসলাম আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ ۚ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّوَرِثَهٗٓ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗٓ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْ بِهَآ اَوْ دَيْنٍ ۗ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا﴾

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তান-সন্ততির (অংশ) সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, পুরুষ দুই নারীর অংশের সমান পাবে, তবে সন্তান-সন্ততি যদি শুধু দু'জন নারীর অধিক হয় তাহলে তাঁর রেখে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দু'ভাগ পাবে। আর কেবল একটি কন্যা থাকলে সে অর্ধেক পাবে এবং তার পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যেকে রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তার সন্তান থাকে, আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিশ মাতা-পিতাই হয়, সে অবস্থায় তার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ, কিন্তু তার ভাই-বোন থাকলে, তার মাতা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ, (ঐসব বণ্টন হবে) তার কৃত ওয়াসীয়াত অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমরা জানো না তোমাদের পিতা এবং সন্তানদের মধ্যে কে তোমাদের পক্ষে উপকারের দিক দিয়ে অধিকতর নিকটবর্তী। (এ বণ্টন) আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাশীল।"[৭২]

ইমাম আহমাদ, আবূ দাঊদ, আত্ তিরমিযী, ইবনু মাজাহ্ ও হাকিম (রাহিমাহুল্লা-হ) জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্‌হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

সা'দ ইবনু রাবী'র স্ত্রী সা'দ-এর পক্ষ হতে স্বীয় দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! এরা সা'দ ইবনু রাবী'র দুই মেয়ে, তাদের পিতা উহুদের যুদ্ধে আপনার সাথে (উপস্থিতিতে) শাহাদাতবরণ করেন। অতঃপর তাদের চাচা তাদের মাল-সম্পদ নিয়ে নেয়, তাদের দু'জনের জন্য কোনো মাল অবশিষ্ট রাখেনি, অথচ মাল-ধন ব্যতীত তো উভয়ের বিয়ে দেয়া সম্ভব নয়।

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

[৬৮] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১২৪৮।*
[৬৯] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ৪৭২৩।*
[৭০] *মুসনাদ আহমদ- হাঃ ৮৪২৫।*
[৭১] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৪৮/২৬৩০।*
[৭২] *সূরা আন্ নিসা ৪ : ১১।*

يَقْضِى اللهُ فِىْ ذٰلِكَ.

আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপারে ফয়সালা করবেন।[৭৩]

এক্ষেত্রে মীরাসের আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর চাচাকে খবর পাঠালেন–

اَعْطِ ابْنَتَىْ سَعْدِ الثُّلُثَيْنِ، وَاَعْطِ اُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ لَكَ.

সা'দ-এর দুই মেয়েকে দুই তৃতীয়াংশ, উভয়ের মাকে অষ্টমাংশ প্রদান করো, আর যা অবশিষ্ট থাকে তা তোমার।[৭৪]

ইমাম তিরমিযী উক্ত বিষয়ে নিম্নের শিরোনাম আরোপ করেন–

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مِيْرَاثِ الْبَنَاتِ.

মেয়েদের মীরাস সম্পর্কিত যা কিছু বর্ণনা হয়েছে সে বিষয়ের অধ্যায়।[৭৫]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম সা'দ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি মক্কায় এমন কঠিন অসুস্থতায় পতিত হই যে, মৃত্যু অতি নিকটে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে দেখার জন্য আগমন করেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! নিশ্চয়ই আমার নিকট পর্যাপ্ত ধন রয়েছে, তবে আমার এক কন্যা ব্যতীত আর কেউ ওয়ারীস নেই। অতএব, আমি কি আমার ধনের দুই তৃতীয়াংশ সাদাক্বাহ্ করে দেবো? নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন, না।

তিনি বলেন, আমি বললাম, তবে অর্ধাংশ? নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, না।

আমি বললাম : এক-তৃতীয়াংশ?

নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন–

اَلثُّلُثُ كَبِيْرٌ اِنَّكَ اِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِّنْ اَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ....

এক-তৃতীয়াংশও অনেক। নিশ্চয়ই তুমি স্বীয় সন্তানকে অর্থশালী রেখে যাবে, তা তার চেয়ে উত্তম যে, তুমি তাদেরকে এমন রিক্ত হস্ত রেখে যাবে যে তারা লোকদের নিকট হাত পেতে ফিরবে.....।[৭৬]

উক্ত হাদীস দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয় যে, নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীরাসের ক্ষেত্রে মেয়ের অংশের হিফাযতের উদ্দেশ্যে সা'দ ইবনু আবূ ওয়াক্কাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-কে এক-তৃতীয়াংশের অধিক মাল সাদাক্বাহ্ করার ওয়াসীয়াতের অনুমতি দেননি। বরং এক-তৃতীয়াংশের অনুমতি দেয়ার সাথে সাথে তাই অধিক বলে অভিহিত করেন।

এ হাদীসে নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে রহস্যটিকে বর্ণনা করেন, তা হলো মেয়েকে মীরাসের অংশ প্রদান করে এমন অভাব মুক্ত করে দাও যেন সে লোকদের সামনে হাত না পাতে। আর তা মাল সাদাক্বাহ্ করার চেয়েও উত্তম। ###

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত **আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রহ.) মডেল মাদরাসা**-এর জন্য একজন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ (দাওরা হাদীস/কমিল ও বিএ অনার্স এম.এ) আবশ্যক। বহির্বিশ্ব থেকে সনদপ্রাপ্তদের আগ্রহী প্রার্থীকে আবরী ও ইংরেজি ভাষায় পরদর্শী হতে হবে। আগ্রহী প্রার্থীকে ছবি ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ নিম্নঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বেতন-আলোচনা সাপেক্ষ।

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
সেক্রেটারী জেনারেল-
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
ফোন : ০২-৭৫৪২৪৩৪
মোবাইল : ০১৯৯৮-৮০০১৩০

[৭৩] *মুসনাদ আহমাদ- হাঃ ১৪৭৯৮, সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ২০৯২, হাসান, সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ২৮৯১।*

[৭৪] *সুনান আবূ দাঊদ- হাঃ ২৮৮৮, সুনান আত্ তিরমিযী- হাঃ ২০৯২, হাসান।*

[৭৫] *জামে আত্ তিরমিযী- ৬/২২৩, মাঃ শাঃ, ৪/৪১৪।*

[৭৬] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৭৩৩।*

বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা কী শর্ত?

লেখিকা : মুনীরা বিনতু আবূ তালেব*

আহলে 'ইল্‌মগণ দু'টি কথার মাধ্যমে শর্ত করেছেন। সমষ্টির ক্ষেত্রে বরাবরটা বিশুদ্ধ হবে। বিবাহ বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়নি। আর এটা জমহুর উলামাগণের উক্তি। তাদের মধ্য হতে আবূ হানীফাহ্, মালিক, শাফে'য়ী, আহমাদের দু'টি রিওয়ায়াতের একটি রিওয়ায়াত, 'উমার ইবনু মাস'ঊদ হতে বর্ণিত। তারা দলীল পেশ করে এটার উপর।

(১) নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যায়নাব বিনতু জাহশকে বিবাহ করান। তিনি ছিলেন আরবের উচ্চবংশ আসাদী গোত্রের। আর যায়েদ ইবনু হারেস। তিনি ছিলেন গোলাম। তাদের ঘটনা মহান আল্লাহর কিতাবের মাঝে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا.

"স্মরণ করো, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমি যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলেছিলে : তুমি তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে লুকিয়ে রেখে ছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকদেরকে ভয় করেছিলে, অথচ আল্লাহই সবচেয়ে বেশি এ অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে। অতঃপর যায়েদ যখন তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম।"[৭৭]

(২) নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম); তিনি ছিলেন হাশেমী গোত্রের। তিনি তার মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলেন 'উসমান ইবনু আফফান-এর সাথে। আর 'উসমান ইবনু আফফান ছিলেন কুরাইশী গোত্রের। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

«إِنَّ اللهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيْلَ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِيْ هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِيْ هَاشِمٍ».

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ইসমা'ঈল-এর পুত্র থেকে কেনানাকে চয়ন করেছেন এবং কেনানা গোত্র থেকে কুরাইশকে চয়ন করেছেন এবং কুরাইশ গোত্র থেকে বানী হাশেমকে চয়ন করেছেন এবং বানী হাশেম থেকে আমাকে চয়ন করেছেন।"[৭৮]

(৩) নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) 'উসামাহ্ ইবনু যায়েদকে ফাতিমাহ্ বিনতু ক্বাইসের সাথে বিবাহ করান। 'উসামাহ্ ইবনু যায়েদ ছিলেন গোলাম আর ফাতিমাহ্ বিনতু ক্বাইস ছিলেন কুরাইশ বংশের। যেমনিভাবে রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে–

«انْكِحِيْ أُسَامَةَ».

"তুমি উসামাহ্‌কে বিবাহ করো।"[৭৯]

(৪) আবূ মালিক আশ'আরী হতে বর্ণিত। নিশ্চয়ই রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন :

"أَرْبَعٌ فِيْ أُمَّتِيْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ : الْفَخْرُ فِيْ الْأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِيْ الْأَنْسَابِ، وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ، وَالنِّيَاحَةُ".

"আমার উম্মাতের মাঝে জাহেলিয়াতের চারটি অভ্যাস যা তারা কখনো ছেড়ে দিবে না। তা হলো– গুণের বড়াই করা, বংশের নিন্দা করা, তারকা রাজীর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা এবং বিলাপ করা।"[৮০]

(৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন :

---

* *ছাত্রী, বালিকা শাখা, শ্রেণী : সানাবিয়া, ২য় বর্ষ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়্যাহ, মহিলা শাখা, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।*

[৭৭] *সূরা আল আহ্‌যা-ব ৩৩ : ৩৭।*

[৭৮] *সহীহ মুসলিম- হা: ২২৭৬, আত্ তিরমিযী- হা: ৩৬০৫।*

[৭৯] *সহীহ মুসলিম- হা: ১৪৮০, সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ৩২৪৫, সুনান আবূ দাঊদ- হা: ২২৮৪।*

[৮০] *সহীহ মুসলিম- হা: ৯৩৪।*

﴿أَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন তারা বিবাহ সম্পন্ন করো, আর তোমাদের সৎ দাস-দাসীদেরও। যদি তারা নিঃস্ব হয় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত করে দিবেন। আল্লাহ প্রচুর দানকারী এবং সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।"[৮১]

দরিদ্রতার অবস্থায় বিবাহ করা নিষেধাজ্ঞা নেই। বরং মালওয়ালী ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(৬) আবূ সা'ঈদ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাদীস :

أَنْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِيْ حُلِيٌّ لِيْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ».

"নিশ্চয়ই ইবনু মাস'ঊদের স্ত্রী যায়নাব বলেন : হে আল্লাহর নাবী! নিশ্চয়ই আপনি আমাকে সাদাক্বাহ্ করার আদেশ করেছেন, আর আমার নিকট রয়েছে অলংকার। আমি তা সাদাক্বাহ্ করার ইচ্ছা করেছি। আর ইবনু মাস'ঊদ ধারণা করে নিশ্চয়ই আমি যাদেরকে সাদাক্বাহ্ করব তাদের থেকে সে এবং তার পুত্র অধিক হক্বদার। অতঃপর নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : ইবনু মাস'ঊদ সত্য বলেছে। তোমার স্বামী এবং তোমার সন্তান অধিক হক্বদার অন্যদের সাদাক্বাহ্ করা থেকে।"[৮২]

(৭) আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাদীস :

أَنَّ أَبَا هِنْدٍ، حَجَمَ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ الْيَافُوْخِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَا بَنِيْ بَيَاضَةَ أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِ».

"নিশ্চয়ই আবূ হিন্দ নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে ইয়াফুখ নামক স্থানে শিঙ্গা লাগিয়ে দেন। অতঃপর নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : হে বানী বায়াযা! তোমরা আবূ হিন্দকে বিবাহ করো অথবা তার কাছে বিবাহ দাও।"[৮৩]

আবূ হিন্দ বানী বায়াযা গোত্রের গোলাম ছিলেন। তিনি মানুষের মাঝে ছিলেন না এবং তিনি সিংঙ্গা লাগানোর কাজ করতেন। আর এই কাজ করাটা ছিল সেই যুগের তুচ্ছ কাজ।

(৮) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

اشْتَرَيْتُ بَرِيْرَةَ، فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : «أَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْوَرِقَ»، فَأَعْتَقْتُهَا، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ ﷺ، فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا، فَقَالَتْ : لَوْ أَعْطَانِيْ كَذَا وَكَذَا مَا ثَبَتُّ عِنْدَهُ.

"আমি বারিরাহ্কে ক্রয় করেছি। অতঃপর তার পরিবারের সাথে وَلَاءَ-এর ক্ষেত্রে শর্ত করা হয়েছে। (وَلَاءَ হলো ক্রীতদাস মৃত্যুর পর তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া) আর আমি এটা রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন : তুমি তাকে আযাদ করে দাও। নিশ্চয়ই وَلَاءَটা যে মুক্ত করে তাকে প্রধান করা হয়। অতঃপর আমি তাকে মুক্ত করে দিলাম। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে ডাকলেন এবং তার স্বামীর ব্যাপারে ইখতিয়ার দিলেন। অতঃপর সে বলল : যদি আমাকে এই এই প্রদান করা হয় তারপরও আমি তার নিকট থাকব না।"[৮৪]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু)-এর হাদীসে রয়েছে–

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَوْ رَاجَعْتِهِ» قَالَتْ : يَا رَسُوْلَ اللهِ تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ» قَالَتْ : لَا حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ.

---

[৮১] *সূরা আন্ নূর ২৪ : ৩২।*

[৮২] *সহীহুল বুখারী- হা: ১৪৬২, সহীহ মুসলিম- হা: ১০০০।*

[৮৩] *সুনান আবূ দাঊদ- হা: ২১০২, হাসান, হাকিম- হা: ১৭৪/২, বায়হাক্বী- হা: ১৩৬/৭।*

[৮৪] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৫৩৬, সহীহ মুসলিম- হা: ১৫০৪।*

"নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন : যদি তুমি তার নিকট ফিরে যেতে? সে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে আদেশ করছেন? তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি তার ব্যাপারে সুপারিশ করছি। সে বলল : তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।"[৮৫]

নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গোলামকে বিবাহ করার জন্য তার নিকট আর কোন সুপারিশ করেননি। তবে যদি করে তাহলে বিবাহটা বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে করেছে। আর বাকিটা আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।

(৯) নাবী কারীম (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত।

«إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِيْنَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوْهُ، إِلَّا تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ».

"যখন তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি আসবে যার দীনদারীতা এবং চরিত্র তোমাদের সন্তুষ্ট করে তাহলে তার নিকট বিবাহ দাও। তবে যদি তোমরা তা না করো তাহলে পৃথিবীতে ফিতনা এবং বড় ধরণের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।"[৮৬]

আহমাদের রিওয়ায়াতের মাঝে প্রসিদ্ধ মত পাওয়া যায়। সাওরী ও কতিপয় আহনাফদের মতে, বরাবরটা শর্ত করা হয়েছে। তারা যে বাক্য দ্বারা দলীল পেশ করে। তা কোন বিষয়কে প্রমাণ করে না। আর যদিও প্রমাণ করে তাহলে তা শরী'আতের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ নয় এবং মতানৈক্যর ক্ষেত্রে শক্তিশালী নয়। যা পূর্বের দলীলে অতিবাহিত হয়ে গেছে।

(ঘ) উপকারিতা :

প্রথমতঃ বরাবর হওয়াটা ঐ ব্যক্তির নিকটে যে তার শর্ত করে নিশ্চয়ই তা মহিলা এবং অভিভাবকের অধিকার। তার অর্থ হলো যদি মহিলা এবং তার অভিভাবক বরাবর হওয়া ছাড়াই সন্তুষ্ট থাকে তাহলে বিবাহ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। ইমাম আহমাদ এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম কেউই এ কথা বলেনি যে, নিশ্চয়ই তা বাতিল হবে।

দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশরা যারা বিবাহের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে বরাবর হওয়াকে শর্ত করেননি তারা মনে করেন যে, নিশ্চয়ই তা আবশ্যকীয় শর্ত। তার অর্থ হলো– যদি সমতা থাকা সত্ত্বেও বিবাহ বন্ধন তৈরি করা হয় তাহলে তা হবে আবশ্যক বিবাহ। আর যদি সমতা না থাকা সত্ত্বেও মহিলা এবং তার অভিভাবকের সন্তুষ্টিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে। আর যদি অভিভাবকের কেউ রাজি না হয় তাহলে বিবাহ বাতিল হবে।

এটা শাফে'য়ীদের মাযহাব। হানাফীদের ব্যাহ্যিক মাযহাব। মালিকিদের নিকট নির্ভরশীল এবং হাম্বলীদের দ্বিতীয় মত।

তৃতীয়তঃ মহিলা ছাড়াই পুরুষের মাঝে বরাবর হওয়াটা নির্ভরশীল। যখন কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করবে এবং তার যদি সমতা না থাকে তাহলে পুরুষের জন্য দোষণীয় হবে না। কেননা কর্তৃত্ব হলো পুরুষের হাতে। সন্তানদেরকেও পুরুষের দিকেই সম্পৃক্ত করা হয় এবং ত্বালাক্বও পুরুষের হাতে। রাসূল (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরব জনপদ থেকে কোন এক মহিলাকে বিবাহ করে ছিলেন। তার সাথে দীন এবং বংশের সমতা ছিল না। তিনি দাসীদেরকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন :

«مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَعَالَهَا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ».

"যার নিকট কোন দাসী থাকবে সে তাকে উত্তমভাবে শিক্ষা দিবে এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। অতঃপর তাকে মুক্ত করে বিবাহ করবে তাহলে তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।"[৮৭] ###

cwi‡ek `lY Avgvi, Avcbvi mevi Rb¨B ¶w !i" AvR‡!i wk#iv cwi‡ek `l‡Yi !vi‡Y bvbvi!g $iv‡% Av&vš n‡'(cw wb) " vB Avmb* b b cRb‡! ,!w- m., m0`i, .v.¨!i cwi‡ek 2cnvi w`‡ wbR wbR Ae.vb $3‡! $mv'Pvi nB"

[৮৫] *সহীহুল বুখারী- হা: ৫২৮৩, সুনান আবূ দাউদ- হা: ২২৩১, সুনান আন্ নাসায়ী- হা: ২৪৫/৮, ইবনু মাজাহ্- হা: ২০৭৫।*

[৮৬] *আত্ তিরমিযী- হা: ১০৯০, য'ঈফ, মা: শা:, হা: ১০৮৫।*

[৮৭] *সহীহুল বুখারী- হা: ২৫৪৪, সহীহ মুসলিম- হা: ১৫৪।*

قصص الحديث \ !vmvmj nv`xm

মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) ও খাযির ('আলাইহিস্ সালাম)-এর ঘটনা

–গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

সা'ঈদ ইবনু যুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা)-কে বললাম, নাওফুল বিকালী বলে থাকে খাযিরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারী মূসা বানী ইসরা-ঈলের মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) ছিলেন না। একথায় ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হুমা) বললেন : মহান আল্লাহর দুশমন মিথ্যে কথা বলছে। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) আমাকে বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন, মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বানী ইসরা-ঈলদের মাঝে ওয়াজ করছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর রুষ্ট হলেন। কারণ, জ্ঞানের বিষয়টি তিনি মহান আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ওয়াহীর মাধ্যমে বললেন, দু' সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমার এক বান্দা অবস্থান করছে, সে তোমার চেয়ে বেশী জানে। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, হে আমার রব! আমি তাঁর কাছে কেমন করে পৌঁছতে পারি? আল্লাহ তা'আলা বললেন, একটা মাছ সঙ্গে নাও এবং সেটা থলির মধ্যে রাখো। যেখানে সেটাকে হারিয়ে ফেলবে সেখানেই তাকে পাবে। তারপর তিনি একটা মাছ নিলেন। সেটা থলিতে রাখলেন তারপর চলতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে ইউশা' ইবনু নূন নামক এক যুবকও ছিলেন। তারা সমুদ্র কিনারে একটি পাথরের কাছে পৌঁছে গেলেন এবং তার ওপর মাথা রেখে দু'জনে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ সময় মাছটি থলির মাঝে লাফিয়ে উঠল। থলি থেকে বের হয়ে সেটা সমুদ্রের পানিতে চলে গেল। আর যেখান দিয়ে মাছটি চলে গিয়েছিল, আল্লাহ তা'আলা সেখানে সমুদ্রের পানির চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি সুড়ঙ্গ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাঁর সাথী তাঁকে মাছটির কথা জানাতে ভুলে গেলেন। সে দিনের বাকি সময় ও সে রাত তাঁরা চললেন। পরের দিন মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন : এ ভ্রমণে বেশ ক্লান্তি অনুভূত হচ্ছে, এখন আমাদের আহার আনো।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : আসলে আল্লাহ তা'আলা যেস্থানে সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন সে স্থান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় থেকেই মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) ক্লান্তি অনুভব করছিলেন। তখন তাঁর খাদিম তাঁকে বললেন : আপনার মনে আছে যে শিলাখণ্ডের পাশে আমরা বিশ্রাম করেছিলাম, সেখানেই মাছটি বিস্ময়করভাবে সমুদ্রের মধ্যে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি মাছটির কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আসলে শয়ত্বান আমাকে একথা ভুলিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আপনাকে তা জানাতে পারিনি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : মাছটি সমুদ্রে চলে গিয়েছিল তার পথ বানিয়ে। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) ও তাঁর খাদিমকে (ইউশা' ইবনু নূন) তা আশ্চর্যান্বিত করে দিয়েছিল। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন এটিই তো আমরা সন্ধান করছিলাম। কাজেই তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন অনুসরণ করতে করতে সে স্থানে ফিরে এলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : তাঁরা উভয়ে নিজেদের পদরেখা অনুসরণ করতে করতে পূর্বের শিলাখণ্ডের কাছে ফিরে আসলেন। সেখানে এক ব্যক্তিকে কাপড় জড়িয়ে বসে থাকতে দেখলেন। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে সালাম দিলেন। জবাবে খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে বললেন, তোমাদের এ দেশে সালামের প্রচলন হলো কোথা থেকে? মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমি মূসা। (খাযির জিজ্ঞেস করলেন :) বানী ইসরা-ঈলের মূসা? তিনি বললেন, হ্যাঁ! আমি বানী ইসরা-ঈলের নাবী মূসা। আমি এসেছি এজন্যে যে আপনি আমাকে সে জ্ঞান শিক্ষা দিবেন যা আপনাকে শিখানো হয়েছে। তিনি (খাযির) উত্তর দিলেন, তুমি আমার সাথে সবর করতে পারবে না। হে মূসা! আল্লাহ তা'আলা আমাকে জ্ঞান দান করেছেন, এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান তুমি পাওনি।

* *প্রভাষক- সিটি মডেল কলেজ, জুরাইন, ঢাকা।*

আল্লাহ তা'আলা তোমাকেও জ্ঞান দান করেছেন, এমন জ্ঞান, যার (সবটুকুর) সন্ধান আমিও পাইনি। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন : ইন্‌শা-আল্লাহ আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন এবং আমি আপনার কোন হুকুমের বিরুদ্ধে যাব না। খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে বললেন : যদি তুমি আমার সঙ্গে চলতে চাও তাহলে আমাকে কোন কথা প্রশ্ন করো না যতক্ষণ না আমি নিজেই তা তোমাকে না বলি। কাজেই তারা দু'জন রওয়ানা হয়ে গেলেন। তারা সমুদ্র কিনার ধরে চলতে লাগলেন। তাঁরা একটি নৌকা দেখতে পেলেন। তাদেরকে নৌকায় করে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নৌকার মাঝিদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তারা খাযির ('আলাইহিস্ সালাম)-কে চিনতে পারল। তাই তাদেরকে বসিয়ে গন্তব্য স্থলে নিয়ে গেলো কিন্তু এর বিনিময়ে কোন মূল্য নিলো না। যখন তারা উভয়ে নৌকায় চড়লেন, খাযির কুড়াল দিয়ে নৌকার একটা তক্তা ছিদ্র করে দিলেন। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে বললেন, এরা তো বিনা পয়সাতে আমাদেরকে বহণ করলেন। অথচ আপনি এদের নৌকাটির ক্ষতি করলেন। আপনি নৌকাটা ফাটিয়ে দিলেন আরোহীদের ডুবিয়ে দেবার জন্য। আপনি তো একটা অন্যায় কাজ করলেন। খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, আমি কি পূর্বেই তোমাকে বলিনি আমার সঙ্গে চলার ব্যাপারে তুমি কোন ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না? মূসা বললেন, আমি যেটা ভুলে গিয়েছিলাম সেটার জন্য আমার কাছ থেকে কৈফিয়ত তলব করবেন না। আর আমার ব্যাপারে খুব বেশী কঠোরতা করবেন না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) প্রথমবার ভুলে গিয়েই এটা করেছিলেন। এরপর আসলো একটা চড়ুই পাখি। পাখিটা বসলো নৌকার এক পাশে। ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র হতে এক বিন্দু পানি পান করল। এ দৃশ্য দেখে খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) মূসা ('আলাইহিস্ সালাম)-কে বললেন, এ চড়ুইটা সমুদ্র হতে যতটুকু পানি খসালো, আমার ও তোমার জ্ঞান মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এতটুকুই। তারপর তাঁরা নৌকা ত্যাগ করে হাঁটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীর ধরে তাঁরা হাঁটতে লাগলেন। পথে খাযির দেখলেন, একটি বালক অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করছে। তিনি হাত দিয়ে বালকটিকে ধরলেন। দেহ থেকে তার মাথাটা পৃথক করে দিলেন। তাকে হত্যা করলেন। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) তাঁকে বললেন, আপনি একটা নিষ্পাপ বালককে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি? আপনি তো একটা খারাপ কাজ করে ফেলেছেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে পূর্বেই বলিনি যে, আমার সাথে তুমি সবর ধরে চলতে পারবে না। (বর্ণনাকারী) বলেন : এ কাজটি প্রথমটির চেয়ে মারাত্মক ছিল। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, এরপর যদি আমি আপনাকে আর কোন প্রশ্ন করি তাহলে আমাকে আর সঙ্গে রাখবেন না। এখন তো আমার দিক থেকে আপনি ওযর পেলেন। পরে তারা সম্মুখের দিকে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে তাঁরা একটি জনবসতিতে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানকার লোকদের কাছে খাদ্য চাইলেন। তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। সেখানে তারা একটা দেয়াল দেখতে পেলেন। দেয়ালটি পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। (বর্ণনাকারী) বলেন, দেয়ালটি ঝুঁকে পড়েছিল। খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) দাঁড়ালেন। নিজের হাতে দেয়ালটি গেঁথে সোজা করে দিলেন। মূসা ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, এ বসতির লোকদের নিকট আমরা আসলাম, খাদ্য চাইলাম, তারা আমাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। আপনি চাইলে এ কাজের পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। (অথচ আপনি তা করলেন না, বিনা পারিশ্রমিকে কাজটি করে দিলেন)। খাযির ('আলাইহিস্ সালাম) বললেন, ব্যাস, এখান থেকে তোমার ও আমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটল। এখন আমি তোমাকে সে বিষয়গুলোর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবো যেগুলোর ব্যাপারে তুমি সবর করতে পারোনি। (সে নৌকাটির ব্যাপার এ ছিল যে, সেটির মালিক ছিল কয়েকটা গরীব লোক। সমুদ্রে শরীর খেটে তারা জীবন ধারণ করত। আমি নৌকাটাকে দোষী করে দিতে চাইলাম। কারণ হচ্ছে, সামনে এমন এক বাদশাহর এলাকা রয়েছে যে প্রত্যেকটা নৌকা জোরপূর্বক কেড়ে নেয়। তারপর সে বালকটির কথা। তার বাপ-মা ছিল মু'মিন। আমরা আশংকা করলাম ছেলেটি তার নাফরমানী ও বিদ্রোহাত্মক আচরণের মাধ্যমে তাদেরকে কষ্ট দেবে।

তাই আমরা চাইলাম, আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে তাদেরকে যেন এমন একটি সন্তান দেন, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তার চেয়ে ভালো হবে এবং মানবিক স্নেহ ও দয়ার ক্ষেত্রেও তার চেয়ে উন্নত হবে। আর এ দেয়ালটার ব্যাপার এই যে, এটা হচ্ছে দু'টো ইয়াতীম বালকের তারা এ শহরে বাস করে। এ দেয়ালের নীচে তাদের জন্য ধন-সম্পদ লুকানো রয়েছে। তাদের পিতা ছিলেন সৎ ব্যক্তি। তাই তোমার প্রতিপালক চাইলেন, ছেলে দু'টি বড় হয়ে তাদের জন্য রাখা ধন-সম্পদ লাভ করবে। তোমার প্রতিপালকের মেহেরবানীর কারণে এটা করা হয়েছে। আমি নিজের ইচ্ছায় এসব করিনি। এ হচ্ছে সেসব বিষয়ের তাৎপর্য, যে জন্য তুমি সবর করতে পারোনি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : ভালো হত যদি মূসা আরো একটু সবর করতেন। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের আরো কিছু কথা আমাদের অবগত করাতেন।[৮৮]

হাদীসের শিক্ষা :

১. আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনই একমাত্র জ্ঞানের উৎস।

২. তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে জ্ঞান দান করেন। যেমনটি তিনি খাযির ('আলাইহিস্ সালাম)-কে তার পক্ষ থেকে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। ###

ইমাম আবূ হানীফাহ্ (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন :

اياكم وَالْقَوْل فِيْ دين الله تَعَالَى بِالرَّأْيِ عَلَيْكُم بِاتِّبَاع السّنة فَمن خرج عَنْهَا ضل.

"সাবধান! তোমরা মহান আল্লাহর দীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাকো। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ করো। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।" (শা'রানী- মীযানে কুবরা- ১/৯ পৃ:, মুস্তাদরাক হাকিম- ১/১৫)

[৮৮] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৪৭২৫।*

মোবাইলের নেটওয়ার্ক দুর্বল হলে যা করবেন

[৩৫ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

কিন্তু আপনি এমন কোথাও আছেন যে, মোবাইলে নেটওয়ার্ক পাচ্ছেন না, তাহলে জনসংখ্যা বেশি রয়েছে এমন জায়গায় চলে যান কিংবা উচুঁ কোনো স্থান সমাধান হতে পারে।

আপনি যদি কাছাকাছি মোবাইল টাওয়ার দেখতে পান, তারপরও মোবাইল নেটওয়ার্ক দুর্বল হতে পারে। এটা এ কারণে যে সেলুলার ট্রান্সমিটার প্রায়ই একাভিমুখী হয়। সুতরাং টাওয়ার চারপাশে একটি বৃত্তের মধ্যে হাটা শুরু করুন এবং অবশেষে আপনি হয়তো সঠিক মুখীতে নেটওয়ার্ক পেয়ে যেতে পারেন। তবে এটা মেনে চলাটা সময় নষ্টের কারণ হতে পারে কারণ সব টাওয়ার একই ক্যাটাগরির নয়।

ভালো মোবাইল ব্যবহার করুন : এতসব কিছুর পরও যদি আপনার মোবাইলে দুর্বল নেটওয়ার্ক থাকে, তাহলে হতে পারে আপনার মোবাইলে সমস্যা রয়েছে। ভালো নেটওয়ার্ক আছে এমন জায়গাতেও আপনার মোবাইলের এন্টেনার মান পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে। যেখানে অন্য সবাই ভালো নেটওয়ার্ক পাচ্ছে, সেখানে আপনি যদি বরাবরই দুর্বল নেটওয়ার্কের সমস্যার মুখোমুখি হোন, তাহলে সময় এসেছে আপনার মোবাইলটি বদলে ফেলার।

ভালো টেলিকম সংযোগ ব্যবহার করুন : আপনার ফোনে যদি সমস্যা না থাকে, তাহলে হতে পারে তা টেলিকম অপারেটরের সমস্যা। কারণ এটা হতে পারে যে আপনি যেখানে বাস করেন কিংবা কাজ করেন, সেখানে আপনার টেলিকম অপারেটরের নেটওয়ার্ক কাভারেজ ভালো না। যদি দেখেন যে অন্যান্য মানুষরাও একই টেলিকম অপারেটরের সংযোগ ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সমস্যা পড়ছেন কিন্তু ভিন্ন অপারেটরের সংযোগ ব্যবহার করে সমস্যায় পড়ছেন না, তাহলে টেলিকম অপারেটরের বদলানোর সময় হয়েছে আপনার।

ওয়াই-ফাই কলিং করুন : অবশ্যই সকল পরিবেশে এই উপায় খাটবে না কিন্তু যখন আপনি ওয়াই-ফাই সুবিধার মধ্যে রয়েছেন এবং ফোন নেটওয়ার্ক যদি দুর্বল থাকে তাহলে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির আওতায় ফোন কলিং করতে পারেন। প্রায় সব স্মার্টফোনই এখন ওয়াই-ফাই সমর্থিত এবং বিভিন্ন কলিং অ্যাপ রয়েছে।

সংকলনে : মো. মনিরুজ্জামান খান
এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), এমবিএ (এইচআরএম), ডিপ্লোমা ইন-আইসিটি] (সাংগঠনিক সম্পাদক, গাইবান্ধা জেলা শুব্বান।

ركن العلوم والتكنولوجيا \ we5vb 6 c7w8 ! bvi

মোবাইলের নেটওয়ার্ক দুর্বল হলে যা করবেন

অন্যের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য মোবাইলের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। অথচ এমনটা হয় যে, আপনি কাউকে ফোন করবেন কিন্তু আপনার মোবাইল নেটওয়ার্ক পাচ্ছে না কিংবা আপনি ভালোমতো যোগাযোগ করতে পারছেন না কারণ নেটওয়ার্ক সমস্যায় ফোনের লাইন বার বার কেটে যাচ্ছে।

মোবাইল নেটওয়ার্ক সমস্যা : আপনার মোবাইল রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে একটি মোবাইল টাওয়ারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে, যা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য টাওয়ারে প্রেরণ করে এবং অন্য একটি ফোনও একইভাবে সংযুক্ত হয়। মূলতঃ মোবাইল টাওয়ারগুলো সমান দূরত্বে হওয়ার কথা, যাতে ফোনের ট্রান্সমিশন রেঞ্জের মধ্যে সহজেই হয় এবং তা নিখুঁত হারিকম্ব কাঠামোর- কিন্তু তা সবক্ষেত্রে হয় না।

মোবাইল টাওয়ার স্থাপন করা হয় যেখানে সবচেয়ে বেশি বাস্তবিক এবং ব্যবসায়িক সুবিধা রয়েছে, সেখানে। শহরাঞ্চলে কাছাকাছি অনেকগুলো টাওয়ার থাকে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এর দূরত্ব অনেক বেশি থাকে। টাওয়ার থেকে আপনি যতদূরে অবস্থান করবেন, নেটওয়ার্ক তত দূর্বল থাকবে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব অবশ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর কিন্তু তারপর কঠিন ভূখণ্ডের ওপর টাওয়ার স্থাপন অতিরিক্ত খরচের ব্যাপার থাকে এবং নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটি এলাকায় একটি কুদর্শন মোবাইল টাওয়ার স্থাপন প্রায়ই নিষিদ্ধ করা হয়।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, আপনি অন্য মানুষ থেকে যতটা দূরত্বে অবস্থান করবেন, মোবাইল নেটওয়ার্ক সে ক্ষেত্রে দূর্বল হবে। পাহাড়-পর্বত, ভবন এমনকি গাছও অনেক সময় নেটওয়ার্ক সংকেতের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আপনাকে যদি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে জেনে নিন আপনার কী করা উচিত।

মোবাইল বন্ধ করে আবার চালু করুন : যদি মাত্র একবার নেটওয়ার্ক সমস্যার মুখোমুখি হোন, তাহলে মোবাইল বন্ধ করে আবার চালু করাটা এর সমাধান হতে পারে। বন্ধ করে আবার চালু করার ফলে মোবাইল আরেকটি টাওয়ার থেকে সংযোগের জন্য চেষ্টা করতে পারে এবং হতে পারে সেটা আরো শক্তিশালী সিগন্যাল। এছাড়া এয়ারপ্লেন মোড চালু করে আবার বন্ধ করার মাধ্যমেও একই সমাধান হতে পারে। কিন্তু ফোনে অন্যকোনো সমস্যা থাকলে তা কল করার জন্য বাধা হয়ে থাকতেই পারে।

মোবাইল চার্জ দিন : আপনার ফোনের চার্জ যদি কম থাকে এবং পাওয়ার সেভিং অপশনটি যদি সক্রিয় থাকে, তাহলে ফোন নেটওয়ার্ক প্রেরণের ক্ষেত্রে এটি কম শক্তির থাকে। সুতরাং মোবাইল চার্জ দিন অথবা যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে পাওয়ার সেভিং অপশনটি বন্ধ রাখুন। তবে পাওয়ার সেভিং বন্ধ থাকলে কিন্তু ব্যাটারি চার্জ দ্রুত শেষ হবে।

স্থান সামান্য পরিবর্তন করুন : মোবাইল আপনি কীভাবে ধরেছেন, সেটার কারণেও সমস্যা হতে পারে। অর্থাৎ- মোবাইলের এন্টেনা যদি আপনার হাতে ঢাকা পড়ে থাকে, তাহলে নেটওয়ার্ক দুর্বল হবে। তাই মোবাইল যেভাবে ধরেছেন তা পরিবর্তন করে দেখতে পারেন। কারণ এন্টেনায় হাত থাকাটা যদি সমস্যার কারণ হয়ে থাকে তাহলে এন্টেনা মোবাইলের কোথায় আছে তা খুঁজে বের করাটা হয়তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। এছাড়া আপনি যদি রুমে থাকেন, তাহলে বাইরে বের হওয়াটাও সমাধান হতে পারে। কারণ অনেক সময় দেয়াল এবং ভবনের ছাদের কারণেও নেটওয়ার্ক দুর্বল হতে পারে। সুতরাং রুম থেকে বেরিয়ে কিংবা রুমের জানালা খোলার মাধ্যমেও নেটওয়ার্ক পাওয়াটা সহায়ক হতে পারে।

অনেক সময় কোনো দিকে শুধু কয়েক ফুট হাটার মাধ্যমেও নেটওয়ার্কের উন্নতি হতে পারে। কারণ প্রতিফলিত নেটওয়ার্কগুলোর মাধ্যমে সমস্যা হতে পারে। অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের প্রভাবেও মোবাইল নেটওয়ার্ক বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যদি নেটওয়ার্ক বাধাপ্রাপ্তর কোনো সুস্পষ্ট কারণ খুঁজে না পান, তাহলে পায়চারির মাধ্যমে নেটওয়ার্কের উন্নতি দেখতে পারেন।

স্থান অনেক বেশি পরিবর্তন করুন : আপনি মোবাইল টাওয়ার থেকে অনেক দূরে অবস্থানের কারণেও ভালো নেটওয়ার্ক না পেতে পারেন। আপনি যদি রাস্তায় থাকেন, তাহলে সবচেয়ে ভালো বিকল্প উপায় হচ্ছে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার ফোন করার চেষ্টা করুন।

[পরবর্তী অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]

ذكر \ .:iY

চলে গেলেন সোনালী কাবিনের কবি

–অধ্যাপক আব্দুল্লাহ মাহমুদ★

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রধান কবি আল মাহমুদ আর নেই। শুক্রবার রাত ১১টা ৫ মিনিটে রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। কবি আল মাহমুদের পুরো নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মীর 'আবদুর রব ও মাতার নাম রওশন আরা মীর। তার দাদা 'আবদুল ওহাব মোল্লা হবিগঞ্জ জেলায় জমিদার ছিলেন।

কবি আল মাহমুদ কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাই স্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়ালেখা করেন। মূলতঃ এই সময় থেকেই তার লেখালেখির শুরু। আল মাহমুদ বেড়ে উঠেছেন ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায়। তিনি মধ্যযুগীয় প্রণয়োপাখ্যান, বৈষ্ণব পদাবলি, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল প্রমুখের সাহিত্য পাঠ করে ঢাকায় আসার পর কাব্য সাধনা শুরু করেন এবং একের পর এক সাফল্য লাভ করেন।

১৮ বছর বয়সে তার কবিতা প্রকাশিত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকান্দার আবূ জাফর সম্পাদিত সমকাল পত্রিকা এবং কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, ময়ূখ, কৃত্তিবাস ও বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত "কবিতা" পত্রিকায় লেখালেখির সুবাদে ঢাকা-কলকাতার পাঠকদের কাছে তিনি সুপরিচিত হন।

১৯৫৪ সালে আল মাহমুদ ঢাকা আসেন। তখন তিনি 'আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সম্পাদিত ও নাজমুল হক প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাফেলায় লেখালেখি শুরু করেন। পাশাপাশি দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে সাংবাদিকতা জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৫৫ সাল 'আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী কাফেলার চাকরি ছেড়ে দিলে আল মাহমুদ সেখানে সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন।

১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং যুদ্ধের পরে দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে যোগ দেন। সম্পাদক থাকাকালীন সময় সরকারের বিরুদ্ধে লেখার কারণে এক বছরের জন্য কারাবরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধের পর তিনি গল্প লেখায় মনোযোগী হন। ১৯৭৫ সালে তার প্রথম ছোটগল্প গ্রন্থ পানকৌড়ির রক্ত প্রকাশিত হয়। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালনের পর তিনি পরিচালক হন। পরিচালক হিসেবে ১৯৯৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

আল মাহমুদ ব্যক্তিগত জীবনে সৈয়দা নাদিরা বেগমের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই দম্পতির পাঁচ ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে।

কবি আল মাহমুদের মৃত্যুতে সাহিত্যাঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আল মাহমুদ ত্রিশোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম কবি। কবিতার পাশাপাশি গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ এবং শিশুসাহিত্য রচনা করেও তিনি খ্যাতির শিখর স্পর্শ করেছেন। ৫০-এর দশকের তার সমসাময়িক কবি-বন্ধুরা যখন একে একে মৃত্যুবরণ করছেন তখন কবি আল মাহমুদ বার্ধক্যজনিত নানান অসুখে থেকেছেন গৃহবন্দী। মাঝে মধ্যে গিয়েছেন হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে। দীর্ঘদিন ধরে চোখে ভালো দেখতেন না, কানেও কম শুনতেন। তবু বিশেষ সংখ্যার জন্য তিনি অন্যের সহযোগিতা নিয়ে মুখে মুখে কবিতা রচনা করতেন।

কবি আল মাহমুদের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো– লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৬৬), মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো (১৯৭৬), আরব্য রজনীর রাজহাঁস, বখতিয়ারের ঘোড়া, অদৃশ্যবাদীদের রান্নাবান্না, Al Mahmud In English, দিনযাপন, দ্বিতীয় ভাঙ্গন, একটি পাখি লেজ ঝোলা, পাখির কাছে ফুলের কাছে, আল মাহমুদের গল্প, গল্পসমগ্র, প্রেমের গল্প, যেভাবে বেড়ে উঠি, কিশোর সমগ্র, কবির আত্মবিশ্বাস, কবিতাসমগ্র, পানকৌড়ির রক্ত, সৌরভের কাছে পরাজিত, গন্ধ বণিক, ময়ূরীর মুখ, না কোন শূন্যতা মানি না, নদীর ভেতরের নদী, প্রেম ও ভালোবাসার কবিতা, প্রেম প্রকৃতির দ্রোহ আর প্রার্থনা কবিতা, প্রেমের কবিতা সমগ্র, উপমহাদেশ, বিচূর্ণ আয়নায় কবির মুখ, তোমার গন্ধে ফুল ফুটেছে (২০১৫), ছায়ায় ঢাকা মায়ার পাহাড় (রূপকথা), ত্রিশেরা, উড়াল কাব্য, ১৯৯৩ সালে বের হয় তার প্রথম উপন্যাস কবি ও কোলাহল।

সোনালী কাবিন তার অমর কীর্তি। এর মধ্যে দিয়েই তিনি বেঁচে থাকবেন আজীবন। নিম্নে তার সোনালী কাবিনের এক নম্বর সনেটটি উল্লেখ করা হলো।

সোনার দিনার নেই, দেনমাহর চেয়ো না হরিণী
যদি নাও, দিতে পারি কাবিনবিহীন হাত দু'টি,

★ *শিবগঞ্জ, বগুড়া।*

আত্মবিক্রয়ের স্বর্ণ কোনোকালে সঞ্চয় করিনি
আহত বিক্ষত করে চারদিকে চতুর ভ্রুকুটি;
ভালোবাসা দাও যদি আমি দেব আমার চুম্বন,
ছলনা জানি না বলে আর কোনো ব্যবসা শিখিনি;
দেহ দিলে দেহ পাবে, দেহের অধিক মূলধন
আমার তো নেই সখী, যেই পণ্যে অলংকার কিনি।
বিবসন হও যদি দেখতে পাবে আমাকে সরল
পৌরূষ আবৃত করে জলপাইয়ের পাতাও থাকবে না;
তুমি যদি খাও তবে আমাকেও দিয়ো সেই ফল
জ্ঞানে ও অজ্ঞানে দোঁহে পরস্পর হব চিরচেনা
পরাজিত নই নারী, পরাজিত হয় না কবিরা;
দারুণ আহত বটে আর্ত আজ শিরা-উপশিরা।

তার সাহিত্য জীবনে তিনি বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার, জয় বাংলা পুরস্কার, কবি জসীম উদ্দীন পুরস্কার, একুশে পদকসহ অসংখ্যবার সম্মাননা পেয়েছেন।

পুরস্কারসমূহ–

১৯৬৮ সালে 'লোক লোকান্তর' ও 'কালের কলস'-এর জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার লাভ করেন।

জয় বাংলা পুরস্কার (১৯৭২), হুমায়ূন কবীর স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭২), জীবনানন্দ স্মৃতি পুরস্কার (১৯৭২), কাজী মোতাহার হোসেন সাহিত্য পুরস্কার (১৯৭৬), কবি জসীম উদ্দিন পুরস্কার, ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৬), একুশে পদক (১৯৮৬), নাসির উদ্দিন স্বর্ণপদক (১৯৯০), ভানুসিংহ সম্মাননা পদক (২০০৪), লালন পুরস্কার (২০১১)।ৎ

কাব্যগ্রন্থগুলো তাকে প্রথম সারির কবি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

কবি আল মাহমুদ চেয়েছিলেন শুক্রবার দিন এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে। অবশেষে তার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, শুক্রবার রাত ১১টা ৫ মিনিটে এই পৃথিবী ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে যান কবি।

'স্মৃতির মেঘলাভোরে' নামক একটি কবিতায় তার ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন কবি।

কবি আল মাহমুদের লেখা কবিতাটি তুলে ধরা হলো–

কোনো এক ভোরবেলা, রাত্রিশেষে শুভ শুক্রবারে
মৃত্যুর ফেরেস্তা এসে যদি দেয় যাওয়ার তাকিদ;
অপ্রস্তুত এলোমেলো এ গৃহের আলো অন্ধকারে
ভালোমন্দ যা ঘটুক মেনে নেবো এ আমার ঈদ।
ফেলে যাচ্ছি খড়কুটো, পরিধেয়, আহার, মৈথুন
নিরূপায় কিছু নাম, কিছু স্মৃতি কিংবা কিছু নয়;

###

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ : দুর্ঘটনা.....

[৪০ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

❖ ব্যবহারের পর গ্যাস সংযোগ বন্ধ রাখতে হবে। আগে ম্যাচের কাঠি জ্বালিয়ে তারপর চুলা জ্বালাতে হবে। রান্না শেষে প্রথমে চুলা বন্ধ করতে হবে এবং তারপর সিলিন্ডারের সংযোগ বন্ধ করতে হবে। জ্বলন্ত চুলা থেকে পাত্র নামানো যাবে না।

❖ গ্যাসের গন্ধ পেলে লাইট, ফ্যানসহ যাবতীয় ইলেকট্রিক সামগ্রী ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে। গন্ধ পেলে ঘরের দরজা খুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে বাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়তে হবে।

❖ সিলিন্ডার সরাসরি সূর্যের আলো, বৃষ্টি এবং তাপ থেকে নিরাপদ দূরুত্বে রাখতে হবে। ব্যবহারের পর অবশ্যই রেগুলেটর সুইচ বন্ধ কর দিতে হবে।

❖ সিলিন্ডার খালি হোক বা পূর্ণ হোক ব্যবহারের পর অবশ্যই ক্যাপ লাগিয়ে রাখতে হবে। রান্নার সময় নাইলনের জামা ব্যবহার না করে সুতি কাপড়ের অ্যাপ্রোন ব্যবহার করতে হবে।

❖ নিজে বা অনভিজ্ঞ লোক দিয়ে সিলিন্ডার মেরামত করানো যাবে না।

❖ সিলিন্ডারের আশপাশে শুকনো কাঠ-কয়লা অথবা অন্য কিছু জ্বালানো যাবে না। কখনও বদ্ধ স্থানে সিলিন্ডার রাখা যাবে না।

❖ দুর্ঘটনা এড়াতে দীর্ঘস্থায়ী ও নিরাপদ সঞ্চালন পাইপ ব্যবহার করতে হবে। রান্না করা অবস্থায় চুলা ছেড়ে অন্যত্র যাওয়া যাবে না। তাপ নির্গত হয় এমন কোনো বস্তু সিলিন্ডারের এক মিটারের মধ্যে রাখা বা ব্যবহার করা যাবে না।

❖ সিলিন্ডারের পাশে ধূমপান করা যাবে না।

সিলিন্ডার তৈরি, আমদানি ও বিক্রির সতর্কতা প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অধিদফতরের কর্মকর্তারা বলেন, সাধারণত ডট ফোর বি সিলিন্ডার আমদানি ও বাজারে বিক্রি করতে হবে। সিলিন্ডারের রং লাল হওয়া, লেভেলে গ্যাসের নাম, গ্যাস পূরণকারীর নাম এবং ঠিকানা থাকতে হবে। প্রত্যেকটি সিলিন্ডারে সতর্কীকরণ চিহ্ন থাকতে হবে। সিলিন্ডারের রং পরিবর্তন করা যাবে না। এরকম বেশ কিছু নির্দেশনা তরলীকরণ পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) বিধিমালা ২০০৪-এ বর্ণিত আছে। সিলিন্ডার তৈরি ও বিক্রির ক্ষেত্রে সেগুলো মানা বাধ্যতামূলক। *[সূত্র : ডিএমপি নিউজ, দৈনিক শিক্ষা, আনন্দ বাজার পত্রিকা।]*

الاخبار عن الجمعية ॥ জমঈয়ত সংবাদ

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উদ্যোগে জেলা প্রতিনিধি সম্মেলন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে দেশের সাংগঠনিক জেলাসমূহের সভাপতি, সেক্রেটারী ও সাংগঠনিক সেক্রেটারীদের নিয়ে গত ৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার এক প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকার যাত্রাবাড়িস্থ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) মিলনায়তনে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলীর সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন সিলেট জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ মিযানুর রহমান। কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুন নূর বিন আব্দুল জব্বার মাদানীর পরিচালনায় অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানের ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী।

এ সম্মেলনে জেলা জমঈয়ত দায়িত্বশীলগণ স্ব স্ব জেলার সাংগঠনিক রিপোর্ট ও পরিকল্পনা পেশ করেন– কুমিল্লা জেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলীল, কিশোরগঞ্জ জেলার সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ ইদরীস মাদানী, খুলনা জেলার সেক্রেটারী মুহাম্মদ মইনুল হোসেন, গাইবান্ধা জেলার সাংগঠনিক সেক্রেটারী আবূল কামাল আযাদ, গাজীপুর মহানগর-এর যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা রাইহানুদ্দীন চট্টগ্রাম জেলার গাজী মাহমুদ, টাঙ্গাইল জেলার সেক্রেটারী মাওলানা লোকমান হুসাইন, ঠাকুরগাঁও জেলার সভাপতি মাওলানা মনযুরে খোদা, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন, ঢাকা জেলার সভাপতি মাওলানা বাশীর উদ্দীন আহমদ, নরসিংদী জেলার সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ মশিউর রহমান, নওগাঁ জেলার সভাপতি আলহাজ্জ শামসুল হক, নিলফামারী জেলার সেক্রেটারী মাওলানা রেজাউল করীম, নাটোর জেলার সেক্রেটারী মাওলানা নাযীর আহমদ, মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, পাবনা জেলার সেক্রেটারী, বরিশাল জেলার আহ্বায়ক গোলাম মাহমুদ, বাগেরহাট জেলার সেক্রেটারী আলতাফ হোসেন, ময়মনসিংহ জেলার সাংগঠনিক সেক্রেটারী শাইখ আব্দুল বারী ফরাজী, মেহেরপুর জেলার সভাপতি মুহাম্মদ ফখরুল ইসলাম, লালমনিরহাট জেলার আহ্বায়ক মাহবুব আলম, যশোর জেলার সাংগঠনিক সেক্রেটারী মুহাম্মদ মোর্শেদ আলম, শেরপুর জেলার আহ্বায়ক মাযহারুল আলম, সাতক্ষীরা জেলার সেক্রেটারী মাওলানা শাহাদৎ হুসাইন এবং সিলেট জেলার সভাপতি মুহাম্মদ মিযানুর রহমান।

সাংগঠনিক রিপোর্ট ও পরিকল্পনা পেশ শেষে ৫৩তম ওয়ার্কিং কমিটির সভা মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানীর পরিচালনায় শুরু হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ-দীন, মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি), অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক, শাইখ মনযুরে খোদা, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্জ মোজাম্মেল হক, যুগ্ম সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর এবং নির্বাহী পর্ষদের অন্য দায়িত্বশীলবৃন্দ। এ সভায় বিগত নির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুমোদিত এবং গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় পরিকল্পনা গৃহীহ হয়। অতঃপর মাননীয় সভাপতি ১৫-১৬ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য কেন্দ্রীয় দাওয়াহ ও তাবলীগী মহাসম্মেলন সফল করতে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ঢাকা মহানগর জমঈয়তের নিয়মিত তাবলীগী সফর

ঢাকা মহানগর ও বংশাল বড় জামে মাসজিদ শাখা জমঈয়তের উদ্যোগে গত ২৫ জানুয়ারি শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ-কেন্দাপাড়ায় এক দা'ওয়াত ও তাবলীগী সফর অনুষ্ঠিত হয়। এ সফরে নেতৃত্ব দেন মহানগর জমঈয়তের তাবলীগী টিমের নব-নির্বাচিত নেতৃবৃন্দ– সভাপতি হাজী হাসমত আলী, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ সুফিয়ান সোহেল ও মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ হাবু, কোষাধ্যক্ষ হাসেম সরকার। বংশাল বড় জামে মাসজিদ থেকে সকাল ৯টায় ৯৭ জন মুসল্লীসহ রওনা হয়ে কেন্দাপাড়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদে পৌঁছেন। সফরকারীগণ সেখানে পৌঁছে স্থানীয় মুসল্লীদের সাথে কুশল বিনিময় এবং তাদের মাঝে শিক্ষামূলক লিফলেট প্রদান করেন। অতঃপর জুমু'আর খুতবাহ্ প্রদান করেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের উপদেষ্টা ও বংশাল বড় জামে মাসজিদের খতীব শাইখ হাফেয হুসাইন বিন সোহরাব। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মাসজিদে খুতবাহ্ প্রদান করেন সফরকারী উলামায়ে কিরাম।

সালাতুল আসর থেকে সালাতুল 'ইশা পর্যন্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাবলীগী টিমের নেতৃবৃন্দ, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজির বাজারের মুহাদ্দিস শাইখ আব্দুল মালেক আহমদ মাদানী, ঢাকা মহানগর জমঈয়তের মুবাল্লিগ শাইখ আনিসুর রহমান মাদানীসহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর জমঈয়তের সভাপতি আলহাজ্জ আলী হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাসজিদের দায়িত্বশীল আবুল হোসেন, মাসজিদের ইমাম-খত্বীব ও স্থানীয় মুসল্লীবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের সালেক কর্মীদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। ঢাকার যাত্রাবাড়িস্থ আল্লামা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী (রাহিমাহুল্লা-হ) মিলনায়তনে দুই দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি ৩১ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ৮টায় শুরু হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানীর সভাপতিত্বে ও কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শাইখ রবিউল ইসলামের পরিচালনায়, মাদরাসাতুল হাদীস- নাজিরাবাজারের ছাত্র হাফেয আব্দুল ওয়াদুদ-এর কণ্ঠে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে কর্মশালার সূচনা ঘটে। উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল-ফারুক।

প্রথম দিন বাদ 'আসর বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মোবারক আলী হেদায়েতী বক্তব্য প্রদান করেন। দ্বিতীয় দিন সমাপনী অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ক সেক্রেটারী সৈয়দ জুলফিকার আলী।

এতে প্রশিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সেক্রেটারী জেনারেল শাইখ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী ওমর ফারুক, কেন্দ্রীয় শুব্বানের সভাপতি শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী, সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রেজাউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল ফারুক, ঢাকা মহানগর জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পাঠাগার সম্পাদক শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক, সরকারি কর্মকর্তা মো. আমির হোসেন প্রমুখ।

প্রশিক্ষকগণ বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। বিষয়সমূহ ছিল যথাক্রমে- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সালাফী দা'ওয়াতের পদ্ধতি, মুসলিমদের সোনালী অতীত পুনরুদ্ধারে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ভাবনা ও করণীয়, Modernisation of Organization (সংগঠনের আধুনিকায়ন), শাখা গঠনের আদর্শ পদ্ধতি ও প্রয়োজনীয় উপকরণ, কর্মী না কি নেতা হবো? তাক্বওয়া : একজন সংগঠকের অপরিহার্য গুণ, Career Development শুব্বান ভাবনা ইত্যাদি। এছাড়াও গ্রুপ ডিসকাশন ও প্রত্যেক প্রশিক্ষকের বক্তব্য হতে তৎক্ষণিক প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালার দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাঠাগার সম্পাদক শাইখ তাকিউদ্দিন। সমাপনী অধিবেশনে নেতৃবৃন্দ বলেন, ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচারের দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে। সুতরাং এ জন্য যে গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকা দরকার, তা অর্জনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে একদিকে যেমন নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন নেতা সৃষ্টি করবে, তেমনই নেতা কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

নোয়াগাঁও কালনী এলাকার ৪র্থ বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল

গত ২২ জানুয়ারী, রোজ : মঙ্গলবার, কালনী বাজার খেলার মাঠে ইসলামী সম্মেলন হয়েছে। উক্ত ওয়াজ মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক শাইখ মুহাম্মদ মোবারক আলী। সহ-সভাপত্বিত করেন শাইখ ফজলুল বারী খাঁন, সভাপতি- নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়ত। প্রধান অতিথি : ইঞ্জিঃ আহসান আঃ রব, সহ-সভাপতি, রূপগঞ্জ উপজেলা শুব্বান। উদ্বোধক, আক্তারুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক দাউঃ ইউঃ সেচ্ছাসেবকলীগ। উক্ত ওয়াজ মাহফিলে আলোচনা করেন শাইখ নূর মুহাম্মদ বর্ধমানী, ভারত; শাইখ অধ্যাপক ডঃ মুঃ রঈসুদ্দীন, কেন্দ্রীয় জমঈয়ত সহ-সভাপতি; শাইখ আবদুল্লাহ আল মাহমুদ, যুগ্ম সেক্রেটারী কেন্দ্রীয় জমঈয়ত; শাইখ নজরুল ইসলাম রাজ, সদস্য, নাঃগঞ্জ জেলা জমঈয়ত; শাইখ হাফেয জুলফিকার আলী, সভাপতি, রূপগঞ্জ উপজেলা শুব্বান; মাহফিল পরিচালনায় মাওঃ আনিসুর রহমান, সেক্রেটারী অত্র এলাকা শুব্বান; আরজ গুজার- শাইখ আরমানুদ্দিন, সভাপতি অত্র এলাকা জমঈয়ত; শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী, সেক্রেটারী- অত্র এলাকা জমঈয়ত; শাইখ মুহাঃ ইউসুফ, সভাপতি- অত্র এলাকা শুব্বান; মাওঃ মুহাম্মদ রমজান মিয়া, কোষাদ্যাক্ষ- অত্র এলাকা শুব্বান।

الحذر ॥ সতর্কতা

গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ : দুর্ঘটনা থেকে বাঁচার উপায়

–রবিউল ইসলাম*

রান্না করতে গিয়ে তীব্র গ্যাস সংকট এখন নিত্যদিনের সমস্যা। এমনকি কিছু কিছু এলাকা আছে যেখানে দিনের অধিকাংশ সময়ই গ্যাসের দেখা মিলে না। গ্যাস সংকট থেকে রেহাই পেতে অনেকেই ঝুঁকছেন এলপি গ্যাসের দিকে। এমন কি গ্রাম অঞ্চলেও এলপি গ্যাসের কদর দিন দিন বাড়ছে। এলপি গ্যাস সিলিন্ডার শুধু বাসাবাড়িতে কিংবা হোটেল- রেস্তোরাঁয় রান্নার কাজে নয়, বর্তমানে যানবাহনেও ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় এই গ্যাস সিলিন্ডার কোন কোন সময় মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সামান্য একটু অসতর্কতার কারণে নাগরিক জীবনে ঘটে যাচ্ছে নানাবিধ দুর্ঘটনা। তাই প্রতি দিনের তাড়াহুড়ো আর ব্যস্ততার মধ্যেও দুর্ঘটনা এড়াতে নেওয়া হয় নানামুখী সতর্কতা। তবে নানাবিধ এ সতর্কতার মধ্যে অন্যতম হলো গ্যাস সিলিন্ডার ভালভাবে বন্ধ হলো কি-না, গ্যাসের নব বন্ধ হয়েছে কি না এ সব অত্যন্ত জরুরি ভাবনা। সিলিন্ডার বিস্ফোরণের হাত থেকে বাঁচার কিন্তু প্রাথমিক শর্ত এটাই।

বাসা-বাড়িতে এলপি গ্যাস সিলিন্ডার দুর্ঘটনার প্রধান কারণ ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহার। সঠিক নিয়মে সিলিন্ডার রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করলে দুর্ঘটনা সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই সিলিন্ডার ব্যবহারবিধি সম্পর্কে আগে জানতে হবে।

এ বিষয়ে বিস্ফোরক পরিদফতর গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। আমদানি এবং দেশে তৈরি এলপি গ্যাস ও গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারগুলো সবই মানসম্মত। কারণ আমদানি করা সিলিন্ডারের মডেল, ধাতব পাত্রের বিবরণ ও বডি কেমন হবে তা সবই আইনে নির্ধারিত রয়েছে। সে অনুযায়ী বিস্ফোরক পরিদফতর থেকে ছাড়পত্র নিতে হয়। ছাড়পত্র নেয়ার পর যখন আমদানি হয় তখনও পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে বাজারে ছাড়ার অনুমতি দেয়া হয়। আর দেশীয় প্রতিষ্ঠান- যারা এসব সিলিন্ডার উৎপাদন করে তারাও জাপান থেকে শিট এনে এখানে শুধু ঝালাই করে জোড়া দেন। ফলে প্রতিটি সিলিন্ডার মানসম্মত হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটে ব্যবহারের ত্রুটিজনিত কারণে। এজন্য প্রয়োজন অধিকতর সচেতনতা ও সতর্কতা।

গ্যাস সিলিন্ডারের নিরাপত্তায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশনা :

❖ এলপি গ্যাস সিলিন্ডার খাড়াভাবে রাখা, গ্যাস সিলিন্ডারকে মেঝের সমতলে রাখা এবং চুলা বা অন্য কোনো এলপিজি ব্যবহার যন্ত্রকে সিলিন্ডারের চেয়ে উঁচুতে রাখা। সিলিন্ডারের সেফটি ক্যাপ সিলিন্ডারের সঙ্গে রাখা। ব্যবহার শেষে সিলিন্ডার বাল্বের মুখে সেফটি ক্যাপ আটকে রাখা ও রান্নার সময় দরজা-জানালা খোলা রাখা।

❖ ব্যবহারের আগে সিলিন্ডারের লেবেল ও মেটেরিয়াল সেফটি ডাটা শিট (এমএসডিএস) পরে নেয়া উচিত। সিলিন্ডার এমন স্থানে খাড়াভাবে রাখা উচিত যেখানে যানবাহন বা মানুষ চলাচল করে না। ঠাণ্ডা ও অবাধ বাতাস চলাচল করে এরূপ স্থানে সিলিন্ডার রাখতে হবে।

❖ প্রচণ্ড ধাক্কা বা পড়ে যাওয়া থেকে সিলেন্ডারকে রক্ষা করতে হবে। সিলিন্ডার ব্যবহারের সময় সেফটি জুতা এবং হাতে মোজা ব্যবহার করা উচিত। উপযুক্ত ট্রলির সাহায্যে সিলিন্ডার স্থানান্তর করতে হবে।

❖ দাহ্য ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ পরীক্ষা খোলা আগুন দিয়ে না করে সাবানের ফেনা দিয়ে করতে হবে। তাপ ও আগুনের উৎস এবং দাহ্য বস্তু ও গ্যাস থেকে সিলিন্ডার দূরে রাখতে হবে।

❖ গ্যাসভর্তি সিলিন্ডার ও গ্যাসশূন্য সিলিন্ডার আলাদা রাখতে হবে।

❖ সিলিন্ডার এবং বাল্বে তেল বা গ্রিজ ব্যবহার করা যাবে না।

❖ বাল্ব খোলা এবং বন্ধ করার সময় অযথা বল প্রয়োগ করা যাবে না।

❖ সিলিন্ডারে কোনো ক্ষত বা আঘাতের দাগ মেরামত বা রং করে ঢেকে দেয়া যাবে না। সিলিন্ডারের কোনো ক্ষতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে সেটা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে ফেরত দিতে হবে।

❖ প্রয়োজনীয় জরুরি ফোন নম্বর সংরক্ষণ করতে হবে। *[পরবর্তী অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

** যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শুব্বান।*

صحتك \ Avcbvi .v.¨

ওয়াই ফাই বিকিরণ শরীর-স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়

এখন তো জীবন মানেই ইন্টারনেট, তবে তা ব্যবহারের জনপ্রিয় প্রযুক্তি হলো 'ওয়াই ফাই'। কিন্তু এই প্রযুক্তি যে মানবশরীরের জন্য নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করছে সে খেয়াল আমাদের অনেকেরই নেই। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, ওয়াই ফাই বিকিরণের নানা ক্ষতিকর প্রভাব মানবদেহের ক্ষতি করেই চলেছে। বিশেষ করে শিশু শরীরে এর ক্ষতির প্রভাব আরও বেশি। ঘরের মধ্যে থাকা মোডেম ও রাউটারগুলো থেকে বের হয়ে আসা বিকিরণ ঘরের বাতাসকে দূষিত করে তুলছে। শিশু ও গর্ভবতী নারীর জন্য এই বিকিরণ আরও মারাত্মক। তাই বাড়িতে শিশু ও গর্ভবতী নারী থাকলে ওয়াই ফাই ডিভাইস সেখানে না থাকাই বাঞ্ছনীয়।

বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, দিনের অনেকটা সময় ওয়াই ফাই রেডিয়েশনের মধ্যে থাকলে অনিদ্রার সমস্যা অবশ্যই হতে পারে। ঘুমের সময় অবশ্যই ওয়াই ফাই বন্ধ রাখা উচিত। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যাঁরা এই বিকিরণের মধ্যে থাকেন, তাঁদের এনার্জি লেভেন অনেক কম। বিজ্ঞানীরা আরও বলছেন, স্কুলে পড়া শিশুদের ক্ষেত্রে 'ওয়াই ফাই'-এর কুপ্রভাব আরও বেশি। বয়স্কদের ক্ষেত্রে মনসংযোগের অভাব দেখা দেওয়ার কারণ এই বিকিরণ। পুরুষদের স্পার্ম ও ডিএনএ-তে এই বিকিরণের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। কোষের বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ওয়াই ফাই বিকিরণ। একই সঙ্গে মোবাইল ফোনের বিকিরণও সমান ক্ষতিকর।

বিজ্ঞানীদের পরামর্শ, যতটা সম্ভব কমানো উচিত এর ব্যবহার। ওয়াই ফাই চালু করলেই তার বিকিরণের প্রভাবে অনেকের হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে। হার্টের দুর্বলতা থাকলে তো 'সোনায় সোহাগা'। এর মাত্রাতিরিক্ত বিকিরণের মধ্যে থাকলে মাথাব্যথা হওয়া খুব স্বাভাবিক। প্রথমে বুঝা না গেলেও পরের দিকে তা জটিল আকার ধারণ করতে পারে।

ভাঙা পরিবারের প্রভাব কন্যা শিশুর মধ্যে বেশি পড়ে

বাবা-মা আলাদা হয়ে গেলে বা পরিবার ভেঙে গেলে শিশুদের মনে তার বিরূপ প্রভাব পড়ে– একথা প্রায় সবারই জানা। কিন্তু সেই প্রভাব যে মনের কোন গভীরে পৌঁছতে পারে, সে বিষয়ে অনেকেরই ধারণা নেই।

সম্প্রতি পরিচালিত এক গবেষণা শেষে জানা গেছে, এর প্রভাব কন্যাশিশুদের মধ্যে বেশি পড়ে। এক প্রতিবেদনে বিষয়টি জানিয়েছে হিন্দুস্থান টাইমস।

গবেষকরা দেখেছেন, পরিবারের কন্যা শিশুটির মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য তুলনামূলকভাবে বেশি স্পর্শকাতর হয়। আর এ কারণে পরিবারের শিশুদের মাঝে মেয়ে শিশুটি বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এর প্রভাব পড়ে তার মানসিকতার ওপর। এ বিষয়ে গবেষণাটি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ইলিনয়েসের গবেষক ডক্টর অ্যান্ড্রিয়া বেলার। তিনি বলেছেন, 'নারীদের স্বাস্থ্য পারিবারিক কাঠামোতে বেশি সংবেদনশীল হয়।' তিনি আরও জানান, 'আমরা দেখেছি, আপনি যদি ট্র্যাডিশনাল পরিবার কাঠামো থেকে আসেন তাহলে পরিবারে এককভাবে থাকা বাবা, মা কিংবা সৎ ভাই-বোন বা সৎ পিতামাতার উপস্থিতি তাদের মানসিকভাবে চাপে ফেলে এবং তারা বিষণ্নতায় আক্রান্ত হয়।'

এ গবেষণাটির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবহৃত হয়। এতে প্রায় ৯০ হাজার ব্যক্তির তথ্য ১৩ বছর ধরে বিশ্লেষণ করা হয়। গবেষক ডক্টর বেলার জানান, মূলতঃ ছয় থকে দশ বছর বয়সি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যগত বিষয়টি এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় কন্যাশিশুরা সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে পড়ে। *[সূত্র : বিকাশপিডিয়া]*

মোবাইল ফোনের কারণে হতে পারে যে সাতটি রোগ

প্রযুক্তি নির্ভর এই যুগের অন্যতম একটি অঙ্গ মোবাইল। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে এটি। তবে এরই মধ্যে মোবাইলের কিছু নেতিবাচক দিকের কথাও সামনে এসেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে, দিনে দেড় ঘণ্টা বা তার বেশি সময় মোবাইল ফোনে কথা বললে ব্রেনের উপর তার খারাপ প্রভাব পড়ে। দশ বছর ধরে মোবাইল ব্যবহার করলে মস্তিষ্ক কোষের অস্বাভাবিক রকমের বৃদ্ধি হতে পারে। যা থেকে পরবর্তীকালে গ্লাইওমা (সব থেকে পরিচিত ব্রেন টিউমার) ও ব্রেন ক্যানসারের আশঙ্কা থাকে।

তবে আর দেরি না করে চলুন জেনে নেই মোবাইল ব্যবহারের ফলে কি কি রোগ হতে পারে।

হার্টের সমস্যা : মোবাইল থেকে বেরনো ক্ষতিকর রশ্মি হার্টের সমস্যা তৈরি করে। ফলে বুক পকেটে কখনও মোবাইল রাখবেন না। এবং হার্টের সমস্যা হচ্ছে বুঝলে অবহেলা করবেন না।

শ্রবণ দুর্বলতা : মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে শ্রবণ শক্তি পুরোপুরি নষ্ট হতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরাই। মোবাইলের তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে অন্তরঙ্গতা কানে শুনার ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে।

ক্যানসার : গবেষণায় দেখা গেছে, মোবাইল থেকে বেরনো রেডিওফ্রিকোয়েন্সির ফলে ব্রেন টিউমার হওয়ার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। এর থেকে ক্যানসারও হতে পারে।

ঘুমের ব্যাঘাত : কেন রাতের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটছে বুঝতে পারছেন? মোবাইল নিয়ে সারাদিন ঘাঁটতে থাকাই এর প্রধান কারণ। মাত্রাতিরিক্ত মোবাইল ঘাঁটা, বিশেষ করে রাতে শুয়ে, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায়। এর ফলে শরীরে নানা ধরনের অসুখ বাসা বাধে।

বন্ধ্যাত্ব : মোবাইল রশ্মি বিকিরণের এটি অন্যতম ক্ষতিকর দিক। মোবাইল ফোনের ব্যবহারে পুরুষের স্পার্ম কাউন্ট কমে যায়। ফলে সন্তানের জন্ম দিতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

চোখের সমস্যা : এখনকার দিনে আমরা অনেকেই সারাদিন কম্পিউটার অথবা মোবাইলে কাজ করি। বেশিক্ষণ মোবাইলের স্ক্রিনের দিকে তাঁকিয়ে থাকলে চোখের সমস্যা হতে বাধ্য। কমবয়সেই মোটা ফ্রেমের চশমা চোখে উঠতে পারে আপনার।

দুর্ঘটনার প্রবণতা বাড়ায় : মোবাইল ব্যবহার করতে করতে কাজ করলে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায়। গাড়ি চালাতে চালাতে অথবা রাস্তা পার হতে গিয়ে কখনও মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

[সূত্র : বাংলাদেশ প্রতিদিন অন-লাইন]

জলবসন্ত হলে করণীয়

জলবসন্ত বা চিকেন পক্স একটি অতি সংক্রমক ভাইরাসজনিত রোগ। সাধারণতঃ শীতের শেষে এবং বসন্তের শুরুতে এই রোগ বেশি হয়। শিশুদের মধ্যে এই রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি। ৯০ শতাংশ মানুষের ক্ষেত্রে ১০ বছরের মধ্যে জলবসন্ত হয়ে থাকে। তবে ভালো বিষয় হচ্ছে, সাধারণত একবার চিকেন পক্স হলে পুনরায় রোগটি হতে দেখা যায় না।

জলবসন্তের লক্ষণ : জলবসন্ত হলে শরীরে উচ্চমাত্রার জ্বর, শরীর ব্যথা, মাথা ব্যথা প্রভৃতি হয়। জ্বর হওয়ার এক-দু'দিনের মধ্যে গায়ে র‍্যাশ হতে দেখা যায়। এই র‍্যাশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে থাকে। এটি বেশ চুলকায়। প্রথমে একটু দাগের মতো থাকে। তারপর সেটি ব্লিস্টারের মতো হয়ে যায়। ব্লিস্টার হচ্ছে বড় ঘামাচির মতো দেখতে পানিভর্তি ফোড়া। ব্লিস্টার শুকিয়ে যায়। ক্ষেত্রবিশেষে পানির পরিবর্তে পুজ হতে দেখা যায়। ব্লিস্টার শুকিয়ে গেলে স্কেব তৈরি হয় এবং তা খসে পড়ে। দাগ পড়া থেকে স্কেব ঝরে যাওয়া পর্যন্ত এক থেকে তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

জলবসন্তের চিকিৎসা : বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জ্বর কমানোর জন্য প্যারাসিটামল ট্যাবলেট ব্যবহার করা হয়। অতিরিক্ত চুলকানোর জন্য অ্যান্টি হিসটামিন-জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো চিকিৎসকরা ইমুলিয়েন্ট (সুদিং ক্রিম) ক্রিম ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে অ্যান্টি ভাইরাল ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

সতর্কতা : অনেক সময় জলবসন্তের কারণে শরীরে দাগ হয়ে যায়। এই দাগ রোধ করতে কোনোভাবেই ব্লিস্টারকে ফাটানো যাবে না। তারপরও যদি দাগ দেখা যায়, সেটি সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে চলে যাবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে কোলোজেন ক্রিম ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিৎসকরা।

প্রতিরোধ : জলবসন্ত অতিরিক্ত সংক্রমক। তাই এটি প্রতিরোধের অন্যতম উপায় হচ্ছে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে না যাওয়া এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পাশে বেশিক্ষণ অবস্থান না করা। বিশেষ করে ছোট শিশু বা বয়স্করা কোনোভাবেই আক্রান্ত ব্যক্তির কাছে যাবেন না। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বাসায় বিশ্রামে থাকতে হবে। বিশেষ করে শিশুদের এটি হলে কিছুদিনের জন্য স্কুলে যাওয়া বা বাইরে খেলাধুলা করা বন্ধ করতে হবে। *[সূত্র : এমটিভি অন-লাইন]*

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

যশোর জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস পরিচালিত **প্রফেসর ড. এম. এ. বারী (রহ.) মডেল মাদরাসা-** ফতেপুর বাজার, ঝিকরগাছা, যশোর-এর একজন দাওরা হাদীস পাস আরবী শিক্ষক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে ছবি ও প্রয়োজনীয় সনদপত্রসহ নিম্নঠিকানায় সত্বর যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বেতন- আলোচনা সাপেক্ষ।

মাদরাসা পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে-
সেক্রেটারী
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৬-৯০৬৪৮৪

الفتاوى و المسائل \ ; v v6)v 6 gvmvw) j

জিজ্ঞাসা ও জবাব

–ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

প্রশ্ন ০১ : ***ওযূ করার পর মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, হয়তবা আমার একটু প্রস্রাব বের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে আমি খুব পেরেশানীতে আছি। এই বিষয়ে আমার করণীয় জানাবেন।***

মো: নজরুল ইসলাম
সভাপতি- দোরমুটিয়া শুব্বান শাখা,
যশোর, কেশবপুর।

জবাব : আপনি ওযূ করে পবিত্রতা অর্জন করার পর আপনার প্রস্রাবের সন্দেহের কারণে আপনার ওযূতে কোনরূপ প্রভাব পড়বে না। কেননা সন্দেহের কারণে সুদৃঢ় বিশ্বাসের বিষয়টি বাদ পড়তে পারে না। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছে কোন ব্যাক্তি সলাতে ওযূ টুটে যাওয়ার সন্দেহের কথা জানালে মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

«لَا يَنْصَرِفْ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا».

"আওয়াজ না শুনে, অথবা গন্ধ না পেয়ে সলাত ছাড়বে না।"[৮৯]

এ হাদীস স্পষ্টতই প্রমাণ করে নিছক সন্দেহ প্রবণতা ওযূ ভঙ্গের কারণ হবে না, সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত। সুতরাং আপনি প্রস্রাব বের হওয়ার সন্দেহকে গুরুত্ব দেবেন না, বরং ওযূ বিদ্যমান আছে বলেই জানবেন।

প্রশ্ন ০২ : ***কখনো কখনো জামা'আতের শেষে কাউকে একাকী ফরয সালাত পড়তে দেখা যায়। তার সাথে মিলিত হয়ে জামা'আত পড়া যায় কী?***

মো: মাযহারুল ইসলাম
বগুড়া।

জবাব : আপনার বর্ণিত অবস্থায় কাউকে একাকী সালাতরত পেলে তার সাথে আপনি মিলিত হয়ে ফরযের জামা'আত আদায় করবেন। এর বৈধতার দলীল বিশুদ্ধভাবেই বিদ্যমান–

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন,

«بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ «فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ أُصَلِّيْ مَعَهُ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِيْ، فَأَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ».

"আমি আমার খালার কাছে রাতে ছিলাম। অতঃপর নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাতের সলাতে দাঁড়ালেন আর আমি তার বাম পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাতে তিনি আমার মাথায় ধরে ডান পাশে দাড় করিয়ে দিলেন।[৯০]

প্রশ্ন ০৩ : ***কেউ যদি বিনা অহংকারে টাখনোর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়ে, তাহলে তাতে কি কোন পাপ আছে? বিষয়টিকে অনেকেই ছোটখাটো বিষয় মনে করে থাকেন। এ বিষয়ে পরিষ্কারভাবে বলবেন কী?***

মো: ফারুক হোসেন
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

জবাব : অহংকারবশতঃ পুরুষ ব্যাক্তির কাপড় টাখনোর নিচে ঝুলিয়ে পরা হারাম। আর অহংকার বিহীন কাপড় ঝুলিয়ে পরাও শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সহীহুল বুখারীতে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট হাদীস রয়েছে। আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বর্ণনা করেন, মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

"যে টাখনুদ্বয়ের নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা হলো তা আগুনে (জাহান্নামে) জলবে।"[৯১]

সুতরাং অহংকার ছাড়া স্বভাবিকভাবে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরলেই জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। আর অহংকারবশতঃ কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরলে তার জন্য শাস্তি হলো নিম্নরূপ–

"মু'মিন ব্যক্তির কাপড় নিসফে সাক তথা অর্ধহাটু পর্যন্ত, এতে কোন অসুবিধা নেই।" (হাঁটু থেকে পায়ের তলার মধ্যভাগকে নিসফে সাক বলা হয়।) অন্য বর্ণনায় তিনি (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরূপ বলেন, "পায়ের টাখনু এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থানে কাপড় পরিধান করতে কোন অসুবিধা নেই। যে টাখনুর নিচে পরবে সে জাহান্নামে যাবে এবং যে ব্যক্তি

[৮৯] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ১৩৭, সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৬১।*

[৯০] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৯৯।*

[৯১] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল লিবাস, ৭/১৪১।*

অহংকারবশতঃ কাপড় পরবে, কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না।"[৯২]

তাই প্রবৃত্তি পরায়ণ না হয়ে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান প্রতিটি মু'মিন পুরুষকে বর্জন করতে হবে।

প্রশ্ন ০৪ : ***সালাতে দৃষ্টি রাখার ব্যাপারে অনেক কথা শুনা যায়। সলাতের বিভিন্ন অবস্থায় কি বিভিন্ন জায়গায় দৃষ্টি রাখতে হবে। নাকি সম্পূর্ণ সলাতে এক জায়গায় দৃষ্টি রাখার নিয়ম আছে? বিষয়টি দলীলসহ জানাবেন।***

নাজমুল ইসলাম
টেংরা, শারশা, যশোর।

জবাব : সলাতরত অবস্থায় সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখাই সলাত আদায়কারীর জন্য পালনীয় বিধান। মহানাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে এই বর্ণিত হাদীস এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে পালনীয়, সলাতের কোন একটি অবস্থার সাথে এটি নির্দিষ্ট নয়। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হা) হতে বর্ণিত–

دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بِصَرِهِ مَوْضَعِ سُجُوْدِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কা'বা ঘরে প্রবেশ করলেন, তথা হতে ফেরা পর্যন্ত (সলাত শেষ করে) তার দৃষ্টি সাজদার স্থানে নিবদ্ধ ছিল।"[৯৩]

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনেক আসারও বিদ্যমান রয়েছে, প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস এবং ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র উস্তাদ ইমাম ইবনু সীরিন (রাহিমাহুল্লা-হ) থেকে এসেছে–

"তিনি কোন ব্যক্তির সলাতে সাজদাহ্ বরাবর দৃষ্টি রাখাকে পছন্দ করতেন।"[৯৪]

তবে কেবল তাশাহ্হুদের সময় শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখার বিশুদ্ধ হাদীস বিদ্যমান রয়েছে।

"আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়ের (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত,

«أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَعَدَ فِيْ التَّشَهُّدِ..... وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ». «لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ».

"নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন তাশাহুদে বসতেন..... তাঁর দৃষ্টি তাঁর শাহাদত আঙ্গুলের দিকে থাকত। সেদিকে দৃষ্টিপাত ছাড়া তাঁর চোখ অন্যত্র যেত না।"[৯৫]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রাহিমাহুল্লা-হ) বলেন, সলাতের খুশু হলো, সলাত আদায়কারী তার দৃষ্টি সলাতের সাজদার স্থানে রাখবে।[৯৬]

প্রশ্ন ০৫ : ***আমরা অনেক সময় পরিচিত জুয়েলারী থেকে কিছু বাকিতে স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলংকার কিনে থাকি। এ ধরনের কেনাকাটায় কোন সমস্যা আছে কি?***

রেজাউল করিম
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : বাকিতে স্বর্ণ বা রৌপ্য বেচা কেনা বৈধ নয়। নগদ টাকা-পয়সা স্বর্ণ ও রৌপ্যের হুকুমের মধ্যেই গণ্য। আমরা নগদ টাকা পয়সার যাকাতও সে হুকুমমতই প্রদান করে থাকি। তাই বাকিতে স্বর্ণ-রৌপ্য বেচাকেনা স্বর্ণ-রৌপকে স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে বাকিতে বেচাকেনার সমতুল্য। উবাদাহ্ ইবনু সামিত (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ».

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, স্বর্ণের বদলায় স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলায় রৌপ্য একই রকম ও সমান সমান হলে এবং হাতে হাতে (নগদ) হলে বৈধ হবে।[৯৭]

শাইখ বিন বায, শাইখ 'আবদুর রায্যাক আফীফী (রাহিমাহুল্লাহুমা) প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বিদ্যান বলেন, "বাকিতে স্বর্ণ-রৌপ্য বেচাকেনা বৈধ নয়।"[৯৮]

প্রশ্ন ০৬ : ***দু'জন ব্যক্তি জামা'আত করে সলাত আদায় করার সময় ডানপাশে দাঁড়ানো মুক্তাদি ব্যক্তি কি অল্প পিছনে দাঁড়াবে, নাকি ইমামের সাথে দাঁড়াবে?***

আহসান কাবীর
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : দু'জনে জামা'আত করে সলাত আদায়কালে দু'জন পুরুষ-নারী (ভিন্ন) না হলে অবশ্যই মুক্তাদি

[৯২] *মুসনাদে আহমাদ- হাঃ ৪০৯৩।*
[৯৩] *ইবনু হিব্বান- হাঃ ৪/৩৩২।*
[৯৪] *মুসান্নাফ আবদি রায্যাক- হাঃ ২/১৬৩।*
[৯৫] *মুসলিম- হাঃ ১১৫/৫৮০, আবূ দাঊদ- হাঃ ৯৯০, হাসান সহীহ।*
[৯৬] *আল মুগণী- ১/৩৭০।*
[৯৭] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২৯৭০।*
[৯৮] *ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাহ- ১৩/৪৯১-৪৯২।*

ব্যক্তি ইমামের সাথে মিলিতভাবে দাঁড়াবে। একটু পেছনে হয়ে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ নেই। নু'মান ইবনু বাশীর (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ».

"তোমরা সলাতের কাতারে সমানভাবে মিলিত হয়ে দাঁড়াবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মাঝে অনৈক্য করে দেবেন।"[৯৯]

উপরোক্ত অবস্থায় ইমাম ও একজন মুসল্লী মিলে কাতার হবে, যাতে কোনরূপ অসমান থাকতে পারবে না।

ইমাম সালেহ আল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লা-হ 'আন্হু) বলেন, "কাতারের সমান করা হলো একজন আরেকজনের আগে হবে না।"[১০০]

প্রশ্ন ০৭ : ***আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর বিবাহ করে নেয়, তার এই বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে?***

আবু বকর
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : উপরে বর্ণিত অবস্থায় যদি স্বামীর মৃত্যুর পর মহিলার সন্তান প্রসব হয়ে থাকে আর তার পরপরই বিবাহটি হয়ে থাকে তাহলে কোন সমস্যা হবে না। কারণ হলো, সন্তান প্রসব করা বিধবা নারীর জন্য ইদ্দত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "গর্ভবতীদের ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"[১০১]

এতদভিন্ন বিধবা নারীর জন্য ইদ্দতের সময়সীমা হলো চারমাস দশ দিন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ﴾

"তোমাদের মধ্য হতে যারা স্ত্রীদেরকে রেখে মারা যাবে সে অবস্থায় স্ত্রীরা নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন বিরত রাখবে। তারপর যখন তাদের ইদ্দৎকাল পূর্ণ হবে, তখন তোমাদের নিজেদের সম্বন্ধে বৈধভাবে যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পরিজ্ঞাত।"[১০২]

আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ইদ্দত পালন না করে তার পূর্বে কোন নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকলে তার বিবাহ বাতিল হবে। তাদের নারী-পুরুষ মেলামেশা যেনা ব্যভিচার বলে গণ্য হবে এবং এই অবৈধ বিবাহ অবশ্যই ভেঙ্গে দিতে হবে।[১০৩]

প্রশ্ন ০৮ : ***জুমু'আর ফরয সলাতের পর মাসজিদে কেউ কেউ দুই রাকা'আত সুন্নাত সলাত পড়ে, আবার কেউ কেউ চার রাকা'আত পড়ে। প্রশ্ন হলো– দু'টোই কী সহীহ?***

খাশিউর রহমান
আব্দুল্লাহপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

জবাব : জুমু'আর সলাতের পর মাসজিদে সুন্নাত সলাত পড়লে চার রাকা'আত সুন্নাত পড়াই সুন্নাহ সম্মত; তবে বাড়িতে গিয়ে সুন্নাত আদায় করলে দুই রাকা'আত আদায় করবে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا».

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ জুমু'আর সলাত আদায় করবে, তখন সে যেন জুমু'আর পরে চার রাকা'আত সলাত আদায় করে।"[১০৪]

আবার গৃহে গিয়ে আদায় করলে দু'রাকা'আত পড়ার দলীল নিম্নরূপ :

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فِيْ بَيْتِهِ».

"নাবী (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বাড়ীতে না ফিরে সলাত আদায় করতেন না। অতঃপর তিনি তার বাড়িতে দু'রাকা'আত সলাত আদায় করতেন।"[১০৫]

---

[৯৯] *সহীহুল বুখারী- হাঃ ৬৭৬, মাঃ শাঃ, হাঃ ৭১৭।*
[১০০] *আশ্ শারহিল মুমতি- ৩/১০।*
[১০১] *সূরা আত্ ত্বালা-ক্ব, আয়াত নং- ৪।*
[১০২] *সূরা আল বাক্বারাহ্, আয়াত নং- ২৩৪।*
[১০৩] *আল মুসিয়াতুল ফিকহিয়্যা- ২৯/৩৪৬।*
[১০৪] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০৭৩, মাঃ শাঃ, হাঃ ৬৭/৮৮১।*
[১০৫] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ২০৭৭, মাঃ শাঃ, হাঃ ৭১/৮৮২।*

যদিও কোন কোন 'আলেম জুমু'আর পরে দুই বা চার রাকা'আতের ইখতিয়ারের কথা বলেছেন। তথাপীও অধিকাংশ 'আলেম ও ফকীহ জুমু'আর পরে মাসজিদে আদায় করলে চার রাকা'আত ও বাড়িতে আদায় করলে দু'রাকা'আত আদায় করার কথাই বলেছেন।[১০৬]

প্রশ্ন ০৯ : *ইসলামী দা'ওয়াত ও তাবলিগী কাজে সহযোগীতার বিধান ও মর্যাদা কি?*

মো: নজরুল ইসলাম
শুব্বান কর্মী, কেশবপুর, যশোর।

জবাব : প্রতিটি মুসলিম ব্যক্তির জন্য ইসলামি দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজে সহযোগীতা করা একান্ত করণীয়, তবে সেই দা'ওয়াত ও তাবলীগ হতে হবে খাঁটি ও নির্ভেজাল। বিদ'আতী দা'ওয়াত ও তাবলীগী কাজে সহযোগিতা করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করছেন,

﴿وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

"সৎকর্ম ও তাক্বওয়ামূলক কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগীতা করবে না।"[১০৭]

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ○ إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾

"নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্থতার মধ্যে নিমজ্জিত। তবে তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"[১০৮]

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াতই হলো প্রকৃত হক্বের দা'ওয়াত। এর অশেষ মর্যাদা রয়েছে।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، قَالَ : «مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا».

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কমবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহের সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কমবে না।"[১০৯]

দা'ওয়াতি কাজের অসামান্য ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

«فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ».

"আল্লাহর শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের চেয়েও কল্যাণকর।"[১১০]

সুতরাং শির্ক-বিদ'আত মুক্ত প্রদর্শনী বিহীন কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর দা'ওয়াতী কাজে সর্বোত সহযোগিতা একান্ত করণীয় ও অশেষ মর্যাদার কাজ।

প্রশ্ন ১০ : *নারীদের অনেকেই রাগের বশে স্বামীর কাছে তালাক চায় কিংবা কাজীর কাছে গিয়ে ডিভোর্স করিয়ে নেয়, এই কাজ কতটা শরী'আত সম্মত।*

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শীলমান্দি, নরসিংদী।

জবাব : যথোপযুক্ত কারণ ব্যতিরেকে রাগ জনিত কিংবা পরকিয়া জনিত ইত্যাদি কারণে কোন নারীর স্বামীর কাছে তালাক দাবি করা বৈধ নয় এবং ডিভোর্সের আশ্রয় নেয়াও মারাত্মক অবৈধ কর্ম।

সাওবান (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِيْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ».

"নিরর্থক যে নারী স্বামীর কাছে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধও হারাম।"[১১১] ###

---

[১০৬] *যাদুল মা'আদ- ১/৪১৭।*
[১০৭] *সূরা আল মায়িদাহ্ ৫ : ২।*
[১০৮] *সূরা আল 'আসর, আয়াত নং- ২ ও ৩।*
[১০৯] *সহীহ মুসলিম- হাঃ ১৬/২৬৭৪।*
[১১০] *বুখারী- হাঃ ৩৭০১ ও সহীহ মুসলিম- হাঃ ৩৪/২৪০৬।*
[১১১] *সুনান আবূ দাউদ- হাঃ ২২২৬।*

المقالة الرئيسية \ c'(` cwiwPw

সাগরবুকে মুসলিম স্থাপত্য
মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট

–এম. জি. রহমান

কাতারের রাজধানী দোহায় অবস্থিত **মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট** মুসলিম স্থাপত্য এবং ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। প্রাচীন ইসলামী স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবিত এটি একটি অধুনিক জাদুঘর। তথাপি এর রয়েছে অনন্য স্থাপনাশৈলী। এমন স্থাপনাশৈলীর ভবন এ অঞ্চলে এটাই প্রথম। জাদুঘরে ইসলামী শিল্পকলার বিশাল সংগ্রহও রয়েছে। এছাড়া শিশুদের পড়াশোনার পাশাপাশি প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পে ভরপুর এ জাদুঘরে গবেষণা ও অধ্যয়নের জন্য রয়েছে বিশাল পাঠাগার। এ পাঠাগারটিও সপ্তাহে ৫দিন সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শুক্র ও শনিবার বন্ধ থাকে এ বিশাল গ্রন্থশালা। অনেক দুর্লভ বইয়ের সংগ্রহও রয়েছে এ পাঠাগারে। মিউজিয়াম অব ইসলামিক আর্ট ৪৫ হাজার বর্গমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। স্থানটি মূলতঃ একটা কৃত্রিক উপদ্বীপ, এখান থেকে দোহা উপসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত দেখা যায়।

দোহা উপসাগরের বুক চিরে জেগে ওঠা এ জাদুঘরের পাশে সার্বক্ষণিক খোলা থাকে ২ লাখ ৮০ হাজার বর্গমিটারের বিশাল পার্ক। এ পার্কের নাম **দি মিউজিয়াম অব ইসালামিক পার্ক**। পার্কটি সার্বক্ষণিক উন্মুক্ত থাকলেও নির্ধারিত নিয়ম মেনেই খোলা হয় জাদুঘর। শনি থেকে বৃহস্পতিবার খোলা থাকে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। শুধু শুক্রবার অর্ধদিবস তথা দুপুর ১টা ৩০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকে জাদুঘর।

পাঁচতলা বিশিষ্ট এই জাদুঘরে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক সালাতের স্থান রয়েছে, আছে পৃথক ওযূখানা। আরো রয়েছে একটি গিফট শপ, পাঠাগার, শ্রেণিকক্ষ এবং একটি ২০০ আসন বিশিষ্ট থিয়েটার। এছাড়া জাদুঘরে আছে রেস্টুরেন্ট; যেখানে অ্যারাবিক খাবারের পাশাপাশি ফ্রেঞ্চ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের খাবার পাওয়া যায়। মিউজিয়ামটিতে দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে আর্থিক লেনদেনের জন্য এটিএম বুথ, যোগাযোগের জন্য ফ্রি ওয়াইফাই কানেকশন, ফ্রি গাইড লাইন এবং অভ্যর্থনা ও তথ্য অনুসন্ধান কেন্দ্র রয়েছে। ২০০৮ সালের ২২ নভেম্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়।

কাতারের রাজধানী দোহা উপসাগরের তীরে গড়ে ওঠা এ ইসলামী স্থাপত্য শিল্প জাদুঘরের স্থপতি ৯১ বছর বয়সে আই.এম.পাই ৪৫ হাজার বর্গমিটারের বিশাল ভবনের নকশা করেন। এ জাদুঘরের নকশা করার আগে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রায় ৬ মাস ভ্রমণ করে বিভিন্ন জাদুঘর পরিদর্শন ও মুসলিম স্থাপত্য ও ইতিহাস সম্পর্কে জেনে নেন। এছাড়া তিনি ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কেও পড়ালেখা করেন।

কাতার সরকার কর্তৃক জাদুঘরের জন্য প্রস্তাবিত সম্ভাব্য সব স্থানকে অগ্রাহ্য করে দোহা উপসাগরের এ স্থানটিকে বেছে নেন তিনি। কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, এমন স্থানে জাদুঘরটি করা হোক যেখানে ভবিষ্যতে কোনো উঁচু স্থাপনা এ জাদুঘরটিকে ঢেকে না দেয়। পরবর্তী সময়ে জাদুঘরটি দোহা উপসাগরের উপর নির্মিত হয়। এর পাশে নির্মাণ করা হয় একটি পার্ক।

জাদুঘরের ৪র্থ তলায় সংরক্ষিত আছে দুর্লভ সব সংগ্রহ। যে কারণে এ মিউজিয়ামটি অনন্য ও আকর্ষণীয়। তা হলো–

❖ ইসলামের প্রাথমিক যুগের (সপ্তম থেকে ১২তম শতাব্দি) স্থাপত্য শিল্প গ্যালারি।

❖ মধ্য এশিয়া ও ইরানের ১২-১৬তম শতাব্দির স্থাপত্য শিল্পের ২টি আলাদা গ্যালারি।

❖ মিসর ও সিরিয়া ১২-১৫ তম শতাব্দির স্থাপত্য শিল্পের ২টি আলাদা গ্যালারি।

❖ ইরানের ১৬-১৯ শতকের আধুনিক স্থাপত্য শিল্পের পৃথক গ্যালারিও স্থান পেয়েছে এ জাদুঘরে।

❖ ভারতের ১৬-১৮ শতাব্দির স্থাপত্য শিল্প গ্যালারি।

❖ তুরস্কের ১৬-১৮ শতকের স্থাপত্য শিল্প গ্যালারিও রয়েছে এ জাদুঘরে।

২০০৬ সালে কাতার ইসলামিক স্থাপত্য জাদুঘরের কাজ সমাপ্ত হলেও ২০০৮ সালের ২২ নভেম্বর উদ্বোধন করা হয়। আর তা সর্ব সাধারণের জন্য ৮ ডিসেম্বর ২০০৮ খুলে দেয়া হয়।

২০০৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাবিহ আল খেমিরের পরিচালনায় বেশ কয়েকবার জাদুঘরের আভ্যন্তরীণ নকশা পরিবর্তন করে তা সর্বোত্তম পরিদর্শনের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

অনিন্দসুন্দর এ জাদুঘরের নির্মাণ কাজ করে উইলমোট অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস। আলোক সজ্জায় কাজ করে আলো নকশাকারী প্রতিষ্ঠান আইসোমেট্রিক লাইটিং ডিজাইন ও পরিবেশ ও বনায়ন নকশা প্রতিষ্ঠান এভি কনসালটেন্ট। কাঠামোগত নকশায় কাজ করেন লেসলি এ রবার্টসন অ্যাসোসিয়েটস। *[সৌজন্যে : উইকিপিডিয়া, আমাদের সময়.কম, মোড়ল নিউজ২৪.কম]*

কাদিয়ানী সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাফির ঘোষণা করার দাবি

–সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ﴾

"মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যকার কারো পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহ তা'আলার রাসূল এবং সর্বশেষ নবী।" *(সূরা আহ্যা-ব : ৪০)*

প্রখ্যাত সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّيْنَ.

আমার উপমা এবং আমার পূর্ববর্তী নাবীগণের উপমা সে লোকের উপমার মতো, যে একটি অট্টালিকা বানাল এবং তা সুন্দর ও সুচারুরূপে গড়ে তুলল, তবে তার কোণগুলোর কোন এক কোণায় একটি ইটের স্থান ব্যতীত। লোকেরা তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল আর তা দেখে আশ্চর্য হতে লাগল এবং পরস্পর বলতে লাগল, ঐ ইটখানি স্থাপন করা হলো না কেন? [নবী ('আলাইহিস্ সালাম)] বলেন : আমি-ই সে ইটখানি আর আমি নবীগণের মোহর ও শেষ নবী।

(সহীহ মুসলিম- হাঃ ২২/২২৮৬, ইঃ ফাঃ বাং, হাঃ ৫৭৬২, বাং ইঃ সেঃ, হাঃ ৫৭৯২)

উল্লেখিত আয়াতে কারীমা ও হাদীস দ্বারা নবূওয়াতের উপর সীলমোহর করে নবী আগমনের পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়েছে। অতএব, মুসলিম হওয়ার অন্যতম মৌল শর্ত খতমে নবূওয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা। যে সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা ব্যক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে শেষ নাবী ও রাসূল হিসেবে অস্বীকার করবে, সে বা তারা নিঃসন্দেহে কাফির এবং যে মুসলিম তাদের কাফির হওয়া নিয়ে সন্দেহ পোষণ করবে, সেও কাফির হিসেবে গণ্য হবে। দল-মত, নির্বিশেষে সকল উলামা এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদি শাসনামলে মুসলিমদের মাঝে অন্তর্কলহ বিভেদ ও ফিতনা সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্যে চৌদ্দশ' হিজরীর প্রথম দিকে মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর (১৮৩৫-১৯০৮) মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় এ সম্প্রদায় জন্মলাভ করে। বৃটিশরা তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়েছে এবং ভণ্ড নবী খ্যাত মির্যা গোলাম আহমদও বৃটিশ প্রভুদের নিকট থেকে সকলপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও কৃপালাভে ধন্য হয়ে কাদিয়ানী মতবাদের প্রচার-প্রসার ঘটাতে থাকে। বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর আনুকূল্যে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর বিবেক-জ্ঞান যে লোপ পেয়েছিল তা তার আচরণ ও প্রলাপবাক্য থেকেই প্রতীয়মান হয়– সে প্রথমে নিজেকে মুজাদ্দিদ ও ইমাম মাহদী, এরপর ঈসা ইবনু মারইয়াম এবং সবশেষে নিজেকে 'নবী' বলে দাবী করে। অর্থাৎ- জনসম্মুখে কিভাবে নিজেকে পরিচিত করবে, এ ব্যাপারে সে নিজেই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল।

গোলাম আহমাদ এ উপমহাদেশে নবূওয়াতের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও এ দাবি যে প্রকাশ্য ভণ্ডামী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। তিনি বলেছেন :

وَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ كَذَّابُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ.

আমার উম্মাতের মধ্য থেকে ত্রিশজন মিথ্যাবাদী আসবে, তারা প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবী করবে। অথচ আমি হলাম শেষ নবী; আমার পরে কোন নবী নেই। *(জামি' আত্ তিরমিযী- হাঃ ৩৭১০)*

কাদিয়ানী মতবাদ যে একটি কুফ্রী মতবাদ তা এ সম্প্রদায়ের 'আক্বীদাহ্-বিশ্বাস থেকেই প্রতীয়মান হয়।

প্রথমতঃ একজন মানুষের কাফির হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, খতমে নবূওয়াতকে অস্বীকার করা। এছাড়াও তাদের ভ্রান্ত ও কুফ্রী 'আক্বীদার মধ্যে রয়েছে– তার লিখিত বই 'কিতাবুল মুবীন'কে কুরআনের ন্যায় মনে করা, কাদিয়ান শহরকে মক্কা-মদীনার চেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মনে করা এবং ঐ শহরের মাটিকে 'হারাম শরীফ' বলা, গোলাম আহমাদের সাথীদেরকে 'সাহাবা' এবং তার অনুসারীদের নতুন 'উম্মাত' বিবেচনা করা, কাদিয়ানে তাদের বার্ষিক সম্মেলনকে 'হজ্জে'র সমান মনে করা ইত্যাদি। এদ্ব্যতীত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সম্পর্কেও তারা জঘন্য 'আক্বীদাহ্ পোষণ করে থাকে।

সার্বিক বিচারে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কাদিয়ানী সম্প্রদায় নিজেদের মুসলিম জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত দাবি করলেও তারা মূলতঃ ইয়াহুদী-খৃষ্টান বা হিন্দু-বৌদ্ধদের ন্যায় পৃথক একটি ধর্মমতের অনুসারী। ইসলামী শরী'আতে প্রকৃত মুসলিম ব্যতীত সকলকে কাফির হিসেবে গণ্য করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশের আহলে হাদীস 'আলেমগণ বৃটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের পাশাপাশি কাদিয়ানীদের কুফ্রী মতবাদের প্রতিবাদ করে আসছে– এ সম্প্রদায়ের সূচনালগ্ন থেকে। সে ধারাবাহিকতায় আজও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর পক্ষ থেকে সরকারের নিকট আমরা জোর দাবি জানাচ্ছি– বিশ্ব মুসলিম সংস্থা ওআইসিসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হোক– কাদিয়ানী সম্প্রদায় অমুসলিম তথা কাফির। ###

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত মার্চ- ২০১৯ সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	সুর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	ঈশা
০১	০৫ : ০৬	০৬ : ২০	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৭
০২	০৫ : ০৫	০৬ : ২০	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৭
০৩	০৫ : ০৪	০৬ : ১৯	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০২	০৭ : ১৮
০৪	০৫ : ০৩	০৬ : ১৮	১২ : ১১	০৩ : ৩২	০৬ : ০৩	০৭ : ১৮
০৫	০৫ : ০২	০৬ : ১৭	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৩	০৭ : ১৯
০৬	০৫ : ০১	০৬ : ১৬	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ১৯
০৭	০৫ : ০০	০৬ : ১৫	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
০৮	০৫ : ০০	০৬ : ১৫	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৪	০৭ : ২০
০৯	০৪ : ৫৯	০৬ : ১৩	১২ : ১০	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৫	০৭ : ২১
১০	০৪ : ৫৮	০৬ : ১২	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২১
১১	০৪ : ৫৭	০৬ : ১১	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৬	০৭ : ২১
১২	০৪ : ৫৬	০৬ : ১০	১২ : ০৯	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৩	০৪ : ৫৫	০৬ : ০৯	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২২
১৪	০৪ : ৫৪	০৬ : ০৮	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৭	০৭ : ২৩
১৫	০৪ : ৫৩	০৬ : ০৭	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৩
১৬	০৪ : ৫২	০৬ : ০৭	১২ : ০৮	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৮	০৭ : ২৪
১৭	০৪ : ৫১	০৬ : ০৬	১২ : ০৭	০৩ : ৩৩	০৬ : ০৯	০৭ : ২৪
১৮	০৪ : ৫০	০৬ : ০৫	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৪
১৯	০৪ : ৪৯	০৬ : ০৪	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ০৯	০৭ : ২৫
২০	০৪ : ৪৮	০৬ : ০৩	১২ : ০৭	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৫
২১	০৪ : ৪৭	০৬ : ০২	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১০	০৭ : ২৬
২২	০৪ : ৪৬	০৬ : ০১	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২৩	০৪ : ৪৬	০৬ : ০১	১২ : ০৬	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৬
২৪	০৪ : ৪৪	০৫ : ৫৯	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১১	০৭ : ২৭
২৫	০৪ : ৪২	০৫ : ৫৮	১২ : ০৫	০৩ : ৩২	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৬	০৪ : ৪১	০৫ : ৫৭	১২ : ০৫	০৩ : ৩১	০৬ : ১২	০৭ : ২৮
২৭	০৪ : ৪০	০৫ : ৫৬	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৮
২৮	০৪ : ৩৯	০৫ : ৫৫	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
২৯	০৪ : ৩৮	০৫ : ৫৪	১২ : ০৪	০৩ : ৩১	০৬ : ১৩	০৭ : ২৯
৩০	০৪ : ৩৭	০৫ : ৫৩	১২ : ০৩	০৩ : ৩১	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০
৩১	০৪ : ৩৬	০৫ : ৫২	১২ : ০৩	০৩ : ৩০	০৬ : ১৪	০৭ : ৩০